তালিসমান

স্যার ওয়ালটার স্কট

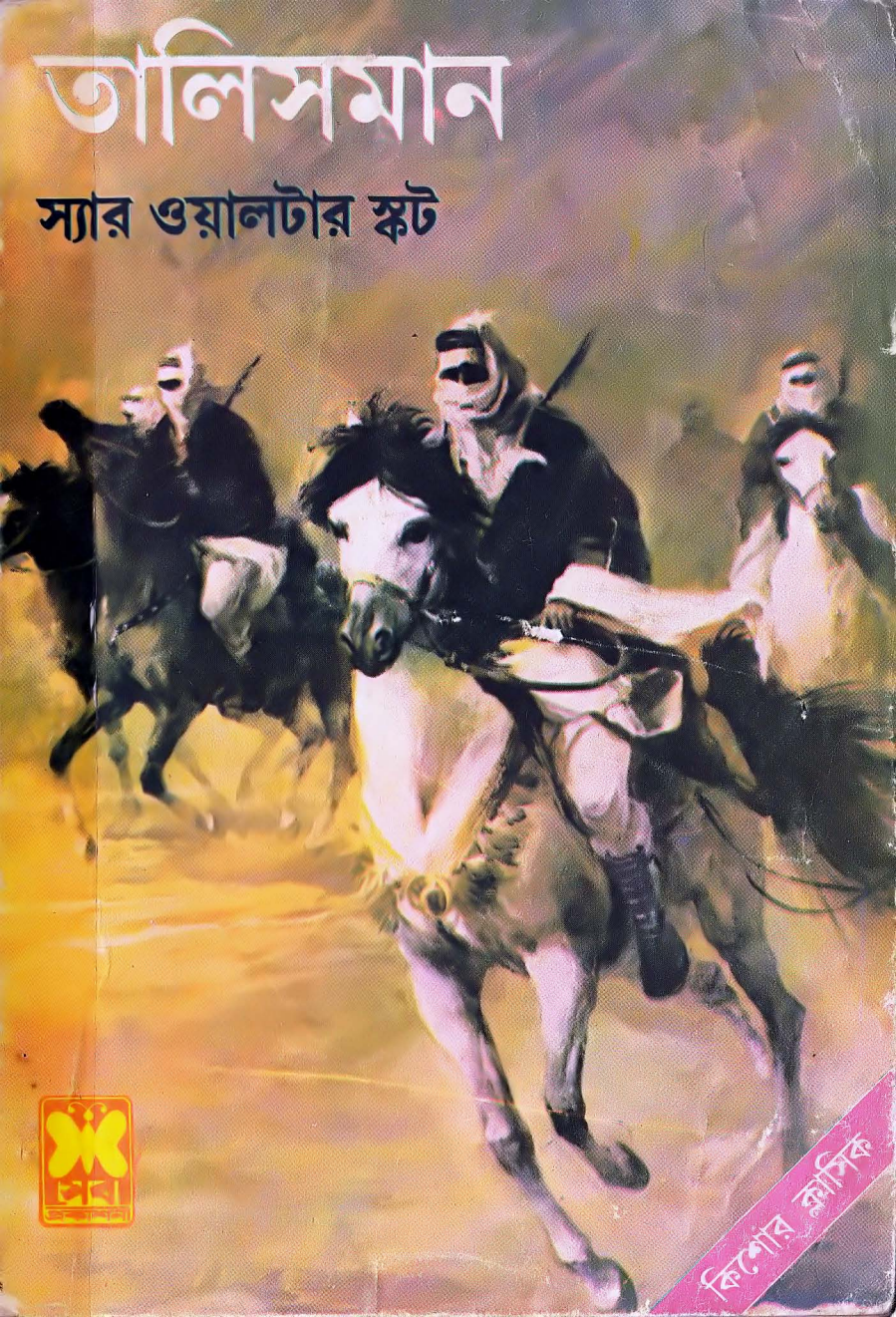

কিশোর ক্লাসিক

সেবা প্রকাশনী

সেবা প্রকাশনীর

আর ও ক'টি কিশোর ক্লাসিক

দুর্গেশনন্দিনী/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/নিয়াজ মোরশেদ
বেন হুর/লিউ ওয়ালেস/মুনতাসীর মামুন
রবিনসন ক্রুসো/ড্যানিয়েল ডিফো/নিয়াজ মোরশেদ
কালোতীর/রবার্ট লুই স্টিভেনসন/নিয়াজ মোরশেদ
সলোমনের গুপ্তধন/হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড/রকিব হাসান
দুঃসাহসী টম সয়ার/মার্ক টোয়েন/রকিব হাসান
সী উলফ/জ্যাক লণ্ডন/নিয়াজ মোরশেদ
তিন মাস্কেটিয়ার/আলেকজান্দার দ্যুমা/নিয়াজ মোরশেদ
প্রবাল দ্বীপ/রবার্ট মাইকেল ব্যালান্টাইন/রকিব হাসান
কপালকুণ্ডলা/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/নিয়াজ মোরশেদ
চিতা/রনে জুইস/রকিব হাসান
সুইস ফ্যামিলি রবিনসন/জোহান ওয়েস/নিয়াজ মোরশেদ
কিডন্যাপড/রবার্ট লুই স্টিভেনসন/নিয়াজ মোরশেদ
হাকলবেরি ফিন/মার্ক টোয়েন/রওশন জামিল
ব্লু লেগুন/এইচ দ্য ভের স্ট্যাকপোল/মামুন শফিক
কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো/আলেকজান্দার দ্যুমা/নিয়াজ মোরশেদ
প্রিজনার অভ জেনডা/অ্যান্টনি হোপ/নিয়াজ মোরশেদ

কিশোর ক্লাসিকের অষ্টাদশ বই

তালিসমান

স্যার ওয়ালটার স্কট

রূপান্তর :

নিয়াজ মোরশেদ

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৮৬
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শরাফত খান

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা,
ঢাকা-২
যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

TALISMAN
Sir Walter Scott
Trans & Ed. by Neaz Morshed

তালিসমান

মূল ঃ

স্যার ওয়ালটার স্কট

রূপান্তর ঃ

নিয়াজ মোরশেদ

স্যার ওয়ালটার স্কট

স্যার ওয়ালটার স্কটের জন্ম ১৭৭১ সালে, স্কটল্যাণ্ডের এডিন-বরায়। মাত্র দেড় বছর বয়সে তিনি হাড়ের অসুখে আক্রান্ত হন, পরিণামে চিরদিনের জন্যে একটা পা তাঁর খোঁড়া হয়ে যায়। পনের বছর বয়স হওয়ার আগেই পাঠ্যতালিকার বাইরে প্রচুর বই তিনি পড়ে ফেলেন এবং ইতিহাস ও স্কটল্যাণ্ডে প্রচলিত গল্প-গাথার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। একুশ বছর বয়েসে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বাবাকে খুশি করার জন্যে এখানে তিনি আইন শাস্ত্র নিয়ে লেখাপড়া করেন। অবসর সময়ে তিনি ইতিহাস পড়তেন বা স্কটিশ লোক-কাহিনী সংগ্রহ করতেন

১৭৯৭ সালে জনৈক ফরাশি উদ্বাস্তুর কন্যাকে বিয়ে করেন ওয়াল-টার স্কট। মেয়েটির নাম শার্লট শারপেনটিয়ের। ১৭৯৯ সালে সেলকার্কশায়ারের শেরিফ নিযুক্ত হন স্কট।

১৮০৫ সালে প্রথম উপন্যাস লেখায় হাত দেন ওয়ালটার স্কট। নাম ওয়েভারলি। কিছুদূর লেখার পর উপন্যাসটি ফেলে রাখেন তিনি। শেষ করেন প্রায় দশ বছর পর ১৮১৪ সালে। সেই বছরই বইটি প্রকাশিত হয়, এবং অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৮১৮ সালে স্যার উপাধিতে ভূষিত করা হয় ওয়ালটার স্কটকে ১৮৩২ সালে মারা যান এই অমর ঔপন্যাসিক।

এক

সিরিয়ার জ্বলন্ত সূর্য এখনো মাথার ওপর উঠে আসেনি।

চারপাশে ধু-ধু ঊষর মরুভূমি। বিস্তীর্ণ বালুময় প্রান্তর। এখানে ওখানে ছোট বড় বালির পাহাড় আর কিছু দূরে এক মৃত মরু-সাগর। ব্যস। যেদিকেই তাকানো যায় আর কিছু চোখে পড়ে না। প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই।

এই রুক্ষ প্রকৃতির বুক চিরে ধীর গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে এক ইউরোপীয় যোদ্ধা। আর সামান্য গেলেই পৌঁছে যাবে মরু-সাগরের কাছাকাছি।

জীবিত কোনো মাছ নেই মরুঘেরা মৃত সাগরটায়, জলের ওপর নেই নৌকা। মহা-সাগরের কাছে এক বিন্দু পানি পাঠায় না ও। মহা সাগর থেকেও ওতে আসে না কিছু। এই সাগরটার মতো এখানকার মাটিকেও মৃত বলা যেতে পারে। কোনো গাছ এখানে জন্মায় না। আকাশে একটা পাখি পর্যন্ত নেই। যেন ভোরের সূর্যের প্রচণ্ড উজ্জ্বলতার হাত থেকে বাঁচার জন্যে লুকিয়ে পড়েছে প্রকৃতির প্রাণবান সব কিছু। একমাত্র ব্যতিক্রম ঐ ইউরোপীয় যোদ্ধা। ভয়ঙ্কর বালির সমুদ্র সে পাড়ি দিয়ে চলেছে ধীর অথচ নিশ্চিত

গতিতে।

ইউরোপীয় যোদ্ধা একজন নাইট। নাইট অভ দ্য স্লিপিং লেপার্ড। সুদূর স্কটল্যাণ্ড থেকে এসেছে এই সিরিয়ায় পবিত্র জেরুজালেম নগরীর অধিকার নিয়ে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের ভেতর যে ক্রুসেড (ধর্মযুদ্ধ) চলছে তাতে যোগ দেয়ার জন্যে।

এই দেশ, আবহাওয়ার সম্পূর্ণ অনুপোযোগী পোশাক তার গায়ে। ধাতব শিকলের জাল দিয়ে তৈরি কোট, বুকের ওপর ইস্পাতের বর্ম, গলা থেকে ঝুলছে বিরাট এক ঢাল, মাথায় ইস্পাতের শিরোস্ত্রাণ; নিম্নাঙ্গের পোশাকও শিকলের জাল দিয়ে তৈরি, পায়ে ধাতব জুতো; দীর্ঘ, সোজা একটা দু'ধার তরবারি ঝুলছে তার কোমরবন্ধ থেকে। ক্রুশের আদলে তৈরি সেটার বাঁট।

বর্মের ওপর কারুকাজ করা একটা পুরনো প্রায়-ছেঁড়া কাপড়ের কোট পরেছে নাইট। সেটার ওপর বেশ কয়েক জায়গায় লেখা, 'ঘুমিয়ে আছি—আমাকে জাগিও না।'

প্রকৃতি অকৃপণ হাতে শক্তি, স্বাস্থ্য আর ক্ষমতা দিয়েছে নাইটকে। সাহসও দিয়েছে অপরিমেয়। কিন্তু সম্পদ দেয়নি। সামান্য যা টাকা পয়সা সে সঙ্গে এনেছিলো কমতে কমতে তা এখন শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে। তার অর্থ এই নয় যে সে অবিবেচক, বেহিশেবি। বরং বলা যায় একটু বেশি বিবেচক। স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণের কাছ থেকে সে জোর করে উপঢৌকন আদায় করে না। নামী দামী কাউকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ হলে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয় না। ফলাফল যা হবার তা-ই হয়েছে।

ছোট্ট একটা সেনাদল নিয়ে দেশ থেকে রওনা হয়েছিলো নাইট। দিন যত গড়িয়েছে দলটার আয়তন তত ছোট হয়েছে। এই মুহূর্তে তার সাথীদের ভেতর জীবিত আছে মাত্র একজন। সে-ও আবার

মৃত্যুর সাথে লড়ছে তাঁবুতে শুয়ে। ফলে আজ একাকী পথ চলতে হচ্ছে নাইটকে।

দুপুর নাগদ মৃত সাগরটাকে ডান পাশে রেখে বেশ অনেক দূর চলে আসতে পারলো নাইট। তারপরই একটা দৃশ্য দেখে খুশি হয়ে উঠলো তার মন। দূরে একগুচ্ছ খেজুর গাছ। এ জায়গায় আগেও এসেছে নাইট। জানে, মানুষ না থাকলেও ঐ মরূদ্যানে একটা কূয়া আছে। ওখানে পৌঁছালেই পাওয়া যাবে পানি, আর খেজুর গাছের শীতল ছায়ায় বিশ্রাম। নাইটের ঘোড়াও যেন টের পেল তা। আপনা থেকেই দ্রুত হয়ে গেল তার গতি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নাইট অভ দ্য স্লিপিং লেপার্ড মরূদ্যানটার দিকে। গতিশীল কিছু একটা ধরা পড়েছে তার চোখে। কি হতে পারে ভাবতে ভাবতেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো অবয়বটা। একজন অশ্বারোহী! আরব সৈনিকের পোশাক গায়ে।

স্থানীয়দের ভেতর প্রচলিত একটা প্রবাদ মনে পড়ে গেল নাইটের: 'মরুভূমির মাঝখানে যার সঙ্গেই দেখা হোক সে বন্ধু নয়।' পিঠে বাঁধা বর্শাটা খুলে হাতে নিলো নাইট। ছোঁড়ার জন্যে তৈরি।

পূর্ণ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আরব সৈনিক। পোশাক-আশাক দেখে তাকে আমীর (রাজপুত্র) মনে হলো নাইটের। নাইট ভাবলো, সে-ও ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। কিন্তু সামলে নিলো। কি লাভ খামোকা ঘোড়াটাকে ক্লান্ত করে? লোকটা আরব, তার মানে শত্রু; সে-ই আসবে এখানে। লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে ফেললো ক্রুসেডার।

আসতে আসতে নাইট অভ দ্য লেপার্ডের খুব কাছে চলে এলো আরব। খুব বেশি হলে দুই বর্শা সমান হবে দূরত্ব। তারপরই ঘোড়ার

মুখ ঘুরিয়ে নাইটের চারপাশে চক্কর দিতে লাগলো সে। জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরতে শুরু করলো নাইটও, এমন ভাবে যাতে সব সময় তার মুখ থাকে শত্রুর দিকে। দ্বিতীয় চক্কর শেষ হতেই হঠাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে চলে গেল আরব। একশো গজের মতো গিয়ে ফিরে এলো আবার। আবার চক্কর দিতে লাগলো নাইটের চারপাশে। তার-পর আবার দূরে চলে গেল, আবার কাছে এলো। নাইট আগে আক্র-মণ করুক তা-ই যেন চাইছে।

তৃতীয়বার যখন এগিয়ে এলো আরব, ঘোড়ার পাশ থেকে হাতু-ড়ির মতো একটা অস্ত্র তুলে নিলো নাইট। লক্ষ্যস্থির করে ছুঁড়ে দিলো। নিখুঁত তাক। উড়ে গিয়ে আরবের শিরোস্ত্রাণে লাগলো হাতুড়ি। ঘোড়া থেকে পড়ে গেল আরব। কিন্তু নাইট তার কাছে পৌঁছানোর আগেই আবার উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলো সে। ঘোড়া ছুটিয়ে সরে গেল একপাশে। আরবকে না পেলেও ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝুঁকে হাতুড়ির মতো অস্ত্রটা তুলে নিতে পারলো খ্রীষ্টান যোদ্ধা। তার শক্তি ও লক্ষ্যভেদের ক্ষমতার কথা ভুলে যায়নি আরব। এবার একটু বেশি দূরত্বে থেকে ঘুরতে লাগলো নাইটের চারপাশে। এবং ছুটতে ছুটতেই পিঠ থেকে ধনুক খুলে তীর ছুঁড়ে চললো একের পর এক। প্রথম কয়েকটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও একটা তীর লাগলো ক্রুসেডারের গায়ে। ঘোড়াটা চিঁ হি-হি শব্দে লাফিয়ে খাড়া হয়ে গেল। পিঠ থেকে ছিটকে পড়লো নাইট। এবং পড়েই রইলো। উঠে দাঁড়ানোর কোনো লক্ষণ দেখা গেল না তার ভেতর ঘোড়া থেকে নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল আরব আমীর শত্রুর অবস্থা পরীক্ষা করার জন্যে। কাছে পৌঁছে ঝুঁকলো মাটির দিকে। এই সময় আচমকা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার কোমরবন্ধ আঁকড়ে

ধরলো নাইট। এবার বাগে পেয়েছে শত্রুকে।

শত্রুর শক্তি ও রণনৈপুন্য সম্পর্কে ধারণা ছিলো না নাইট অভ দ্য লেপার্ডের। অদ্ভুত ভঙ্গিতে বেঁকে দাঁড়িয়ে শরীরে প্রবল এক ঝাড়া দিলো আরব। মুহূর্তে তার কোমর থেকে ছুটে গেল নাইটের হাত। এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে বসে দূরে সরে গেল আরব। খাপ থেকে তলোয়ার বের করলো। কি মনে করে চুকিয়ে রাখলো আবার। বন্ধুত্বের ভঙ্গিতে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো।

'মুসলমান খ্রীষ্টান—দু'জাতিই আপাতত যুদ্ধ বন্ধ রেখেছে,' সে সময়ে ব্যবহৃত এক মিশ্র ভাষায় বললো সে, 'তা হলে আমরা কেন যুদ্ধ করবো?'

'আমি রাজি যুদ্ধ বন্ধ করতে,' জবাব দিলো নাইট, 'কিন্তু সুযোগ পেলেই তুমি যে আবার হামলা চালাবে না তার কি নিশ্চয়তা?'

'মহানবী মোহাম্মদের অনুসারী কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না,' জবাব দিলো আরব। 'বিদেশী, তুমি নিশ্চয়তা চাইছো। চাইবো তো আমি। ...থাক, দরকার নেই নিশ্চয়তার, আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি।'

বিস্মিত হলো নাইট। এত সহজে যে মুসলমান একজন খ্রীষ্টানকে বিশ্বাস করতে পারে, কত বড় তার হৃদয়? এই লোককে সন্দেহ করছিলো ভাবতেই মনে মনে লজ্জা পেলো সে।

'আমার তরবারির ক্রুশ ছুঁয়ে বলছি, আরব,' সে বললো, 'যতক্ষণ আমরা একসাথে থাকবো, সঙ্গী হিশেবে আমি বিশ্বস্ত থাকবো।'

জবাবে আরব বললো, 'আল্লাহ ও তাঁর নবীর নামে বলছি, বিশ্বাস ছাড়া আমার হৃদয়ে আর কিছু নেই তোমার জন্যে। চলো, মরূদ্যানের দিকে যাওয়া যাক, বিশ্রামের সময় হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোড়ায় চড়লো নাইট অভ দ্য স্লিপিং লেপার্ড। তারপর দুই শত্রু খুশি মনে পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে চললো ছোট্ট খেজুর বীথির দিকে।

দুই

খুব সাধারণ দেখতে মরূদ্যানটা। এক জায়গায় কয়েকটা খেজুর গাছ, গোড়াগুলো ঘাসে ছাওয়া। পাশে একটা কূয়া ; ছোট্ট, অপ্রশস্ত, অগভীর। অন্য কোথাও হলে এমন একটা জায়গা হয়তো কারো চোখেই পড়তো না। কিন্তু এই দুস্তর মরূ-প্রান্তরে এর চেয়ে আকাঙ্ক্ষিত আর কিছু হতে পারে না পথিকের কাছে। লু হাওয়া বা মরূঝড়ে বালি উড়ে এসে যেন কূয়ার মুখ বন্ধ করে দিতে না পারে সে জন্যে কোনো সময় কোনো সদাশয় পথিক বা পথিক দল সেটার মুখ বাঁধিয়ে দিয়েছে পাথর দিয়ে। ওপরে তৈরি করে দিয়েছে আচ্ছাদন। ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত পথিক, কাফেলা এখানে থামে, বিশ্রাম নেয়, তারপর চলে যায় গন্তব্যে।

এই সাধারণ অসাধারণ স্থানে পৌছুলো দুই যোদ্ধা। দু'জনই প্রথমে জিন খুলে নিলো যার যার ঘোড়া থেকে। নিজেদের আগে পানি খাওয়ার সুযোগ দিলো জন্তু দুটোকে। তারপর হাত মুখ ধুয়ে,

পানি খেয়ে বসলো ঘাসের ওপর গাছের ছায়ায়।

খ্রীষ্টান, আরব দু'জনেই তাদের সঙ্গে আনা সামান্য খাবার বের করলো জিনের সঙ্গে ঝোলানো ছোট্ট থলে থেকে। নাইট অভ দ্য লেপার্ডের খাবার খুব সাধারণ, কিন্তু আরবেরটা আরো সাধারণ। সামান্য খেজুর আর কয়েকটা মোটা রুটি। ঝটপট খেয়ে নিলো ক্ষুধার্ত আরব, তারপর পাশের কুয়া থেকে দু'আঁজলা পানি। ব্যস তার খাওয়া শেষ। নাইটের খাবারও শাদামাঠা তবে সম্ভবত একটু উপাদেয়। শুকনো শুয়োরের মাংস, মুসলমানদের ঘৃণার বস্তু, তার খাবারের প্রধান উপকরণ। আর তার পানীয় পানি নয়, পানির চেয়ে কড়া কিছু। চামড়ার একটা বোতলে রয়েছে।

'সাহসী খ্রীষ্টান,' মুসলমান লোকটা বললো, 'মানুষের মতো যে লড়তে পারে তার কি কুকুরের মতো খাওয়া সাজে? তুমি এত মজা করে যে খাবার খেলে অবিশ্বাসী ইহুদীরাও তো তা ঘেন্না করে।'

'শোনো, আরব,' জবাব দিলো খ্রীষ্টান, 'মুসার পুরনো আইনে বন্দী ইহুদীরা, ওরা অনেক কিছু খায় না, করে না যা খাওয়ার বা করার স্বাধীনতা রয়েছে খ্রীষ্টানের। আমরা খ্রীষ্টানরা যা করি, পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলেই করি।'

এরপর ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত একটা প্রার্থনা করে দীর্ঘ এক চুমুকে সে খালি করে ফেললো চামড়ার বোতলটা।

'এটাও বোধহয় তোমার স্বাধীনতার অঙ্গ?' বললো আরব। 'তোমরা নিজেদেরকে জন্তুর পর্যায়ে নামিয়ে ফেলেছো; নইলে জানোয়ারেও যে বিষ খেতে চাইবে না তা খাও কেমন করে!'

'তোমাদের মুসলমানদের মতো বোকা আর নেই,' নির্দ্বিধায় জবাব দিলো নাইট, 'যে সুবিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে তার

জন্যে মদ হলো ঈশ্বরের অমূল্য উপহার। কাজের শেষে মানুষের মনকে উৎফুল্ল করে এ জিনিস, রোগে স্বস্তি দেয়, দুঃখে দেয় প্রশান্তি। উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন বলে আমি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'তোমার জন্যে করুণা ছাড়া আর কিছু জাগছে না আমার মনে। যে স্বাধীনতার বড়াই তুমি করছো আসলে কি তা স্বাধীনতা? আমি তো বলবো দাসত্বেরই অন্য এক রূপ। আইন অনুযায়ী একসাথে একটার বেশি স্ত্রী তোমরা রাখতে পারো না। দাসত্ব ছাড়া একে আর কি বলবে?'

'এর ভেতর দাসত্ব দেখলে কোথায়? একজন পুরুষ একসাথে একাধিক নারীকে ভালোবাসবে কি করে? বিয়ে মানে তো কেবল ভোগ নয়, ভালোবাসাও।'

'হুঁ, তোমাদের পশ্চিমীদের পাগলামী সম্পর্কে আমি শুনেছি। তোমাদের নারীদের সৌন্দর্য সম্পর্কেও শুনেছি। মাঝে মাঝে মনে হয় স্বচক্ষে যদি ওদের একবার দেখতে পেতাম, ভালোই হতো।'

'হ্যাঁ, নিজের চোখে দেখলে বুঝতে, কি করে আমরা মাত্র একজন নারীকে বিয়ে করে সন্তুষ্ট থাকি। এখন আমি জরুরি কাজে জেরুজালেম যাচ্ছি, না হলে তোমাকে নিয়ে যেতাম ইংল্যাণ্ডের রাজা রিচার্ডের শিবিরে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সেরা সুন্দরীদের কয়েকজন আছে ওখানে. দেখতে পেতে।'

'আমি তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করছি, এখন না হোক, পরে কোনো সময় নিয়ে যেও তোমাদের শিবিরে কিন্তু, তুমি জেরুজালেমে যাচ্ছো। জানো না একজন ক্রুসেডারের পক্ষে অনুমতিপত্র ছাড়া জেরুজালেমে যাওয়া আর আত্মহত্যা করা এক কথা।'

'অনুমতিপত্র আছে আমার কাছে।' পোশাকের নিচ থেকে একটা কাগজ বের করে দেখালো নাইট। 'সালাদিনের নিজের হাতে সই করা।'

মিসর ও সিরিয়ার দোর্দণ্ড প্রতাপ শাসকের নাম শুনে সমীহের একটা ভাব ফুটলো আরবের চোখে-মুখে। নাইটের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পরম শ্রদ্ধাভরে চুমু খেলো সে। তারপর ফিরিয়ে দিতে দিতে বললো, 'মারাত্মক ভুল করেছো তুমি, খ্রীষ্টান। আমাদের যখন দেখা হলো তখনই এটা দেখাওনি কেন?'

'শত্রুর মতো ছুটে এলে তুমি...।'

'সেজন্যেই তো আরো তাড়াতাড়ি দেখানো উচিত ছিলো।'

'তোমার মতো কয়েকজন যদি একসাথে আক্রমণ করতো, হয়তো দেখাতাম। একজনের কাছে? —কক্ষণো না।'

'একজনই যে তোমাকে বাধা দেয়ার জন্যে যথেষ্ট তার প্রমাণ নিশ্চয়ই পেয়েছো?' গর্বের সুর আরবের কথায়।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো খ্রীষ্টান নাইট। 'তবে তোমার মতো সাহসী, শক্তিশালী মানুষ খুব বেশি নেই।'

'তোমার সম্পর্কেও সে কথা খাটে। কিন্তু, আমার ভাগ্য ভালো, তোমাকে আমি হত্যা করতে পারিনি। তোমার সাথে মহান সালাহ-উদ্দিনের অনুমতি পত্র রয়েছে। তোমাকে খুন করলে নির্ঘাৎ ফাঁসি হতো আমার।'

'অর্থাৎ ধরে নিতে পারি, এ চিঠি আমাকে নিরাপদে রাখবে। শুনেছি এ অঞ্চলের পথ ঘাটে ডাকাতের খুব ভয়, কাউকে নাকি তারা রেহাই দেয় না। এ চিঠি নিশ্চয়ই তাদের হাত থেকে বাঁচাবে আমাকে।'

'মহান সালাহউদ্দিনের অনুমতি পত্র যার কাছে আছে তাকে ঘাঁটালে কি শাস্তি হবে, তোমাকে বলেছি, সাহসী খ্রীষ্টান। তার পরেও বলছি, নবীর নামে কসম খেয়ে বলছি, যদি বিপদে পড়ো আমি তোমাকে সাহায্য করবো। হামলাকারীদের সবাইকে আমি হত্যা করবো। ওদের বউ-ঝিদের এমন দূর দেশে দাসীবৃত্তি করতে পাঠাবো যে দামেস্কের পাঁচশো মাইলের ভেতর কেউ কোনোদিন আর ওদের নামও শুনতে পাবে না।'

'থাক থাক, আমি সামান্য মানুষ, আমার জন্যে এত বড় প্রতিশোধ নিতে হবে না,' একটু হেসে নাইট বললো। 'তবে আজ রাতে যেখানে থাকতে চাই সেখানে যদি আমাকে নিয়ে যেতে পারো, আমি খুব খুশি হবো।'

'আমার বাবার তাঁবুতেই তুমি থাকবে আজ রাতে।'

'আঁ···তা বোধহয় সম্ভব হবে না। মহাপুরুষ এক সাধুর সাথে আজ রাতে আমার প্রার্থনা করার কথা। তাঁর নাম থিওডোরিক অভ এঙ্গাদি। ঈশ্বরের সাধনায় উৎসর্গ করেছেন নিজেকে। তাঁর আস্তানায় যাওয়ার জন্যেই আমি এসেছি। তুমি যদি পথ দেখিয়ে দাও, আমার পরিশ্রম একটু কমে···।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি তোমাকে নিয়ে যাবো,' বললো আরব। 'যারা ভালো লোক, ধর্মের নামে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ না বাধিয়ে যারা নিজের মনে নিজের ধর্ম পালন করে, অমুসলিম হলেও তাদের আমরা রক্ষা করি। তোমার এই থিওডোরিক, যদিও আল্লার নবীর নূর তার অন্তর আলোকিত করেনি তবু তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তুর্কী, আরব—দু'জাতিই তার কোনো ক্ষতি যেন না হয় খেয়াল রাখে। সত্যি কথা বলতে কি, লোকটা যিশুর অনুসারী হলেও

জীবন যাপন করে মোহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসারীর মতো।'

'ঐ দুটো নাম এক সাথে আর কখনো উচ্চারণ করবে না আমার সামনে!' ছোবল মারতে উদ্যত সাপের মতো ফোঁস করে উঠলো নাইট।

শান্তস্বরে আরবজবাব দিলো, 'হজরত মোহাম্মদ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তোমাদের। থাকলে একথা বলতে না। আমরা, তাঁর অনুসারীরা তোমাদের নবীকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তোমাদের পাদ্রীদের শিক্ষা আমরা মানতে পারি না। যাক, এনিয়ে কথা বাড়িয়ে কাজ নেই, চলো তোমাকে পৌঁছে দিই থিওডোরিকের গুহায়। যেতে যেতে আলাপ করবো তোমাদের প্রেম আর সুন্দরীদের সম্পর্কে।'

তিন

সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম ও আহার পর্ব শেষে উঠে দাঁড়ালো দুই সৈনিক। যার যার ঘোড়ায় জিন চাপানোর সময় একে অন্যকে সাহায্যও করলো। তারপর ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো দু'জন বিস্তীর্ণ বালুময় প্রান্তরের ওপর দিয়ে। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চললো ওরা। পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করছে আরব। দূরে এক সারি পাহাড়ের দিকে মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে আছে সে। মাইল খানেক যাওয়ার পর নিশ্চিন্ত একটা

অভিব্যক্তি ফুটলো তার মুখে। হ্যাঁ, ঠিক পথেই এগোচ্ছে। নীরবতা ভাঙলো আরব।

'আমার সঙ্গীর নামটা কি জানতে পারি এবার?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'কার সাথে পরিচয় হলো আজ? কার সাথে চলেছি এখন?'

'সঙ্গী বিখ্যাত কেউ নয়,' জবাব দিলো খ্রীষ্টান। 'ক্রুশের সৈনিকদের * ভেতর কেনেথ বলে পরিচিত—কেনেথ অভ দ্য স্লিপিং লেপার্ড। আমার আরো পদবী আছে—সেগুলো তোমার পুব দেশীয় কানে খুব শ্রুতি মধুর শোনাবে না...।'

'আমার সৌভাগ্য, স্যার কেনেথ,' জবাব দিলো মুসলিম, 'তোমার অন্তত এ নামটা সহজেই উচ্চারণ করতে পারছে আমার ঠোঁট।'

'শুনে সুখী হলাম। এবার তোমার পরিচয়টা জানতে চাই। আরব দেশের কোন গোত্র থেকে এসেছো? কি নাম?'

'আমি আসলে আরব নই।'

'আরব নও!'

'না। তাই বলে ভেবো না, আমি যে পরিবার থেকে এসেছি সেটা কম যুদ্ধপ্রিয়। আমার নাম শিয়ারকফ, মানে পার্বত্য সিংহ। কুর্দিস্তানের নাম শুনেছো কখনো?'

মাথা ঝাঁকালো নাইট।

'আমি সেই কুর্দিস্তানের সন্তান। ওখানকার সেরা বংশগুলোর একটায় আমার জন্ম।'

'মহান সালাদিনও তো কুর্দিস্তানেরই মানুষ!'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আল্লাহ, নবীর অশেষ করুণা, আমাদের পাহাড়ী

* ক্রুশের সৈনিক অর্থাৎ ক্রুসেডার যোদ্ধা।

দেশটাকে সম্মানিত করেছেন অমন একজন মহাবীরকে পাঠিয়ে।'
কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো শিয়ারকফ। 'মিসর থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগের মহান বাদশাহ্‌র কাছে আমি কীটানুকীট, সন্দেহ নেই, তবু আমার দেশে আমার একটা সম্মান আছে। বিদেশী, কত-জন লোক নিয়ে তুমি এসেছো এ যুদ্ধে?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের সহায়তায় চাকর বাকর সহ পঞ্চাশ জনের বেশি যোগাড় করতে পারিনি। তাদের কেউ কেউ আবার এখানে আসার পর আমাকে ছেড়ে গেছে; কিছু নিহত হয়েছে যুদ্ধে, কিছু মরেছে অসুখে; এখন আমার সাথে আছে মাত্র একজন সৈনিক, সে-ও আবার পড়ে আছে অসুস্থ হয়ে—ওকে ভালো করে তোলার আশাতেই এখন যাচ্ছি আমি।'

'দেখ, নাইট, এই যে, আমার তূণে পাঁচটা তীর আছে। এর একটা যদি আমার তাঁবুতে পাঠাই, এক হাজার সৈনিক তক্ষুণি ঘোড়ায় চেপে বসবে। যদি আরেকটা পাঠাই, আরো এক হাজার তৈরি হয়ে যাবে রওনা হওয়ার জন্যে। পাঁচটা তীর দিয়ে আমি পাঁচ হাজার সৈন্য সমাবেশ করতে পারি। যদি আমার ধনুকটা পাঠাই, দশ হাজার ঘোড়সওয়ার কাঁপিয়ে তুলবে মরুভূমি। আমি এ অঞ্চলের নগণ্য একজন আমীর। আমার চেয়ে অনেক অনেক শক্তিশালী মানুষ আছে এদেশে, আর তুমি কিনা মাত্র পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে এসেছো এদেশ আক্রমণ করতে। খ্রীষ্টান রাজকুমার-দের ভেতর সাহসিকতার কী এতই দাম?'

'হ্যাঁ,' বললো নাইট। 'নাইট শব্দটা যার নামের সাথে আছে তার মর্যাদা কোনো অংশে কম নয় একজন রাজার মর্যাদার চেয়ে। যদি ইংল্যাণ্ডের রাজা রিচার্ডও আমার মতো একজন দীন নাইটের সম্মান-

কে আহত করেন, আমি চাইলে তিনি বাধ্য আমার সাথে লড়তে।'

'অদ্ভুত ব্যাপার যাহোক,' বললো আমীর। 'চামড়ার একটা ফিতে, সবচেয়ে দরিদ্র আর সবচেয়ে ক্ষমতাবান লোকটাকে এক স্তরে নামিয়ে আনে, আশ্চর্য।'

'শুধু ফিতে নয়, তার সাথে যদি রক্তের গরিমা আর নির্ভীক হৃদয় যোগ করো, তাহলেই একজন নাইট সম্পর্কে সত্যি কথা বলা হবে

'হুঁ আচ্ছা, স্যার কেনেথ, তোমরা তোমাদের সর্দার বা নেতা-দের যত সহজে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পারো তাদের মেয়েদের সাথে তত সহজে মেলামেশা করতে পারো?

'মাথা খারাপ। অত সহজ নয় ব্যাপারটা।'

'তাহলে, বিদেশী, কি ধরে নেবো? তোমার হৃদয়টা তোমার যোগ্য নারীতে অর্পিত হয়নি?'

মুহূর্তে লাল আভা ধারণ করলো নাইটের মুখ। রুক্ষস্বরে সে জবাব দিলো, 'এসব কথা আমরা যার তার সঙ্গে আলাপ করি না। তবে এটুকু জেনে রাখো, অত্যন্ত যোগ্য নারীতে অর্পিত হয়েছে আমার হৃদয়। হ্যাঁ, ভালোবাসা আর ভাঙা বর্শার কাহিনী যদি শুনতে চাও একটু কষ্ট করে ক্রুসেডারদের শিবিরে যেও, শোনার মতো, এবং সেই সাথে করার মতোও অনেক কিছু পাবে।'

বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চললো ওরা। তারপর আবার প্রশ্ন করলো আমীর, 'তোমাদের দ্বীপ দেশের রাজা সম্পর্কে অনেক কথা শুনি আমরা, তুমি কি তাঁর স্বগোত্রীয়?'

'এই যুদ্ধে আমি তাঁর অনুসারী বটে,' জবাব দিলো নাইট, 'তবে আমি তাঁর শাসনাধীন নই; যদিও আমাদের দ্বীপের মূল শাসক

উনিই।'

'মানে!' বিস্মিত কণ্ঠস্বর আরব সৈনিকের।' তোমাদের ঐ তুচ্ছ এক দ্বীপের রাজা দু'জন?'

'আঁ...হ্যাঁ, তা বলতে পারো। কিন্তু, তোমার ভাষায় ঐ তুচ্ছ দেশ টা কত সৈনিক জন্ম দিতে পারে তা নিশ্চয়ই দেখেছো? প্যালে-স্টাইনের নগরীগুলোর ওপর যে থাবা তোমার প্রভু বসিয়েছে তাকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে তারা!'

'তা বোধ হয় একটু কাঁপাতে পেরেছে,' স্বীকার করলো আরব। 'তবে থাবাটা সরিয়ে দেয়া ওদের কম্ম নয়। তুমি এবং তোমার দেশের বড় বড় লোকরা সব নিশ্চয়ই তোমাদের রাজা রিচার্ডের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে অনুরোধ করেছিলে, যেন পুব দেশে এসে যুদ্ধ শুরু করে?'

'না!' একমুহূর্ত দেরি না করে হিংস্র কণ্ঠে জবাব দিলো স্যার কেনেথ। 'ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের রাজা যদি ক্রুসেডে না আস-তেন, বাকি জীবনটা তাঁর দেশে বসেই কাটাতে হতো।'

এরপর আর এগোলো না ওদের আলাপ। প্রকৃতির চেহারা বদলে যেতে শুরু করেছে বিরাট এক অর্ধবৃত্ত তৈরি করে এখন পুব দিকে মোড় নিচ্ছে ওরা। সামনে এক সারি খাড়া নগ্ন পাহাড়। অসংখ্য অন্ধকার গুহামুখ এবং উপত্যকা দেখা যাচ্ছে পাহাড়গুলোর গায়ে, পাশে।

'ঐ সব গুহায়,' বললো আমীর, 'হিংস্র জন্তুর দেখা পাওয়া যায় প্রায়ই। মানুষও কখনো কখনো দেখা যায়, তবে তারাও জন্তুর চেয়ে কম হিংস্র নয়।'

নিরাসক্ত মুখে শুনলো স্কটিশ নাইট। কোনো প্রতিক্রিয়া হলো

না তার ভেতর। সে তখন অদ্ভুত রহস্যাচ্ছন্ন এক ভীতি নিয়ে ভাবছে, মরুভূমির সেই ভয়ানক জায়গা দিয়ে সে চলেছে যেখানে শয়তান প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিলো খ্রীষ্টকে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গোধূলিলগ্নের ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। একটু পরেই আঁধার নেমে আসবে। এই সময় নাইট খেয়াল করলো, ওরা দু'জন আর একা নয় এখন। অসম্ভব লম্বা, রোগা একটা লোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে ওদের সামনের পাহাড়ী এলাকা থেকে। একটু পরপরই পাথরের চাঁই বা ঝোপের আড়ালে লুকাচ্ছে। আবার বেরিয়ে এসে তাকাচ্ছে ওদের দিকে। সন্ধ্যার আধো আলো আধো অন্ধকারে প্রেত মূর্তির মতো লাগছে মানুষটাকে। কিছুক্ষণের ভেতর ধারণাটা বিশ্বাসে পরিণত হলো নাইটের—ওটা প্রেতাত্মাই। কোনো না কোনো উপায়ে সঙ্গী আরব নরক থেকে উঠিয়ে এনেছে ওটাকে।

অশুভ আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো স্যার কেনেথের হৃদয়। চোরা-চোখে একবার তাকালো আমীরের দিকে। তারপর তার মনে হলো, 'কি আবোল তাবোল ভাবছি হলোই বা প্রেতাত্মা, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন। জাহান্নামে যাক শয়তান আর তার উপাসকরা!'

দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে দিনের আলো। অদ্ভুত জীব বা মূর্তিটা এখনো তেমনি ঝোপ থেকে ঝোপে, পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে, লুকিয়ে লক্ষ্য করছে ওদের। তারপর আচমকা এক লাফে একটা পাথরের আড়াল থেকে দুই অশ্বারোহীর সামনে এসে দাঁড়ালো সে।

'নাহ্, মানুষই!' স্বস্তির সঙ্গে ভাবলো নাইট।

ছাগলের চামড়া পরে আছে লোকটা। অস্বাভাবিক লম্বা, রোগা। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় ভীষণ পরিশ্রমী। পথের মাঝখানে এসেই

আরবের ঘোড়া থামানোর চেষ্টা করলো সে। বিদঘুটে ভঙ্গিতে চার হাত পা ছুঁড়ে লাফ দিলো একটা, সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর চিৎকার।

প্রাণ কাঁপানো স্বরে চিঁ-হি-হি ডাক ছেড়ে পেছনের দু'পায়ের ওপর খাড়া হয়ে গেল জন্তুটা। তারপর চিৎ হয়ে পড়ে গেল প্রভুর ওপর। দ্রুত গড়িয়ে এক পাশে সরে গিয়ে কোনোমতে আত্মরক্ষা করলো আরব।

ঘোড়াটাকে ছেড়ে এবার আরোহীর ওপর চড়াও হলো বুনো লোকটা। আমীর তখন হাচড়ে পাচড়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। লাফ দিয়ে তার বুকের ওপর পড়লো লোকটা। শক্ত দুটো হাত দিয়ে চেপে ধরলো আরবের দু'হাত।

'হামাকো—গর্দভ ছেড়ে দাও আমাকে,' চিৎকার করলো আমীর। প্রচণ্ড ক্রোধে গলা কাঁপছে সেই সাথে তাচ্ছিল্যের একটা অস্ফুট হাসি ফুটে উঠেছে তার মুখে। 'যথেষ্ট হয়েছে—হামাকো—ছাড়ো, না হলে ছুরি চালাবো আমি।'

'ছুরি, অবিশ্বাসী।' চেঁচালো ছাগচর্ম পরা মূর্তি। তারপরই এক হ্যাঁচকা টানে আমীরের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে মাথার ওপর নাড়তে লাগলো হাস্যকর ভঙ্গিতে।

'বাঁচাও, স্যার কেনেথ,' চিৎকার করলো শিয়ারকফ, এখন আর হাসি নেই তার মুখে। 'বাঁচাও! নইলে আমাকে মেরে ফেলবে হামাকো!'

রুদ্ধশ্বাসে দেখছিলো খ্রীষ্টান নাইট। আমীরের সাহায্যের আবেদনে সম্বিত ফিরলো, এতক্ষণে সে যেন অনুভব করলো সাথীকে সাহায্য করা তার কর্তব্য। ছাগলের চামড়া পরা বিজয়ী মূর্তির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো স্যার কেনেথ—

'তুমি যে-ই হও, মানুষ বা শয়তান, আমি বলছি ওকে ছেড়ে দাও। আমি ওর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, বিশ্বস্ত সঙ্গী হবো। এখন তুমি যদি ওকে ছেড়ে না দাও ওর হয়ে লড়বো আমি।'

'ভালো একটা লড়াই হবে তাহলে,' জবাব দিলো হামাকো, 'একজন ক্রুসেডার লড়বে তারই পবিত্র ধর্মে বিশ্বাসী আরেকজনের সাথে। হাহ্! কেন? একজন মুসলিমের জন্যে!'

বিদ্রূপের সাথে সে বললো বটে, তবে উঠেও দাঁড়ালো আরবকে ছেড়ে দিয়ে। কেড়ে নেয়া ছুরিটা এগিয়ে দিলো তার দিকে।

'হামাকো,' ছুরিটা নিতে নিতে আরব বললো, 'সাবধান, আর কখনো এমন করবে না। বিধর্মী হলেও যারা খাঁটি মনের লোক, মুসলমান হিশেবে আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ইচ্ছে হলেই যে কেউ আমার ঘোড়া বা আমার গায়ে হাত দেবে। যা করেছো করেছো, আর কখনো যদি আমার সাথে লাগতে আসো, মনে রেখো, তোমার ঐ হাড়সর্বস্ব ধড় থেকে কল্লাটা নামিয়ে দেবো। কি চাই তোমার বলো—' বলেই হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে নাইটের দিকে তাকালো সে। 'কিন্তু, বন্ধু কেনেথ, বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না, মরু-ভূমিতে মানুষ তার সাথীর কাছে সুন্দর কথার চেয়ে সুন্দর কাজ আশা করে।'

'আমি তা জানি, বন্ধু। স্বীকার করছি আমি হকচকিয়ে গিয়ে-ছিলাম...।'

'বলছো বটে বন্ধু, বুঝতে পারছি না কেমন বন্ধু! ও যদি আরেকটু উগ্র হয়ে উঠতো, হয়তো এতক্ষণ আমার লাশ পড়ে থাকতো তোমার পাশে।'

'বিশ্বাস করো, আরব, শাদা কথায় যদি জবাব চাও তো বলি, আমি ঐ অদ্ভুত মূর্তিটাকে সাক্ষাৎ শয়তান মনে করে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

'এটা কোনো জবাব হলো না, ভাই কেনেথ। ও যদি অন্ধকারের রাজপুত্রও হতো, সঙ্গীকে বাঁচানোর দায়িত্ব তোমার একবিন্দু কমতো না। যা হোক, এই হামাকো কে জানো? তুমি যে সন্ন্যাসীকে খুঁজছো সে-ই।

'ইনি!' সবিস্ময়ে বললো স্যার কেনেথ। 'ইনি! না, না, ইনি কি করে মহান থিওডোরিক হবেন!'

'আমার কথা বিশ্বাস না হলে ওকেই জিজ্ঞেস...।'

শিয়ারকফ শেষ করার আগেই সন্ন্যাসী বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, আমিই থিওডোরিক অভ এঙ্গাদি, মরুভূমির পথিক। আমি ক্রুশের বন্ধু, অবিশ্বাসী আর শয়তান উপাসকদের যম।'

বলতে বলতে চামড়ার পোশাকের নিচ থেকে ভারি একটা অস্ত্র বের করলেন তিনি। জিনিসটা কাঠের তৈরি, লোহা দিয়ে বাঁধানো। অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে সেটা মাথার ওপর ঘোরাতে লাগলেন সন্ন্যাসী।

'আরে, এ তো দেখছি পাগল!' নিচুস্বরে বলে উঠলো স্যার কেনেথ।

'হলেও কম পুণ্যাত্মা নয়,' জবাব দিলো মুসলমান। পুবদেশীয় বিশ্বাস অনুযায়ী পাগলরা সব ঈশ্বরের প্রভাবাধীন। সেই বিশ্বাস থেকেই কথাটা বললো সে। 'জানো তো, খ্রীষ্টান, এক চোখ যখন অন্ধ হয়ে যায় অন্য চোখ তখন বেশি দেখে? চলো আমরা এগোই।'

থিওডোরিক অভ এঙ্গাদির পেছন পেছন রওনা হলো ওরা।

লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত হেঁটে চলেছেন সন্ন্যাসী। মাঝে মাঝে থেমে পেছনে ফিরে ইশারা করছেন আরব আমীর আর ইউরোপীয় নাইটকে। যেন বোঝাতে চাইছেন, 'ভয় পেয়ো না, এসো।'

একটা উপত্যকার গভীরে চলে এসেছে ওরা। পায়ে চলা পথ ধরে এগোচ্ছে। ছোট বড় নানা আকারের পাথর ছড়িয়ে আছে পথের ওপর। প্রায়ই নুড়ির ওপর পড়ে পিছলে যাচ্ছে ঘোড়ার পা। ঠিক মতো ঘোড়া চালাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে আরব, ইউরোপীয় দু'জনকেই।

অবশেষে অন্ধকার একটা গুহার সামনে থামলেন সন্ন্যাসী। সঙ্গী দু'জনকে দাঁড়াতে বলে ভেতরে চলে গেলেন তিনি। জ্বলন্ত একটা কাঠ হাতে ফিরে এলেন একটু পরেই। গুহামুখের গাঢ় অন্ধকার একটু কমেছে এখন।

'ভেতরে এসো,' বললেন সন্ন্যাসী।

ঘোড়া থেকে নেমে থিওডোরিকের পেছন পেছন গুহায় ঢুকলো দুই যোদ্ধা।

মশালের ম্লান লাল আলোয় নাইট দেখলো, গুহাটা দু'ভাগে বিভক্ত। বাইরের অংশের এক ধারে পাথরের ছোট্ট একটা বেদী মতো। তার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা একটা ক্রুশ। সন্ন্যাসীর গির্জা এটা, বুঝতে অসুবিধে হলো না নাইটের। বেদীর উল্টো দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখলো সে। জিন নামিয়ে নিলো। আরবও তাই করলো। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী গুহার ভেতরের অংশটা অতিথিদের থাকবার উপযোগী করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। একটু পরেই সেখানে হাজির হলো দুই সঙ্গী।

গুহার বাইরের অংশের শেষ মাথায় ছোট্ট একটা দরজা মতো

আছে, মোটা কাঠের কপাট লাগানো। দরজাটা পেরোলেই ভেতরের গুহা। সন্ন্যাসীর শোয়ার জায়গা। মেঝেটা কেটেকুটে যথা সম্ভব সমতল করার চেষ্টা করা হয়েছে, ওপরে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে শাদা বালি। প্রতিদিন পানির ছিটা দিয়ে বালিগুলো ভিজিয়ে রাখেন থিওডোরিক। তাতে ঠাণ্ডা থাকে গুহাটা। পানির উৎস গুহার এক কোণের পাথর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা ক্ষীণ একটা ঝরনা। এক পাশে গাছের ডাল কেটে বানানো সাধারণ একটা বিছানা। গুহার দেয়ালগুলোও মেঝের মতো কেটে কেটে যথা সম্ভব সমতল করা হয়েছে। ছায়াতেও মরে না, এমন কিছু গাছ এবং ফুল ঝুলছে সেগুলোয়। ফুলের মৃদু সৌরভে ভরে আছে গুহাটা।

গুহার এক কোনায় সাধারণ কিছু অস্ত্র-পাতি দেখতে পেলো ওরা। অন্য এক কোনায় একটা অমসৃণ পাথরের মূর্তি। একটা টেবিল আর দুটো চেয়ারও রয়েছে। প্রাচ্যদেশীয় আসবাবপত্রের সঙ্গে এত অমিল সেগুলোর, বুঝতে অসুবিধা হলো না, ওগুলো সন্ন্যাসীরই কীর্তি। টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে বীন এবং শুকনো মাংস।

সন্ন্যাসীর চলা-ফেরা, নড়া চড়ায় এখন অনেক সুস্থিরতা এসেছে। হাতের কাজ শেষ করে নাইটকে তিনি নিঃশব্দে ইশারা করলেন একটা চেয়ারের দিকে। অর্থাৎ বসো। বিনা বাক্যব্যয়ে বসে পড়লো স্যার কেনেথ। স্থানীয় রীতি অনুযায়ী মাটিতে পাতা একটা আসনের ওপর বসলো আমীর। এরপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে দু'হাত উঁচু করলেন সন্ন্যাসী, খ্রীষ্টানরা খাওয়ার আগে যেমন করে তেমন।

প্রার্থনা শেষে ইশারা করলেন থিওডোরিক। নিঃশব্দে খেতে শুরু করলো ওরা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন সন্ন্যাসী। তিনি কিছু মুখে দিলেন না।

খাওয়া শেষ হলো। এঁটো বাসনগুলো সরিয়ে নিলেন থিও-ডোরিক। তারপর ফলের রস ভর্তি একটা মাটির পাত্র রাখলেন আমীরের সামনে আর নাইটের সামনে এক বোতল মদ।

'খেয়ে নাও,' গুহায় ঢোকার পর এইপ্রথম কথা বললেন সন্ন্যাসী। 'মহান ঈশ্বরের কথা স্মরণ করে তাঁর দান উপভোগ করো,' বলে বাইরের গুহায় চলে গেলেন তিনি।

খ্রীষ্টান বাহিনীর কয়েকজন নেতার হয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আলাপ করার জন্যে এসেছে স্যার কেনেথ থিওডোরিক অভ এঙ্গা-দির কাছে। কিন্তু এর ভেতরেই যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে সে দ্বিধায় পড়ে গেছে। এই লোকের কাছে কোনো সৎ পরামর্শ পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। কিছুতেই ও পাগল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছে না সন্ন্যাসীকে।

এক সময় অত্যন্ত সাহসী, শক্তিমান সৈনিক ছিলেন থিওডোরিক। রণকৌশল নির্ধারণের ব্যাপারে সে সময় তাঁর জুড়ি খুব কমই ছিলো। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, যুদ্ধে অদ্ভুতভাবে ভাগ্যের সহায়তা পেতেন তিনি। তারপর হঠাৎ কি হলো কেউ জানে না, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে জেরুজালেমের পবিত্র ভূমিতে চলে এলেন, মঠবাসী সন্ন্যাসী হিশেবে কাটিয়ে দেবেন বাকি জীবন। কিন্তু পবিত্র নগরীতেও বেশি দিন থাকতে পারলেন না থিওডোরিক। কেন কেউ জানে না। এক-দিন সামান্য যে জিনিসপত্র ছিলো সব নিয়ে চলে এলেন এই পাহাড়ী এলাকায়। একটা গুহা খুঁজে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। একই সঙ্গে ইউরোপীয়, তুর্কী, আরব তিন জাতিরই শ্রদ্ধা পান তিনি। ইউরোপীয়রা সম্মান করে তাঁর পবিত্র জীবনাচরণের কারণে। আর তুর্কী, আরবরা তাদের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ভাবে তাঁর এই

উন্মত্ততার পেছনে ঈশ্বরের হাত আছে, তাই তারা তাকে ঘাঁটায় না, বরং প্রচ্ছন্নভাবে একটু সমীহ করে চলে। চারদিকে তাঁর সম্পর্কে এত গল্পকাহিনী ছড়িয়েছে যে সালাহউদ্দিন বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন কোনো অবস্থাতেই এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর কোনো ক্ষতি কেউ না করে। তিনি নিজে অন্যান্য মুসলমান আমীর ওমরাহদের নিয়ে একাধিকবার এসেছেন থিওডোরিকের গুহায়। দেখে গেছেন কেমন সাধারণ জীবনযাপন করছেন সেই দুরন্ত লোকটা।

একটু পরেই বাইরের গুহা থেকে ফিরে এলেন সন্ন্যাসী। বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে দাঁড়ালেন দুই যোদ্ধার সামনে। তারপর গাঢ় উদাত্ত স্বরে বললেন, 'ধন্য হোক তাঁর নাম, যিনি কর্মমুখর দিনের পর এমন শান্ত রাত দিয়েছেন, এবং দিয়েছেন প্রশান্তিময় ঘুম ক্লান্ত দেহকে সতেজ করার জন্যে!'

'আমেন!' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো স্যার কেনেথ।

আমীর শিয়ারকফও উঠলো। মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করলো সে। নাইট তার ক্রুশের মতো হাতলওয়ালা তলোয়ারটা খাড়া করে সেটার সামনে হাঁটুগেড়ে বসে প্রার্থনা করলো। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো পথ শ্রমে ক্লান্ত দুই যোদ্ধা।

চার

বুকের ওপর ভারি কিছুর চাপ অনুভব করে জেগে উঠলো স্যার কেনেথ। চোখ মেলে দেখলো বিছানার পাশে ঝুঁকে আছেন সন্ন্যাসী। এক হাত তার বুকের ওপর, অন্য হাতে ছোট্ট একটা রুপোর লণ্ঠন।

'শব্দ কোরো না,' নাইটকে চোখ মেলতে দেখে ফিস ফিস করে বলে উঠলেন সন্ন্যাসী। 'তোমার সাথে আলাপ আছে আমার,' শিয়ারকফের দিকে ইশারা করলেন, 'ওর শোনা চলবে না।'

জেগে উঠলেও আমীর যেন কিছু বুঝতে না পারে সে জন্যে ফরাশি ভাষায় কথা বলছেন তিনি।

'ওঠো,' আবার তিনি বললেন, 'কাপড় পরে নাও। কথা বোলো না। পা টিপে টিপে এসো আমার সঙ্গে।'

উঠলো স্যার কেনেথ। হাত বাড়িয়ে তলোয়ারটা নিলো।

'দরকার নেই,' একই রকম ফিস ফিস করে বললেন সন্ন্যাসী। 'আমরা যেখানে যাবো সেখানে আত্মার অস্ত্র এত শক্তিশালী, জাগতিক অস্ত্র কোনো কাজে আসবে না।'

বিছানার পাশে যেমন ছিলো তেমন রেখে দিলো নাইট তলোয়ারটা। এই বিপজ্জনক দেশে আসার পর যে অস্ত্র ছাড়া এক মুহূর্ত

কাটায়নি শুধুমাত্র সেই ছুরিটা নিয়ে তৈরি হলো সে সন্ন্যাসীর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে।

ধীর পায়ে এগোলেন থিওডোরিক অভ এঙ্গাদি। অনুসরণ করলো নাইট। দুটো ছায়ার মতো নিঃশব্দে বাইরের গুহায় চলে এলেন দু'জন। আমীর কিছু জানতে পারলো না, গভীর ঘুমের নিচে চাপা পড়ে আছে সে তখন।

বাইরের গুহার বেদী ও ক্রুশের সামনে প্রদীপ জ্বলছে। মেঝেতে পড়ে আছে একটা চাবুক। তাজা রক্তের দাগ লেগে আছে তাতে। বেদীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন থিওডোরিক, নাইটকে ইশারা করলেন তাঁর পাশে বসতে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে তিনি প্রার্থনা করলেন। নিচু অথচ আকুল কণ্ঠে গাইলেন গির্জার গান। একে একে তিনটে গান করে থামলেন তিনি। এতক্ষণে নাইটের ধারণা একটু একটু করে বদলাতে শুরু করেছে। গভীর নিস্তব্ধ রাতে প্রায়ান্ধকার গুহায় নিচু, উদাত্ত স্বরে সন্ন্যাসীর প্রার্থনা, গান শুনে অদ্ভুত এক পবিত্র অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে তার হৃদয়।

গান শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন থিওডোরিক। স্যার কেনেথও দাঁড়ালো, বিনীত ভঙ্গিতে, ছাত্র শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের সামনে যেমন দাঁড়ায় তেমন। চুপ করে আছেন সন্ন্যাসী। এক এক করে বেশ কয়েকটা মিনিট পেরিয়ে গেল।

'ঐ কোনায় দেখ একটা অবগুণ্ঠন আছে,' অবশেষে তিনি বললেন। 'নিয়ে এসো এখানে।'

নিঃশব্দে নির্দেশ পালন করলো নাইট। আলোর সামনে ফিরে দেখলো, মুখাবরণটা ছেঁড়া, জায়গায় জায়গায় গাঢ় রঙের কি যেন লেগে নোংরা হয়ে আছে। উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেটার দিকে চেয়ে

রইলেন সন্ন্যাসী। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর বুক চিরে।

'আর কিছুক্ষণের ভেতর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ দেখার সৌভাগ্য হবে তোমার,' বললেন তিনি। 'আমি অভাগা, আমার এই পাপচোখ তুলে তাকাতে পারবো না তার দিকে।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর স্যার কেনেথের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার জন্যে ইংল্যাণ্ডের রাজা রিচার্ডের শুভেচ্ছা নিয়ে এসেছো তুমি, তাই না?'

'আমি এসেছি খ্রীষ্টান রাজন্য পরিষদের পক্ষ থেকে,' বলে কয়েকটা গোপন সংকেত-শব্দ উচ্চারণ করলো নাইট। শব্দগুলোর মর্ম বুঝতে পারলেন সন্ন্যাসী। মৃদু, করুণ একটু হাসি ফুটে উঠলো তাঁর মুখে।

'ঠিক আছে,' বললেন তিনি 'তোমাকে আমি চিনি। তবু সৈনিকের কর্তব্য, নিশ্চিত হয়ে নেয়া।'

লণ্ঠনহাতে এগোলেন সন্ন্যাসী। ভেতরের কামরায় ফিরে এলেন আবার। আরব এখনো গভীর ঘুমে মগ্ন। তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'ঘুমাচ্ছে,' বললেন তিনি। 'ঘুমাক, জাগিও না।'

একটা হাত কপালের ওপর দিয়ে রেখেছে আমীর। মুখের বেশিরভাগই ঢাকা পড়ে গেছে। দেয়ালের দিকে সামান্য কাত হয়ে আছে মাথাটা। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় কালো পাথরের মতো দেখাচ্ছে।

'ঘুমাচ্ছে ও,' আগের মতোই নিচু স্বরে বললেন সন্ন্যাসী। একটু থেমে আবার বললেন, 'ঘুমাচ্ছে, কিন্তু জাগবে, তখন মিলিয়ে যাবে

ওর স্বপ্ন।'

নাইটের দিকে তাকালেন আবার থিওডোরিক। পেছন পেছন আসার ইশারা করে বাইরের গুহার দিকে এগোলেন। ছোট্ট বেদী-টার পেছনে গিয়ে একটা লোহার হাতলে চাপ দিলেন। মৃদু ঘড় ঘড় শব্দে দেয়ালের খানিকটা অংশ এক পাশে সরে যেতে লাগলো। ছোট একটা দরজা দেখা দিলো। পাথরের সরু সিঁড়ি উঠে গেছে দরজার গোড়া থেকে।

'মুখাবরণে ঢেকে দাও আমার চোখ,' নাইটের দিকে ফিরে সন্ন্যাসী বললেন। ভারাক্রান্ত তাঁর কণ্ঠস্বর। 'একটু পরেই যে সম্পদ তুমি দেখবে, তা দেখার ভাগ্য নিয়ে আমি আসিনি।'

কিছু না বলে দ্রুত হাতে সন্ন্যাসীর মাথা ঢেকে দিলো নাইট। লণ্ঠন সামনে বাড়িয়ে ধরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন সন্ন্যাসী। স্যার কেনেথ অনুসরণ করে চললো তাঁকে। অনেকগুলো ধাপ টপকে ছোট একটা গুহায় এসে উঠলো। গুহার এক পাশে শেষ হয়েছে সিঁড়িটা। অন্য পাশ থেকে আরেকটা সিঁড়ি উঠে গেছে আরো ওপরে। তৃতীয় পাশে একটা দরজা। মজবুত লোহা দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে সেটার কপাট। বড় বড় পেরেক লাগানো। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী।

'জুতো খুলে ফেল,' তিনি বললেন। 'পবিত্র মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছো তুমি। মন থেকে সব জাগতিক ভাবনা দূর করে দাও। যেখানে এসেছো, সেখানে দুনিয়ার চিন্তা মনে ঠাঁই দেওয়া পাপ।'

জুতো খুলে একপাশে সরিয়ে রাখলো নাইট তারপর সন্ন্যাসীর নির্দেশে তিনবার টোকা দিলো দরজায়। আপনা থেকে খুলে গেল দরজা অন্তত স্যার কেনেথের তাই মনে হলো। কাউকে দেখলো না

সে দরজার আশেপাশে। অদ্ভুত উজ্জ্বল অথচ শীতল, পবিত্র এক আলোর স্রোত ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর, অপূর্ব এক সৌরভ এসে লাগলো নাকে। অভিভূত হয়ে গেল নাইট। দরজা পেরোনোর সাহস হলো না তার, বরং পিছিয়ে এলো দু'তিন পা।

'ভয় পেও না, ভেতরে যাও।' পেছন থেকে ভেসে এলো সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর।

বেশ কয়েক মিনিট লাগলো মনটাকে বশে আনতে। অবশেষে কম্পিত পায়ে ঢুকলো নাইট উজ্জ্বল কামরাটায়। প্রথমেই খেয়াল করলো ছোট্ট একটা গির্জায় ঢুকেছে সে। রুপোর শিকল দিয়ে ঝোলানো রুপোর লণ্ঠন থেকে ছড়িয়ে পড়ছে শীতল আলো। সন্ন্যাসীর গুহার মতো এই গির্জাও নিরেট পাথর কেটে বানানো। দু'ধারে ছ'টা ছ'টা করে স্তম্ভ ধরে রেখেছে অসাধারণ কারুকাজ করা ছাদটাকে। স্তম্ভগুলোও কারুকাজ করা।

গির্জার পুব প্রান্তে বেদীটা। তার পেছনে ঝুলছে অত্যন্ত মূল্যবান একটা পারস্য রেশমের পর্দা। পা পা করে এগিয়ে গেল নাইট। বেদীর সামনে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসলো। মনের সমস্ত আকুতি দিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলো। এই প্রার্থনাটুকু করার সুযোগ পাবে জেনেই খ্রীষ্টান ছাউনি ছেড়ে এতদূরে, এত কষ্ট করে এসেছে সে।

মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে প্রার্থনা করছে স্যার কেনেথ। সন্ন্যাসীর পরামর্শ মতো জাগতিক সব ভাবনা দূর করে দিয়েছে মন থেকে। নিবিষ্ট মনে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করছে মন-বাসনা। হঠাৎ মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওর। বেদীর পেছনের রেশমী পর্দাটা সরে গেছে এক পাশে। কেমন করে সরলো, কে সরালো কিছুই দেখতে পায়নি সে। তবে এখন দেখতে পাচ্ছে সরানো পর্দার পেছনে দুটো বন্ধ কপাট।

বিস্মিত হয়ে ভাবছে নাইট, কে সরালো পর্দা।—এমন সময় কপাট দুটো খুলে গেল। বিরাট এক টুকরো কাঠ দেখতে পেলো সে দরজার পেছনেই। তার ওপর খোদাই করা দুটো ল্যাটিন শব্দ 'সত্য ক্রুশ'। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে স্যার কেনেথ, ঠিক এই সময় অনেকগুলো নারীকণ্ঠ একসাথে গেয়ে উঠলো গির্জার সংগীত। এবং তারপরই আবার আগের জায়গায় চলে এলো পর্দা।

এমন হতভম্ভ হয়ে গেছে যে বেশ কিছুক্ষণ নড়তে পর্যন্ত পারলো না স্যার কেনেথ। সম্বিত ফিরতেই চারপাশে তাকালো রহস্যময় সন্ন্যাসীর খোঁজে। দেখলো, এখনো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, তেমনি অবগুণ্ঠনে ঢাকা মুখ।

উঠে হালকা পায়ে তাঁর দিকে এগোলো নাইট। চোখের দৃষ্টিতে বিস্মিত প্রশ্ন। কিন্তু ও কিছু বলার আগেই নিচুকণ্ঠে সন্ন্যাসী বললেন, 'দাঁড়াও! দাঁড়াও! এখনো শেষ হয়নি; আরো দেখার আছে।' বলে আর অপেক্ষা করলেন না তিনি, নাইটকে একা রেখে বেরিয়ে গেলেন। দরজা লাগিয়ে দিলেন বাইরে থেকে।

ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত ফাঁকা কামরাটায় পায়চারি করে কাটালো স্যার কেনেথ। তারপর রাতের শেষ আর দিনের প্রথম মুহূর্ত যখন এক হয়ে গেল, তার কানে ভেসে এলো ছোট্ট রুপোর ঘণ্টার মৃদু টুংটাং শব্দ। কোত্থেকে আসছে কিছু বুঝতে পারলো না, তবে সময় ও স্থানের কারণে শব্দটাকে ভয়ঙ্কর ভয়ের কিছু বলে মনে হলো নাইটের কাছে। দুরন্ত সাহসী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আতঙ্কে বেদীর উল্টো দিকের এক কোণে ছুটে গেল সে।

একটু পরেই আবার রেশমী পর্দাটা সরে গেল। দুরু দুরু বুকে হাঁটু গেড়ে বসে আছে নাইট। বুঝতে পারছে না কি করবে এমন সময়

নারীকণ্ঠের সমবেত সঙ্গীত ধ্বনি ভেসে এলো আবার ওর কানে। ক্রমশ এগিয়ে আসছে। উঁচু থেকে আরো উঁচু গ্রামে উঠছে শব্দ। তারপর হঠাৎ বেদীর বিপরীত দিকের দেয়ালে একটা দরজা খুলে গেল। সঙ্গীতের আওয়াজ নতুন মাত্রা নিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগলো কামরার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই ছোট্ট একটা মিছিল বেরিয়ে এলো সেই দরজা দিয়ে। একদম সামনে ফুটফুটে চারটে ছেলে। হাত, গলা আর পায়ে কোনো কাপড় নেই তাদের। বাকি শরীরে তুষার-শুভ্র পোশাক। গায়ের চামড়া আর চেহারা বলে দিচ্ছে এদেশেরই ছেলে। দু'জন দু'জন করে ঢুকলো ওরা। প্রথম দু'জনের হাতে সরু রুপোর শেকলে বাঁধা পাত্র। সেগুলো দোলাচ্ছে ওরা। ঘরের সুরভিত বাতাস আরো সুগন্ধি হয়ে উঠছে পাত্র থেকে বেরিয়ে আসা সুগন্ধি ধোঁয়ায়। দ্বিতীয় দু'জন ফুলের পাপড়ি ছিটাচ্ছে হাতের ঝাঁপি থেকে।

চার কিশোরের পর জোড়ায় জোড়ায় বেরিয়ে এলো ছয় রমণী। রানীর ভঙ্গিতে গান গাইতে গাইতে হেঁটে আসছে তারা। শাদা ঢোলা ঝুল পোশাক পরনে। মুখে অবগুণ্ঠন। সন্ন্যাসিনীরা এমন পোশাক পরে না। তাহলে এরা কারা?—আপন মনে প্রশ্ন করলো নাইট। এই ছ'জনের পর এলো আরো কয়েকজন তরুণী। হাতে লাল এবং শাদা গোলাপ। ধীর, শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চললো তারা। স্যার কেনেথকে দেখেছে এমন কোনো আভাস পাওয়া গেল না কারো আচরণে। যদিও তার একেবারে সামনে দিয়েই হেঁটে গেল মেয়েগুলো। অনেকের পোশাকের প্রান্ত ছুঁই ছুঁই করেও ছুঁলো না নাইটকে।

এমন একটা জায়গায় এমন সময়ে এমন আকস্মিক শ্বেত শুভ্র মূর্তির আবির্ভাবে রীতিমতো হকচকিয়ে গেল স্যার কেনেথ। কিছু-তেই তার বিশ্বাস হলো না, ওগুলো মানুষ।

কামরার অপর প্রান্তে গিয়ে প্রায় চক্রাকারে ঘুরে আবার এগিয়ে আসতে লাগলো ছোট্ট মিছিলটা। এবার নাইটের অনেকটা দূর দিয়ে চলে গেল তারা। তারপর ঘুরে আবার এগিয়ে আসতে লাগলো। আবার নাইটের কাছ দিয়ে।

দ্বিতীয়বার যখন স্যার কেনেথের সামনে দিয়ে যাচ্ছে তখন শাদা পোশাক পরা রমণীদের একজনের হাত থেকে একটা ছোট্ট গোলাপ পড়ে গেল নাইটের সামনে। মার খাওয়া জন্তুর মতো ছিটকে পেছনে সরে এলো নাইট। দুচোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে দেখলো সুন্দর ফুলটা। শিগগিরই অবশ্য সামলে নিলো সে। তারপরই প্রশ্নটা জাগলো তার মনে, গোলাপটা পড়ে গেল, না ফেলে দেয়া হলো? যদি পড়ে গিয়ে থাকে, কুড়িয়ে নেয়া হলো না কেন? আর যদি ফেলে দেয়া হয়ে থাকে, কেন?

তৃতীয় বার তার সামনে দিয়ে যাচ্ছে মিছিল। এখনো প্রশ্নগুলো নড়াচড়া করছে নাইটের মনে। মুখটা সামান্য তুললো সে। যার হাত থেকে ফুলটা পড়েছিলো বলে মনে হয়েছিলো তার দিকে তাকালো আড়চোখে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো মূর্তিটা। অন্যদের সাথে কোনো পার্থক্য নেই। মুখ দেখার উপায় নেই। অন্যদের মতোই ঘোমটা টানা এরও। হঠাৎ নাইট খেয়াল করলো ছোট্ট সুন্দর একটা হাতের খানিকটা বেরিয়ে এলো মূর্তিটার শাদা পোশাকের আড়াল থেকে। তারপর আবার একটা ছোট্ট গোলাপ পড়লো নাইটের পায়ের কাছে। খুশিতে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইলো তার। লাফিয়ে

ওঠার ইচ্ছে হলো। কোনো সন্দেহ নেই, দুটো গোলাপই ফেলা হয়েছে। অসাবধানে পড়ে যায়নি। পর পর দু'বার এমন অসাবধানতা অসম্ভব। কে ফেললো? নিশ্চয়ই সে। নাইট অভ দ্য স্লিপিং লেপার্ডের হৃদয়েশ্বরী। যাকে সে দূর থেকে এতদিন পূজা করে এসেছে। হ্যাঁ, সে-ই, আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু—কিন্তু—এই বুনো, হিংস্র মরুভূমিতে ও এলো কি করে? স্বপ্ন দেখছে না তো স্যার কেনেথ?

তৃতীয় চক্করের পর আর ঘুরে এলো না মিছিল। বেরিয়ে গেল যে দরজা দিয়ে এসেছিলো সেই দরজা দিয়ে। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল কপাট। এবং সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল সঙ্গীত ধ্বনি। আপনা থেকে নিভে গেল রুপোর লণ্ঠনগুলো। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে একা পড়ে রইলো স্যার কেনেথ। সেই সুন্দর শ্বেতবসনা মূর্তি ছাড়া আর কিছুই এখন নেই তার মনে। যেমন ছিলো তেমনি বসে রইলো নাইট। ভাবছে। যাকে সে দেবী হিশেবে কল্পনা করে এসেছে, যার আনুকূল্য কখনো পাবে কিনা সে সম্পর্কে সংশয়ে ভুগেছে সে আঁধার থেকে মুহূর্তের জন্যে আলোয় এসে আবার আঁধারেই মিলিয়ে গেল।

সেযুগে জীবন ও প্রেমের রীতিই ছিলো এই। স্যার কেনেথ তার কণ্ঠস্বরটা পর্যন্ত কখনো শোনেনি, কেবল দেখেছে, তা-ও খুব বেশিবার নয়। প্রথম যেদিন দেখেছে সেদিনই এডিথকে ভালোবেসেছে সে। পদমর্যাদায় নাইট হওয়ায় বিভিন্ন উপলক্ষে রাজা রিচার্ডের তাঁবুতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে তার। সেখানেই প্রথম দেখে ও এডিথকে। কোনোদিন কথা হয়নি, মেয়েটা ওর সম্পর্কে কি ভাবে তা-ও জানা হয়নি, তবু সে ভালোবেসেছে ওকে।

এডিথ অবশ্য প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়েনি, নানাজনের কাছে আগে শুনেছে প্রায় কপর্দকশূন্য দুঃসাহসী নাইট অভ দ্য স্লিপিং লেপার্ডের কথা, তার বীরত্বের কথা। নাইটদের ভেতর প্রতিদিন খেলাচ্ছলে যে সব লড়াই হতো তার খবরাখবর আসতো তাঁবুতে। এই লড়াইগুলো হতো সাধারণত বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে, রাজ অন্তপুরের অবিবাহিতা রমণীদের মুগ্ধ করার আশায়। বিশেষ কৌতূহল নিয়ে ঐ সব লড়াইয়ের খবর শুনতো এডিথ। প্রায় প্রতিদিনই শুনতো স্যার কেনেথের কথা, মর্যাদা রক্ষার জন্যে যার একমাত্র তলোয়ার ছাড়া আর কিছুই বলতে গেলে ছিলো না। প্রতিদিনের এই শোনার ভেতর দিয়েই কখন জানি ওর মনটা দখল করে নিয়েছে নাইট অভ দ্য লেপার্ড তা ও নিজেও টের পায়নি। এক পর্যায়ে এমন হলো, এডিথ উন্মুখ হয়ে থাকতো স্যার কেনেথের কথা শোনার জন্যে। তারপর একদিন সে আবিষ্কার করলো, সে ভালোবাসে ঐ কপর্দকশূন্য বীরকে। জানে সামাজিক মর্যাদায় দু'জনের ব্যবধান অনেক, দু'জনের মিলন প্রায় অসম্ভব, তবু স্কটল্যাণ্ডের এই নাইটকে ভুলতে পারে না সে।

দু'জনের এই প্রেমের পরিণতি কি তা একমাত্র ভবিতব্যই বলতে পারে।

পাঁচ

তীক্ষ্ণ এক শিসের শব্দে চমকে উঠলো স্যার কেনেথ। অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো বুক। হাত দিয়ে ছুরির বাঁটটা চেপে ধরে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। ছোট্ট গির্জাটার চারপাশে তাকাচ্ছে, কোত্থেকে এলো শিসের শব্দ? নিরেট কালো আঁধার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়লো না।

তারপর হঠাৎ, এক চিলতে আলো দেখতে পেলো নাইট মেঝের এক জায়গায়। কয়েক মুহূর্ত লাগলো আলোটার চৌকো একটা দরজা মুখের চেহারা নিতে। শ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে স্যার কেনেথ। একটা দুটো করে মুহূর্ত পেরিয়ে যাচ্ছে। এক মিনিটেরও কম সময়ের ভেতর লম্বা, সরু একটা হাত উঠে এলো দরজাটার ওপরে। একটা লণ্ঠন ধরা সেহাতে।

একটু পরেই হাতের মালিকের মাথাটা দেখা গেল। তারপর কাঁধ, পুরো শরীর। মেঝের গুপ্ত দরজা দিয়ে উঠে এলো পুরো একটা মানুষ। লম্বায় স্যার কেনেথের তিন ভাগের এক ভাগ হবে। শরীরের তুলনায় মাথাটা বিরাট। হাতগুলো সরু, লম্বা, বাঁকা। লোকটা কুৎসিত এক বামন। পাখির পালক লাগানো কারুকাজ করা

একটা টুপি তার বেঢপ মাথায়, পরনে লাল মখমলের পোশাক। সোনার ঝলমলে অলঙ্কার ঝুলছে বাহু থেকে। লোকটার কোমরে প্যাঁচানো শাদা এক টুকরো রেশমী কাপড়, বাঁকা একটা ছুরি ঝুলছে তা থেকে। অদ্ভুত লোকটার বাঁ হাতে রয়েছে বিরাট তুলির মতো দেখতে কি যেন একটা।

ঘৃণা আর ভয় মেশানো এক দৃষ্টিতে অদ্ভুত প্রাণীটার দিকে তাকালো স্যার কেনেথ। আবার শিস দিলো বামন, নিচে তাকিয়ে কাউকে ডাকলো উপরে। কয়েক সেকেণ্ড পর আরেকটা মূর্তি উঠে এলো দরজা গলে। এটাও বামন, তবে নারী। এরও হাতে একটা তুলির মতো জিনিস।

স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে স্যার কেনেথ। কি করবে কিছু বুঝতে পারছে না। এই অদ্ভুত জায়গায় আরো কত অদ্ভুত জিনিস যে দেখতে হবে কে জানে? একটু পরেই বামন আর বামনী তাদের কাজ শুরু করলো। বিরাট তুলির মতো জিনিস দুটো আসলে ঝাড়ু। মেঝে পরিষ্কার করছে তারা।

ঝাড়ু দিতে দিতে নাইটের সামনে এসে থেমে পড়লো দু'জন। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চোখ তুলে তাকালো বামন আর বামনী। বামন তার হাতের লণ্ঠনটা তুলে এদিক ওদিক দোলালো কয়েকবার, যেন ভালো করে তাদের মুখ আর জ্বলন্ত চোখ দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে স্যার কেনেথকে। এর পরই আলোটা আরেকটু উঁচু করে নাইটের মুখের দিকে তাকালো সে। তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সঙ্গিনীর দিকে ফিরলো। তারপর আবার স্যার কেনেথের দিকে। তারপরই তীক্ষ্ণ হি-হি স্বরে হেসে উঠলো সে। এক সেকেণ্ড পর বামনীও যোগ দিলো সেই হাসির সঙ্গে।

আচমকা এমন তীক্ষ্ণ হাসির শব্দে ভয়ানক ভাবে লাফিয়ে উঠলো স্যার কেনেথের হৃৎপিণ্ডটা। কয়েকটা সেকেণ্ড লাগলো সামলাতে, তারপর প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লো সে —

'তোমরা কারা? কেন এসেছো এই পবিত্র স্থানে?'

'আমি বামন নেকতাবেনাস,' কর্কশকণ্ঠে বললো বামন।

'আর আমি গুয়েনাভরা, ওর স্ত্রী এবং প্রেমিকা,' বামনের চেয়ে কর্কশ বামনীর কণ্ঠস্বর।

'এখানে কি চাও তোমরা?' কঠোর কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করলো নাইট।

গভীর আত্মমর্যাদার গম্ভীর এক মুখোশ আঁটলো বামন তার মুখে। বললো, 'আমি দ্বাদশ ঈমাউম। আমি বিশ্বাসীদের নেতা ও পথ প্রদর্শক মোহাম্মদ মোহাদি। আমার এবং আমার লোকদের জন্যে একশো অশ্বারোহী অপেক্ষা করছে পবিত্র নগরীতে, এবং আরো একশো...'

'চুপ!' যেদিক থেকে এই কামরায় ঢুকেছিলো নাইট সেদিক থেকে ভেসে এলো কণ্ঠস্বরটা। 'চুপ, গর্দভ! যা, তোদের কাজ শেষ, এবার চলে যা।'

সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে হাতের লণ্ঠন নিবিয়ে ফেললো বামন। অন্তহীন অন্ধকার আর নিস্তব্ধতার ভেতর স্যার কেনেথকে রেখে দ্রুত পায়ে চলে গেল সঙ্গিনীকে নিয়ে।

কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল। তারপর, যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিলো স্যার কেনেথ নিঃশব্দে খুলে গেল সেটা। ছোট্ট একটা লণ্ঠন দেখতে পেলো নাইট দরজার এক পাশে। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোতে সন্ন্যাসীকে দেখলো, করুণ মুখে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন।

ধীর পায়ে এগোলো নাইট সেদিকে।

'সব শেষ,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন থিওডোরিক। 'এবার আমাদের ফিরতে হবে। লণ্ঠনটা নাও, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো আমাকে। এই পবিত্র জায়গায় চোখের বাঁধন খুলতে পারবো না আমি।'

নিঃশব্দে আদেশ পালন করলো স্কটিশ নাইট। যে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছিলো সেই সিঁড়ি বেয়ে নামিয়ে নিয়ে এলো সন্ন্যাসীকে। অবশেষে পৌঁছুলো তাঁর গুহার বাইরের অংশে।

চোখের বাঁধন খুলে ফেললেন সন্ন্যাসী। করুণ চোখে একবার তাকালেন কাপড়ের টুকরোটার দিকে, তারপর ছুঁড়ে দিলেন যেখান থেকে সেটা নাইট কুড়িয়ে এনেছিলো সেখানে। অস্থির কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'যাও—যাও, বিশ্রাম নাও, বিশ্রাম নাও। এখন তোমার ঘুমানো দরকার। যাও, তুমি ঘুমাতে পারবে। কিন্তু হায়, আমি পারবো না—চেষ্টা করলেও পারবো না।'

একটা কথাও না বলে ভেতরের গুহায় চলে এলো নাইট। দরজা পেরোনোর সময় পেছন ফিরে দেখলো রুক্ষ চামড়ার পোশাকটা কাঁধের ওপর থেকে খুলে নিচ্ছেন সন্ন্যাসী। আর কিছু দেখলো না সে। কয়েক মুহূর্ত পরে শুনতে পেলো চাবুকের সপাং সপাং আওয়াজ, সেই সঙ্গে নিজেকে যিনি শাস্তি দিচ্ছেন তাঁর করুণ, কাতর আর্তনাদ।

ছয়

অ্যাক্‌র ও অ্যাসকালন-এর মাঝামাঝি এক জায়গা। এখানেই ছাউনী ফেলে আছে ইংল্যাণ্ডের রাজা সিংহ হৃদয় রিচার্ডের বিশাল বাহিনী। এতদিনে পবিত্র নগরী জেরুজালেম জয় করে নেয়ার কথা এই বাহিনীর। কিন্তু পারেনি শুধুমাত্র খ্রীষ্টান রাজন্যবর্গের অন্তর্কলহের কারণে। রিচার্ড চলতে চান নিজের মত—এবং একমাত্র নিজের মত অনুসারে। ক্রুসেডে আসা অন্যান্য রাজা, রাজকুমারদের মতামতের কোনো মূল্য দিতে তিনি নারাজ। ফল হয়েছে, দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এসে শিবির স্থাপন করে বসে আছেন, কয়েকটা ছোটখাটো যুদ্ধ করা ছাড়া কাজের কাজ কিছু হয়নি এখন পর্যন্ত।

এ অঞ্চলের আবহাওয়াও একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে খ্রীষ্টান বাহিনীর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার পেছনে। উত্তর ইউরোপের প্রবল শীতের দেশগুলো থেকে যে সৈনিকরা এসেছে তারা এখানকার প্রচণ্ড গরমে সহজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। শত্রুর তরবারির আঘাত ছাড়াই দলে দলে মরেছে তারা। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন সুলতান সালাহউদ্দিন। ইউরোপীয়

বাহিনী সুশিক্ষিতই শুধু নয়, সুসজ্জিতও ভারী অস্ত্রশস্ত্রে। সালাহ-উদ্দিনের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, তাঁর হালকা অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর পক্ষে এই বাহিনীকে সরাসরি যুদ্ধে পরাজিত করা খুব সহজ হবে না। তাই তিনি ক্রুসেডাররা যখন অসুস্থদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন ছোটখাটো, চোরা গোপ্তা, অতর্কিত হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছেন তাদের। সফলও হয়েছেন আশাতীতভাবে।

অবশ্য এতে খুব একটা ঘাবড়াননি রাজা রিচার্ড। তিনি ও তাঁর কয়েকজন সেনাপতি সর্বক্ষণ তৈরি থেকেছেন যে কোনো মুহূর্তে ঘোড়ায় চেপে শত্রুর পেছনে ধাওয়া করার জন্যে। কখনো কখনো পরাজিত করেছেন মুসলমানদের, কখনো কখনো নিজে পরাজিত হয়ে পিছু হটে এসেছেন। কিন্তু দমেননি তিনি। পিছু হটে এসেই আবার প্রস্তুত হয়েছেন নতুন কোনো আক্রমণের মোকাবেলা করার জন্যে।

এভাবেই চলে আসছিলো। তারপরেই ঘটলো চরম হতাশা-জনক ঘটনাটা। অসুস্থ হয়ে পড়লেন সিংহ-হৃদয়। প্রথমে ঘোড়ায় চড়া অসাধ্য হয়ে উঠলো তাঁর পক্ষে, তারপর হাঁটা-চলাও। নিজের তাঁবুতে বিছানার কোলে আশ্রয় নিতে হলো তাঁকে। মাথাটা অসুস্থ হয়ে পড়লে একটা সচল, সবল দেহের যে অবস্থা হয় খ্রীষ্টান বাহি-নীর দশা হলো তাই। অবশেষে খ্রীষ্টান রাজন্যবর্গ রিচার্ডকে ছাড়াই এক মন্ত্রণাসভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন ত্রিশ দিনের জন্যে যুদ্ধ বিরতির আবেদন জানাবেন সালাহউদ্দিনের কাছে। এতে রিচা-র্ডের সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে সময় পাওয়া যাবে কিছুটা, আর পবিত্র নগরী দখলের জন্যে চূড়ান্ত হামলার প্রস্তুতি নেয়ারও সুযোগ পাওয়া যাবে।

খাঁচায় আবদ্ধ সিংহের মতো গর্জে উঠেছিলেন রিচার্ড খবরটা শুনে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মেনে নিতে হয়েছে রাজকুমারদের সিদ্ধান্ত। এছাড়া আর কিছু করারও ছিলো না তাঁর তখন। সালাহ্-উদ্দিনের কাছে দূত গেল। রাজি হলেন তিনি খ্রীষ্টানদের অনুরোধ রাখতে।

ত্রিশ দিনের বেশ কয়েকদিন ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গেছে, রিচার্ডের অবস্থার উন্নতির কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না, বরং ক্রমশ খারাপ হচ্ছে তাঁর স্বাস্থ্য। আর অসুখ যত বাড়ছে মেজাজও তত খিটখিটে হয়ে উঠছে রাজার। একজন মাত্র বিশ্বস্ত লর্ড এখন তাঁর শয্যাপাশে যাওয়ার সাহস রাখেন। সত্যি কথা বলতে কি তাঁর সেবা যত্নেই এখনো টিকে আছেন রাজা। তাঁর নাম লর্ড ডি ভক্স, স্যাক্সনদের ভাষায় টম অভ দ্য গিলস। কাম্বারল্যাণ্ডের গিলস উপত্যকায় জন্ম লর্ডের তাই স্যাক্সনরা এই নামে ডাকে তাঁকে। আর দশজন সাধারণ সৈনিকের মতোই রুক্ষ প্রকৃতির লোক তিনি। কিন্তু আশ্চর্য কোমলতা দেখাচ্ছেন রাজার সেবার ক্ষেত্রে। দিনরাত আছেন রোগীর বিছানার পাশে। যখন যেটা প্রয়োজন, ব্যবস্থা করছেন, গালমন্দের কোনো তোয়াক্কা করছেন না।

একদিন সকালে, বিছানায় শুয়ে আছেন রিচার্ড। অসুস্থতার জন্যে তাঁর উজ্জ্বল নীল চোখ দুটো অদ্ভুত জ্বল জ্বলে দেখাচ্ছে। দীর্ঘ হলদেটে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে মাথার নিচে; গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বিছানার পাশে নত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন টমাস ডি ভক্স। বিরাট তাঁবুটার বাইরের অংশে অপেক্ষা করছে রাজার দেহরক্ষী বাহিনীর দু'তিনজন কর্মকর্তা। ঈশ্বর না করুন, রাজার যদি মৃত্যু হয় তাহলে তাদের কি অবস্থা হবে ভেবে উদ্বিগ্ন তারা।

'আজও তাহলে কোনো সুসংবাদ আমাকে দিতে পারলে না, স্যার টমাস?' দীর্ঘ নীরবতার পর বললেন রাজা। 'আমাদের নাইটরা সব মেয়ে মানুষের মতো দুর্বল হয়ে পড়েছে, পুরাঙ্গনারা সব গির্জায় গিয়ে বসে আছে।'

'ত্রিশ দিনের এই যুদ্ধ বিরতিটা আমাদের সব কর্মস্পৃহা নষ্ট করে দিয়েছে, মহানুভব,' গত কয়েকদিনে অন্তত বিশবার যে অজুহাত দেখিয়েছেন সেই অজুহাতই আবার দেখালেন স্যার টমাস। 'আর নারীদের কথা যদি বলেন, সত্যিই তাঁরা এঙ্গাদির গির্জায় গিয়েছেন। আমাদের রানী এবং রাজকুমারী এডিথও আছেন তাঁদের সাথে। শুধু শুধু যাননি তাঁরা, মহানুভব। আপনার রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনা করতেই···।'

'কেন, এখানে বসে আমার জন্যে প্রার্থনা করা যেতো না? প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মুসলমানদের এলাকার ভেতর দিয়ে অতদূরে যেতে হলো?'

'মহানুভব, সালাদিন ওঁদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ খুশিতেই নাচো। উহ। যদি একবার উঠে দাঁড়াতে পারতাম, মুসলমানটার সাথে হাতাহাতি লড়াই লড়তাম আমি!'

বলতে বলতে মাথার ওপর তলোয়ার ঘোরানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়তে নাড়তে উঠে বসলেন রিচার্ড। এবং বসেই ককিয়ে উঠলেন কাতর কণ্ঠে। ডি ভক্স তাড়াতাড়ি ধরলেন ওঁকে—তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব ততখানি নরম করে ধরলেন। তারপর সাবধানে শুইয়ে দিলেন রাজাকে, মা অস্থির শিশুকে যেমন জাপটে ধরে শান্ত করে তেমন।

'নাহ্, ডি ভক্স, রোগীর সেবা তোমার কম্ম নয়,' তিক্ত একটু

হাসি ফুটলো রাজার ঠোঁটে, 'এত শক্ত তোমার হাত। যাক, ভয় পেও না, সত্যিই আমি এখন সালাদিনের সাথে লড়তে যাচ্ছি না, ব্যাপারটা হাস্যকর হবে।'

'জি—জি না, মহানুভব, হাস্যকর হবে কেন? আপনি খালি একটু সুস্থ হয়ে উঠুন—।'

'কি লাভ হবে তাতে, ডি ভক্স? আমি না হয় আজ অসুস্থ, বিছানায় পড়ে আছি, অন্যরা সব কি করছে? ইউরোপের যত নামকরা বীর, রাজকুমার সব এসেছে, পবিত্র নগরী ছিনিয়ে নেবে মুসলমানদের হাত থেকে—কি করছে তারা? কোথায় ফ্রান্সের ফিলিপ—কোথায় সেই মাথামোটা অস্ট্রিয়ান—কোথায় মন্টসেরাতের সেই লোকটা—কোথায় টেম্পল-এর গ্র্যাণ্ড মাস্টার? জবাব দাও ডি ভক্স, কি করছে ওরা?'

'দোহাই, মহানুভব, অত জোরে বলবেন না, বাইরে কেউ শুনে ফেলবে। আমার তো মনে হয় আপনার অসুস্থতা সবাইকে দিশেহারা করে দিয়েছে, কি করবেন না করবেন কেউ কিছু বুঝতে পারছেন না।'

'অসুস্থ একজন মানুষকে শান্ত করার মতো কথাই বটে। কিন্তু ডি ভক্স, তুমি ভাবছো আমি কিছু বুঝি না? তুমি বলতে চাও আমার সঙ্গে সঙ্গে ক্রুসেডে আসা ইউরোপের সব রাজা, রাজকুমার অসুস্থ হয়ে পড়েছে?'

'জি, মহানুভব—মানে—।'

'ডি ভক্স, মনে করো রিচার্ড মরে গেছে, এখন কি ত্রিশ হাজার সৈনিক, যারা সাহসে প্রত্যেকেই একেকজন রিচার্ড, বসে রইবে চুপচাপ? সালাদিনের তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাবে ইউরোপে?

কেন তোমার রাজারা একজন নতুন নেতা নির্বাচন করছে না যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে ?'

'মহানুভব, শুনেছি সে রকম আলাপ আলোচনা নাকি চলছে ওঁদের ভেতর।'

'আচ্ছা!' মুহূর্তের জন্যে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠতে দেখলেন ডি ভক্স রিচার্ডের চোখে। 'আমাকে জানানোরও প্রয়োজন বোধ করেনি। ...কিন্তু না। ঠিকই করেছে ওরা...। তা খ্রীষ্টান বাহিনীর নতুন নেতা কে হচ্ছে ?'

'মর্যাদা অনুযায়ী তো ফ্রান্সের রাজারই হওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফ্রান্স এবং নাভারের ফিলিপ—ডেনিস মাউন্টজোয়া, মহান খ্রীষ্টান রাজা। সুন্দর সুন্দর গালভরা সব শব্দ। কিন্তু ও যে তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে নিজের লোকদের সাথে দুর্ব্যবহার করতেই বেশি পছন্দ করে।'

'সেক্ষেত্রে ওঁরা অস্ট্রিয়ার আর্চডিউককে পছন্দ করতে পারে,' বললেন ডি ভক্স।

'কি! অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক! কেন, ঐ অপদার্থটাকে পছন্দ করবে কেন ? তোমার মতো হোঁৎকা বলে ? শোনো, টমাস, আমি বলছি ওর ঐ মাংসের স্তূপ শরীরে সাহসের পরিমাণ ছোট্ট একটা পাখির চেয়ে মোটেই বেশি নয়। না, না। ভাঁড় ভাঁড় মদ গেলা ছাড়া আর কোনো কাজের নয় লোকটা।'

'তাহলে টেম্পল-এর নাইটদের গ্র্যাণ্ডমাস্টার,' বলে চললেন ডি ভক্স ওঁর মতো সাহসী ক'জন আছে আমাদের সারা বাহিনীতে ? যেমন সাহসী তেমনি কৌশলী। উনি যদি খ্রীষ্টান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন, কেমন হয় মহানুভব ?'

'আপত্তির কোনো কারণ দেখছি না,' জবাব দিলেন রাজা। 'গিলেস অ্যামরি যুদ্ধ বোঝে, আমাদের খ্রীষ্টান রাজাদের অনেকের চেয়ে অনেক ভালো বোঝে। কিন্তু, স্যার টমাস, ও যে খ্রীষ্টান নয়। অবিশ্বাসী এক শয়তান উপাসক পবিত্র নগরী জয় করবে?'

'সেইন্ট জনের গ্র্যাণ্ডমাস্টার তাহলে?'

'দূর, ওর ভীষণ টাকার লোভ। আমার তো সন্দেহ হয়, মুসলমানদের কাছে আমাদের শিবিরের গোপন খবর পাচার করে টাকা নেয় ও। না, না, টমাস, সেইন্ট জনের গ্র্যাণ্ডমাস্টারকে বিশ্বাস করার চেয়ে সালাদিনের কাছে আত্মসমর্পণ করা ভালো।'

'তাহলে, মহানুভব, বাকি থাকলো আর মাত্র একজন। মার্কুইস অভ মন্টসেরাতকে কেমন মনে করেন? সাহসী, জ্ঞানী, আচার আচরণে চৌকস, ভালো যোদ্ধা।'

'জ্ঞানী! আর বিশেষণ পেলে না?' জবাব দিলেন রিচার্ড। 'অবশ্য ধূর্ত বলতে পারো, আর চৌকস হচ্ছে মেয়েদের সামনে। তবু লোক ভালো মার্কুইস, কেবল একটাই বদগুণ, দিনে যে ক'বার কোট বদলায় তার চেয়ে বেশিবার বদলায় সিদ্ধান্ত। তাছাড়া, ভালো যোদ্ধা? ঘোড়ার পিঠে যখন বসে থাকে তখন অবশ্য ভালোই দেখায়, কিন্তু সেদিনের কথা তোমার মনে আছে? কোথা থেকে যেন ফিরছিলাম আমরা তিনজন, তুমি আমি আর মার্কুইস। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এখন যদি পঞ্চাশ ষাট জন আরব এসে হামলা চালায় আমাদের কি করা উচিত হবে? আক্রমণ করবো না পালিয়ে আসবো?'

'জি, মহানুভব, মার্কুইসের জবাবটা এখনো আমার কানে বাজছে। উনি বলেছিলেন, ওঁর শরীরটা রক্ত মাংসে তৈরি লোহায়

নয়, আর হৃদয়টা মানুষের অন্তর নয়।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ডি ভক্স। তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, 'তাহলে, মহানুভব, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, কাউকে দিয়েই চলছে না। সুতরাং আবার আমাদের সেই গোড়ায় ফিরে আসতে হচ্ছে: আপনার রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনা করা ছাড়া আপাতত আমাদের আর কিছু করার নেই।'

হা হা করে হেসে উঠলেন রিচার্ড। বহুদিন তিনি এমন প্রাণখোলা হাসি হাসেননি। 'তোমার প্রশংসা না করে পারছি না, স্যার টমাস, আমাকে এমন জায়গায় এনে ফেলেছো, এবার আমাকে বোকামী স্বীকার করতেই হবে! কিন্তু ওকি! কিসের শব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে?'

কয়েক মুহূর্ত কান পেতে শুনলেন ডি ভক্স। যদ্দুর অনুমান করতে পারছি, রাজা ফিলিপ আসছেন, মহানুভব।'

'কানে কম শোনো নাকি তুমি, টমাস?' উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে রাজা বললেন। 'শুনতে পাচ্ছো না, তুর্কীদের জঙ্গী চিৎকার! আমাদের শিবির দখল করে নিলো···।'

আবার উঠে বসার চেষ্টা করলেন তিনি। তাড়াতাড়ি ডি ভক্স ধরলেন তাঁকে, আলতো করে শুইয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। এখনো প্রাণপণে উঠে বসার চেষ্টা করছেন রিচার্ড। অগত্যা শক্তি প্রয়োগ করতে হলো ডি ভক্সকে। জোর করে শুইয়ে দিলেন তিনি রাজাকে।

'জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী,' গর্জন করে উঠলেন রিচার্ড। 'তোমাকে—তোমাকে—আমার যদি শক্তি থাকতো কুড়াল মেরে তোমার ঘিলু বের করে দিতাম, ডি ভক্স!' বলে হাঁপাতে লাগলেন তিনি।

'আমিও তাই চাই, মহানুভব। খুশি মনে আমি তখন ঝুঁকিটা

নেবো। আমার মৃত্যুর ভেতর দিয়েও যদি সিংহ-হৃদয় তাঁর শক্তি ফিরে পান, তার চেয়ে মঙ্গলের আর কিছু হবে না।'

'আমার আচরণ ক্ষমা করো, স্যার টমাস,' ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন রাজা, 'অসুখ আমার মাথা বিগড়ে দিয়েছে। কিন্তু তুমি শুনতে পাচ্ছো না, ঐ আওয়াজ কোনো খ্রীষ্টানের নয়, হতে পারে না। দয়া করে যাবে, কি ঘটছে না ঘটছে আমাকে জানাবে?'

সাত

ক্রুসেডারদের সঙ্গে বেশ বড় এক দল স্কটিশ সৈনিকও এসেছে। স্বভাবতই তারা ইংল্যাণ্ডের রাজার অধীনে আছে। কারণ, ওদের বেশির ভাগেরই ধমনীতে বইছে স্যাক্সন অথবা নরম্যান রক্ত। তাছাড়া একই ভাষার বন্ধনেও আবদ্ধ তারা। রিচার্ড ওদের নিজের লোকের মতোই দেখেন।

ইউরোপের তো বটেই ইংল্যাণ্ডেরও বেশিরভাগ অভিজাত অদ্ভুত এক ঘৃণার মনোভাব পোষণ করে স্কটশদের সম্পর্কে। রাজা রিচার্ড তাদের ভেতর ব্যতিক্রম। তাঁর কাছে ইংরেজ আর স্কটিশ-এ কোনো প্রভেদ নেই।

অন্যদিকে ডি ভক্স অন্য যে কোনো অভিজাত ক্রুসেডারের

চেয়ে বেশি অপছন্দ করেন স্কটিশদের। এর একটা কারণ বোধহয় স্কটিশরা তাঁর প্রতিবেশী, এবং জীবনের বিরাট একটা সময় তাঁকে কাটাতে হয়েছে এই প্রতিবেশীদের সঙ্গে গোপনে বা প্রকাশ্যে যুদ্ধ করে। তবু রাজার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ক্রুসেডার হিশেবে কর্তব্য-বোধের কারণে এই মনোভাব তিনি খুব একটা প্রকাশ করেন না। বরং তাঁর নিজের শিবিরে যখন খাদ্য, ওষুধ পত্রের সরবরাহ আসে তা থেকে কিছু অংশ গোপনে চলে যায় দরিদ্র স্কট সৈনিকদের তাঁবুতে।

রাজকীয় তাঁবুর বাইরে এসে মাত্র কয়েক পা এগিয়েই ডি ভক্স বুঝতে পারলেন, ঠিকই বলেছিলেন রাজা—অন্তত আংশিক। চিৎকারের যে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তাতে আরবী শব্দের পরিমাণ কম নয়। যেখান থেকে শব্দ আসছে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, খ্রীষ্টান শিবি-রের প্রায় কেন্দ্রস্থলে কিছু অলস সৈনিক জটলা করে আছে। বিভিন্ন জাতির ক্রুসেডারদের নানা বর্ণের নানা ধরনের মস্তকাবরণের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে কয়েকটা শাদা মস্তকাবরণ। ওগুলোর মালিক যে সশস্ত্র আরব সৈনিকরা তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না স্যার টমাসের। উটের বিরাট অদ্ভুতদর্শন মাথাও দেখতে পেলেন কয়ে-কটা।

অবাক হলেন স্যার টমাস। আরব সৈনিকরা এখানে কি করছে? উৎসুক চোখে চারপাশে তাকালেন, কাউকে পাওয়া যায় কিনা যার কাছে জানতে পারবেন, কি ব্যাপার।

প্রথম যে লোকটাকে দেখলেন সে তাঁর দিকেই এগিয়ে আস-ছিলো। পা ফেলার গর্বিত, দৃঢ় ভঙ্গি দেখে সন্দেহ রইলো না, লোকটা হয় স্পেনিয়ার্ড নয় তো স্কট। এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই তাঁকে মনে

মনে বলতে হলো, 'স্কটই : নাইট অভ দ্য লেপার্ড। কিন্তু একে তো কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে না। ব্যাটা লাই পেয়ে মাথায় উঠবে।'

'আমি তোমার সাথে কথা বলবো না, তুমি যদি কিছু বলতে চাও, শুনবোও না,' এমন একটা চাউনি হেনে স্যার কেনেথকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলেন তিনি। কিন্তু পারলেন না, নাছোড়বান্দার মতো পথ আটকে দাঁড়ালো স্কটিশ নাইট। যথা নিয়মে সম্মান প্রদর্শন করে বিনীত কণ্ঠে বললো,

'মহামান্য লর্ড ডি ভক্স অভ গিলসল্যাণ্ড, আপনার সাথে কথা বলার জন্যে আসছিলাম।'

'আমার সাথে! আমার সাথে তোমার কি কথা থাকতে পারে? আচ্ছা, ঠিক আছে, যা বলার তাড়াতাড়ি বলো, আমার সময় নেই। রাজার কাজে যাচ্ছি।'

'আমিও রাজার কাজেই এসেছি, স্যার। সম্ভবত আপনার চেয়ে জরুরি আমারটা।'

নাইটের কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিলো যে একটু থমকালেন ডি ভক্স। বললেন, 'আচ্ছা! তাহলে বলো শুনি।'

'আমি রাজার আরোগ্য নিয়ে এসেছি, মহামান্য লর্ড।'

অবিশ্বাস ভরা চোখে স্যার কেনেথের দিকে তাকালেন স্যার টমাস। কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বেরোলো না তাঁর মুখ দিয়ে।

'আমার ধারণা, তুমি ডাক্তার নও, স্যার স্কট,' অবশেষে বলতে পারলেন তিনি। 'আর, রাজার জন্যে যে কোনো সম্পদ নিয়ে আসোনি তা-ও বুঝতে পারছি। তাহলে...?'

ভয়ানক ক্রোধে ফুঁসে উঠতে গিয়েও সামলে নিলো স্যার কেনেথ। শান্ত স্বরেই জবাব দিলো, 'রাজা রিচার্ডের ভালো হয়ে

ওঠার চেয়ে বড় সম্পদ এই মুহূর্তে আর কি হতে পারে খ্রীষ্টানদের কাছে ? আমার হাতে সময় খুব কম, মহামান্য লর্ড, দয়া করে রাজার কাছে নিয়ে যাবেন আমাকে ?'

'নিশ্চয়ই না, জনাব ; অন্তত যতক্ষণ না তোমার আসার কারণ স্পষ্ট হচ্ছে আমার কাছে। অসুস্থ রাজার ঘর কি তোমার উত্তরের সরাইখানা যে চাইলেই ঢোকা যাবে ?'

অপমানে লাল হয়ে উঠলো স্যার কেনেথের মুখ। কিন্তু এবারও সামলে নিলো সে। বললো, 'মহামান্য লর্ড, আপনি যে ক্রুশ পরে আছেন আমিও সেই ক্রুশ পরে আছি। তা সত্ত্বেও আপনি যা বলেছেন তা রীতিমতো অপমানজনক। কিন্তু যে কাজে আমি এসেছি তার স্বার্থে আপাতত সব অপমান আমি মুখ বুজে সহ্য করলাম। তাহলে শুনুন, আমি কেন এসেছি ; শাদা কথায় বললে দাঁড়ায়, এক-জন মুরিশ ডাক্তার এসেছেন আমার সাথে। উনি বলছেন রাজা রিচার্ডকে উনি ভালো করে তুলতে পারবেন।'

'মুরিশ ডাক্তার !' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ডি ভক্স, 'ও যে ওষুধের বদলে বিষ নিয়ে আসেনি তার কোনো প্রমাণ আছে ?'

'না, মহামান্য লর্ড। তবে উনি বলছেন, রাজাকে যদি সুস্থ করে তুলতে না পারেন, ওঁকে নিয়ে যা খুশি করতে পারি আমরা।'

'হুঁহ্, যা খুশি করতে পারি ! ওরকম বহু খুনীর কথা জানা আছে আমার যারা রাজার মতো গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে খুন করে হাসতে হাস-তে জল্লাদের মুখোমুখি হতে পারে।'

'কিন্তু এ ব্যাপারটা সেরকম নয়, মহামান্য লর্ড,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো নাইট। 'শত্রু হলেও যাঁকে আমরা উদার হৃদয়, সাহসী, সৎ বলে জানি সেই সালাদিন এঁকে পাঠিয়েছেন সঙ্গে কয়েকজন মাত্র রক্ষী

দিয়ে। রাজার জন্যেও তিনি কিছু ফল মূল এবং বিশেষ ধরনের পথ্য পাঠিয়েছেন। একটা চিঠিও পাঠিয়েছেন। সম্মানিত শত্রুর কাছে এমন চিঠি পাঠানোর রীতি আছে, আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি ?'

'বাহ্, বাহ্!' আপন মনেই বলে উঠলেন ডি ভক্স। 'সম্মানিত শত্রু! সালাদিন আমাদের রাজাকে সম্মানিত ভাবতে পারে। কিন্তু আমরা! কেন ? কোন বিশ্বাসে ?'

'এখনো যদি আপনাদের বিশ্বাস না জন্মে থাকে কোনো দিনও জন্মাবে না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সত্যিই শ্রদ্ধা করার মতো মানুষ সালাদিন। আমি যদি ভুল করে থাকি, সে ভুলের খেসারত দেবো প্রাণ দিয়ে।'

'আশ্চর্য! উত্তর দক্ষিণের সপক্ষে বলছে, স্কট তুর্কীর পক্ষে! জানতে পারি, স্যার নাইট, এর সাথে তুমি জড়ালে কিভাবে ?'

'কয়েক দিনের জন্যে আমি অনুপস্থিত ছিলাম শিবিরে,' জবাব দিলো স্যার কেনেথ। 'এঙ্গাদির পবিত্র সন্ন্যাসীর কাছে একটা বার্তা পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা! কি বার্তা আমি জানতে পারি না ? আর সন্ন্যাসীই বা কি জবাব দিলেন ?'

'না, মহামান্য লর্ড, আমি জানাতে পারবো না।'

'আমি ইংল্যাণ্ডের গোপন মন্ত্রণাসভার সদস্য…,' গর্বিত ভঙ্গিতে শুরু করলেন ডি ভক্স।

'তাতে আমার কি ? ইংল্যাণ্ডের রাজা আমাকে পাঠাননি। আমি গিয়েছিলাম রাজা ও রাজকুমারদের সাধারণ পরিষদ এবং ক্রুসেডের সর্বোচ্চ নেতাদের নির্দেশে ; তাঁদের কাছেই আমি বলবো যা বলার।'

'বেশ বেশ,' একই রকম গর্বিত কণ্ঠে বললেন লর্ড ডি ভক্স।

'তাহলে, রাজা ও রাজকুমারদের দূত, শুনে রাখো, আমি না চাইলে রাজা রিচার্ডের রোগশয্যাপাশে কেউ যেতে পারবে না। কেউ না।'

অন্যদিকে ঘুরে চলতে শুরু করলেন তিনি। তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালো নাইট। শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি আমাকে ভদ্রলোক মনে করেন, মহামান্য লর্ড ?'

'আমার ধারণা সব স্কটই জন্মসূত্রে ভদ্রলোক,' জবাব দিলেন ডি ভক্স। স্যার কেনেথের মুখ লাল হয়ে উঠতে দেখে যোগ করলেন, 'তা ছাড়া যুদ্ধে তোমার বীরত্ব যারা দেখেছে তাদের কারোই তোমার সম্পর্কে সন্দেহ থাকা উচিত নয়।'

'আপনি বলছেন, মহামান্য লর্ড ডি ভক্স।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তোমাকে রাজার কাছে যেতে দেবো।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো স্যার কেনেথ। তারপর ধীর, গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'মহামান্য লর্ড টমাস অভ গিলসল্যাণ্ড, আমি শপথ করে বলছি, রাজার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ আমি করবো না। আমি একজন খাঁটি স্কট, পবিত্র ক্রুশের নাইট, আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি এই মুসলমান ডাক্তার রাজা রিচার্ডকে ভালো করে তুলতে পারবেন, সেজন্যেই তাঁকে নিয়ে এসেছি।'

স্যার কেনেথের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে এমন এক শক্তির আভাস লক্ষ্য করলেন ডি ভক্স যে, এরপর আপনা থেকেই তাঁর সুর নরম হয়ে এলো।

'বেশ, স্যার নাইট অভ দ্য লেপার্ড,' বললেন তিনি, 'বিশ্বাস করলাম তোমাকে। কিন্তু বলো, যে দেশে বিষ প্রয়োগের কৌশল, আমার বিশ্বাস, প্রতিটা শিশুরও জানা সে দেশের একজন অচেনা চিকিৎসককে কি করে আমি রাজার চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাই ?'

'মহামান্য লর্ড, আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি : আমার এক ভৃত্য বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলো, বাঁচার আশা ছিলো না, রাজার যে অসুখ সেই একই অসুখ। এই ডাক্তার, আল হাকিম দু'ঘণ্টাও হয়নি এক মাত্রা ওষুধ দিয়েছেন, এখন সে প্রশান্তির ঘুমে ডুবে আছে ; অথচ গত এক সপ্তায় সে কখনো একনাগাড়ে আধ ঘণ্টার বেশি ঘুমাতে পারেনি। আমার বিশ্বাস, এই আল হাকিম রাজাকেও স্বস্তি দিতে পারবেন।

'আর একটা কথা, মহামান্য লর্ড, সালাদিন যদি উদার হৃদয় না হতেন আমাদের যুদ্ধ বিরতির আবেদনটা সরাসরি অগ্রাহ্য করে আক্রমণ চালাতেন আমাদের ওপর। আমাদের সর্বাধিনায়ক অসুস্থ জানার পরও যে লোক যুদ্ধ বিরতি মেনে নেয় তাকে আপনারা যাই বলুন, আমি মহৎ হৃদয় ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারি না।'

মাটির দিকে চোখ রেখে নিঃশব্দে শুনলেন ডি ভক্স। সন্দেহের দোলায় দুলছে তাঁর মন। সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না কি করবেন। অবশেষে বললেন,

'তোমার এই ভৃত্যকে আমি দেখতে পারি, স্যার কেনেথ ?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো নাইট। তারপর বললো, 'নিশ্চয়ই, মহামান্য লর্ড। তবে, আমার তাঁবুর যা দীন দশা...,' বাক্যটা শেষ না করেই রওনা হলো সে নিজের তাঁবুর দিকে।

'পবিত্র নগরী জয় করতে এসে যে সৈনিক আরাম আয়েশের কথা ভাবে তার লজ্জা করা উচিত,' বলতে বলতে নাইটের পেছন পেছন চললেন ডি ভক্স।

করুণ চোখে একবার চারপাশে তাকিয়ে ছোট্ট তাঁবুটার ভেতর

ঢুকলো স্যার কেনেথ। ইশারায় ডাকলো স্যার টমাসকে।

স্যার কেনেথের দুরবস্থার কথা জানতেন টমাস ডি ভক্স, কিন্তু এতটা যে তা তাঁর ধারণা ছিলো না।

ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরের চেয়েও ছোট তাঁবুটা। চার ভাগের তিন ভাগই জুড়ে আছে দুটো বিছানা। একটা শূন্য, ঘাস পাতার ওপর পশুর চামড়া বিছানো। মাথার কাছে খুলে রাখা বর্ম, শিরো-স্ত্রাণ, বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদি। দেখে মনে হয় বিছানাটা নাইটের। অন্য বিছানায় শুয়ে আছে মধ্য বয়সী একজন মানুষ। শরীরটা শক্ত সমর্থ হলেও চেহারা রোগপাণ্ডুর।

তাঁবুর বাইরের দিকটায় বসে উনুনের উপর ঝুঁকে আছে এক কিশোর। হরিণের চামড়ার প্রায় ছেঁড়া জুতো, নীল একটা টুপি আর রং ওঠা পুরনো কোট তার পরনে। হাতে বানানো রুটি সেঁকছে সে। সাধারণ স্কটিশদের প্রধান খাদ্য এই হাতরুটি। বিরাট একটা কুকুর উৎসুক চোখে দেখছে ছেলেটার রুটি সেঁকা। বুনো হরিণের বড় একটা অংশ ঝুলছে তাঁবুর খুঁটির সঙ্গে। কুকুরটা দেখার পর লর্ড ডি ভক্স সহজেই আন্দাজ করতে পারলেন, মাংসটা কিভাবে জোগাড় করেছে নাইট।

বিছানার পাশে চামড়ার একটা আসনের ওপর পুবদেশীয় রীতিতে আসন পিড়ি হয়ে বসে আছেন মুরিশ চিকিৎসক। এক হাতে ধরে আছেন অসুস্থ লোকটার এক হাত। তাঁর মুখের নিচের অংশ লম্বা কালো দাড়িতে ঢাকা। মাথায় পশমের উঁচু আস্ত্রাখানী টুপি, গায়ে ঢোলা তুর্কী জোব্বা। অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বল জ্বল করছে চোখ দুটো। অসুস্থ লোকটার গভীর, নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই তাঁবুতে।

'গত ছ'রাত ও ঘুমায়নি,' বললো স্যার কেনেথ।

'তোমার তাঁবুর অবস্থা দীন বলছিলে বটে,' নাইটের একটা হাত ধরে সহানুভূতির সাথে বললেন ডি ভক্স, 'কিন্তু এতটা যে, ধারণা করিনি। এর সব বদলাতে হবে। এই খাবার খেয়ে লোকটা এখনো টিকে আছে কি করে, ভেবে পাচ্ছি না।'

শেষের দিকে বেশ উঁচুতে উঠলো তাঁর গলা। ঘুমের ভেতরেই একটু নড়ে চড়ে উঠলো অসুস্থ লোকটা।

'প্রভু,' স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো দুর্বল কণ্ঠে সে বললো, 'স্যার কেনেথ, কই আপনি? প্যালেস্টাইনের ঐ বিস্বাদ পানির পর স্কটল্যাণ্ডের ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি কি ভালো লাগছে, খেয়ে দেখুন।'

'স্বপ্নে জন্মভূমিতে চলে গেছে বেচারা, ভালোই ঘুমাচ্ছে তার মানে,' ফিস ফিস করে ডি ভক্সকে বললেন স্যার কেনেথ।

তার কথা শেষ হতে না হতেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন চিকিৎসক। আলতো করে রোগীর হাতটা বিছানায় নামিয়ে রেখে দুই নাইটের দিকে এগিয়ে এলেন। ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে চুপ করে থাকতে বলে তাঁবুর বাইরে নিয়ে এলেন দু'জনকে। বললেন,

'আপনাদের যিশুর দোহাই দিয়ে বলছি, ওষুধের গুণটা নষ্ট করবেন না দয়া করে। এখন যদি ও জেগে যায় আমার আর কিছু করার থাকবে না। হয় মারা যাবে, নয় তো পাগল হয়ে যাবে রোগী। সন্ধ্যায় আসবেন, আমি কথা দিচ্ছি, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করার মতো সুস্থ হয়ে উঠবে ও।'

তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ নিচু স্বরে আলাপ করলেন দুই নাইট। কি করে এই মুসলমান হাকিমের সাথে দেখা হলো, স্যার কেনেথের কাছ থেকে জেনে নিলেন ডি ভক্স। সালাদিনের চিঠিটাও

নিতে ভুললেন না।

'এবার আমি যাই,' অবশেষে বললেন তিনি, 'রাজার তাঁবুতে ফিরতে হবে। তুমি যদি অনুমতি দাও, সন্ধ্যায় আবার আসবো। তোমার হাকিমের কেরামতি দেখে যাবো। আর কিছু যদি মনে না করো, এখন গিয়ে তোমার জন্যে কিছু খাবার দাবার পাঠিয়ে দেবো।'

'ধন্যবাদ, স্যার, খাবারের দরকার নেই। এখনো যা আছে তাতে দু'সপ্তাহ চলে যাবে আমাদের তিনজনের।

দু'জনের যখন দেখা হয়েছিলো তখনকার চেয়ে অনেক প্রসন্ন মনে বিদায় নিলেন লর্ড ডি ভক্স।

আট

'অদ্ভুত গল্প যাহোক,' লর্ড অভ গিলসল্যাণ্ডের কাছে সব শুনে বললেন রাজা রিচার্ড। 'এই স্কট লোকটাকে তোমার কেমন মনে হয়, স্যার টমাস? খাঁটি লোক?'

'আমি ঠিক জানি না, মহানুভব,' জবাব দিলেন ডি ভক্স। 'তবে চেহারা দেখে তো মনে হয় সৎ লোক। আর এর ভেতরেই বীর হিসেবে বেশ নাম কিনেছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, টমাস, সত্যিই বীর তোমার এই কেনেথ। ভীষণ আত্ম-

বিশ্বাসী, একটু অহঙ্কারীও অবশ্য। আমি নিজে ওর লড়াই দেখেছি।'

'মহানুভব, একটা কথা এই সুযোগে আপনাকে জানাতে চাই। আপনার অনুমতি ছাড়াই ওকে একটু আনুকূল্য দেখিয়েছি আমি। ব্যাপারটা আপনার ঠিক হয়তো পছন্দ হবে না…।'

'তুমি ডি ভক্স!' নির্ভেজাল বিস্ময় রাজার কণ্ঠে। 'আমার পছন্দ হবে না জেনেও…কি করে সম্ভব!'

'ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন মহানুভব, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমার যে পদমর্যাদা তাতে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই কিছু কিছু কাজ করার অধিকার আমার আছে।'

'নিশ্চয়ই, সে তো সবাই জানে।'

'সেই অধিকারের জোরেই স্যার কেনেথকে কুকুর সঙ্গে রাখার অনুমতি দিয়েছি। জন্তুটা এত সুন্দর, এত ভালো জাতের যে তাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতে পারিনি।'

'ও এই কথা! আমি তো ভাবলাম না জানি কি মহা অপরাধ করে ফেলেছো। কিন্তু সত্যিই কি এত ভালো কুকুরটা?'

'একেবারে নিখুঁত জিনিস, মহানুভব। রীতিমতো স্বর্গীয়।'

হাসলেন রাজা। 'বেশ, তুমি ওকে কুকুর রাখার অনুমতি দিয়েছো, মিটে গেছে। কিন্তু এই মুসলমান চিকিৎসকের ব্যাপারটা কি হবে? কি বলছিলে, ওর সঙ্গে মরুভূমিতে দেখা হয়েছিলো কেনেথের?'

'না মহানুভব। ও বলছে, এঙ্গাদির সেই নাম করা সন্ন্যাসীর কাছে যাচ্ছিলো…।'

'এঙ্গাদিতে যাচ্ছিলো!' উত্তেজিত ভঙ্গিতে উঠে বসলেন রাজা। 'কেন? জানে না ওখানে আমাদের রানী রয়েছেন?'

'নিজের ইচ্ছায় নয়, মহানুভব, ওকে পাঠানো হয়েছিলো।'

'পাঠানো হয়েছিলো। কে পাঠিয়েছিলো, কেন? কার এত বড় সাহস, ওখানে রানী আছেন জেনেও লোক পাঠায়?'

'ক্রুসেডের মন্ত্রণা পরিষদ,' জবাব দিলেন লর্ড ডি ভক্স। 'কেন তা ও বলেনি আমাকে।'

'হুঁ, ব্যাপারটা খোঁজ খবর করে দেখতে হবে। যাহোক, তারপর? এঙ্গাদির গুহায় এই ভবঘুরে হাকিমের সাথে দেখা হলো ওর?'

'ঠিক তা নয়, মহানুভব। ঐ জায়গার কাছাকাছিই কোথাও এক আরব আমীরের সাথে সাক্ষাৎ হয় ওর। দু'জনের ভেতর সামান্য যুদ্ধও হয়, তারপর ভাব হয়ে যায় দু'জনের। একসাথে ওরা এঙ্গাদির গুহায় যায়।'

এখানে একটু থামলেন ডি ভক্স। লম্বা কাহিনীটা সংক্ষেপে কিভাবে বলবেন গুছিয়ে নিচ্ছেন মনে মনে।

'ওখানেই দেখা হলো ডাক্তারের সাথে?' অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন রাজা।

'না, মহানুভব, ওখানে আপনার অসুখের কথা জানতে পারে আরব। তখন ও নাইটকে বলে, এ খবর সালাদিন শুনলে তার নিজের চিকিৎসককে পাঠিয়ে দেবে। এরপর সে নাইটকে অপেক্ষা করতে বলে চলে যায় সালা দিনকে খবর দিতে। একদিনের কিছু বেশি সময় অপেক্ষা করার পর নাইট দেখলো, সালাদিনের চিঠি নিয়ে হাজির হয়েছে ডাক্তার, পেছনে ঘোড়ার পিঠে চাকর বাকররা, উটের পিঠে আপনার জন্যে ফল-মূল, পথ্য।'

'আচ্ছা। চিঠিটা তুমি দেখেছো? অনুবাদের ব্যবস্থা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, মহানুভব। এখানে আসার আগেই অনুবাদ করিয়ে এনেছি।'

'পড়ো।'

পড়তে লাগলেন ডি ভক্স :

'আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবী সম্মানিত মোহাম্মদের নামে।

'ইংল্যাণ্ডের মহান রাজা রিচার্ড, পৃথিবীর আলো রাজাদের রাজা, মিশর ও সিরিয়ার শাসক ; সালাদিনের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

'আমরা জানতে পেরেছি, আপনি ভয়ানক অসুস্থ। আপনার সঙ্গে যে সমস্ত খ্রীষ্টান বা ইহুদী চিকিৎসক আছে আপনাকে ভালো করে তোলার তাদের সব প্রচেষ্টা নাকি ব্যর্থ হয়েছে। হবেই কারণ তাদের ওপর তো আল্লাহ ও আমাদের মহান নবীর আশীর্বাদ নেই। যা হোক এই পত্রের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অ্যাদোনবেক আল হাকিমকে পাঠাচ্ছি ; আশা করছি ওর চিকিৎসায় আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। ও জানে গাছ গাছড়া ও পাথরের কি গুণ। আমাদের এখানে একটা কথা প্রচলিত আছে, ওর উপস্থিতিই নাকি রোগীকে অর্ধেক সুস্থ করে তোলে। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, ওর ক্ষমতাটা কাজে লাগাবেন আপনি।

'আপনার শক্তি ও সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে আমার। কিন্তু ভাববেন না শুধু সে কারণেই আপনার এই সেবাটুকু করতে চাইছি। আমি চাই আমাদের ভেতর দীর্ঘ দিনের যে কলহ তার একটা নিষ্পত্তি—তা উভয় পক্ষের জন্যে সম্মানজনক কোনো চুক্তির মাধ্যমেই হোক বা যুদ্ধের ময়দানে উভয় পক্ষের শক্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই হোক। সুতরাং, পবিত্র…।'

তালিসমান

'ব্যস, ব্যস, টমাস, থামো। নবীর হিতোপোদেশ আর শুনতে চাই না। এই হাকিমের সাথে আমি দেখা করবো। ওর হাতে তুলে দেবো নিজেকে, দেখি ওর ক্ষমতা কতটুকু। সালাদিনের উদারতার প্রতিদান আমি দেবো। যুদ্ধের ময়দানেই ওর সাথে আমার দেখা হবে, ও তা-ই চেয়েছে। রিচার্ডকে ও অকৃতজ্ঞ বলতে পারবে না। এমন আঘাত করবো···। তাড়াতাড়ি করো, ডি ভক্স, হাকিমকে নিয়ে এসো।'

'মহানুভব,' বললেন ডি ভক্স, 'ভালো করে ভেবে দেখুন। সালাদিন মুসলমান, আপনার ভয়ঙ্করতম শত্রু।'

'সেজন্যেই তো ও আমার এই উপকারটুকু করতে চাইছে। আমার মুখোমুখি হতে চায়। আমি তোমাকে বলছি, টমাস, আমি ওকে যতটুকু ভালোবাসি ও আমাকে ঠিক ততটুকুই ভালোবাসে: মহৎ শত্রুরা যেমন একে অন্যকে ভালোবাসে। না, ডি ভক্স, ওর এই সদিচ্ছার ভুল ব্যাখ্যা করা অন্যায় হবে।'

'তবু, মহানুভব, স্কটিশ লোকটার ওপর ওর ওষুধ কেমন কাজ করলো একটু দেখে নেয়া দরকার।'

'ওহ, এতও সন্দেহ করতে পারো তুমি। বেশ যাও, দেখে এসো। এমন অসহায়ের মতো পড়ে থাকা আর সহ্য করতে পারছি না আমি। মেরে ফেলুক, ভালো করুক, যা করে করুক, আমি ওর হাতেই তুলে দেবো নিজেকে।'

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন ডি ভক্স। তবে তক্ষুণি তিনি স্যার কেনেথের তাঁবুর দিকে গেলেন না। আগে একজন পুরোহিতের সাথে আলাপ করে নিতে চান। এখনো তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, একজন মুসলমানকে দিয়ে রাজার চিকিৎসা করানোটা

ঠিক হবে কিনা।

টায়ার গির্জার আর্চবিশপের কাছে গেলেন তিনি। সব খুলে বললেন।

ব্যাপারটাকে খুব হালকা ভাবে নিলেন আর্চবিশপ। বললেন, 'চলুন, অসুস্থ স্কটিশটাকে দেখি আগে, তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে, এই হাকিমকে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা।'

বিশপ এবং লর্ড ডি ভক্স যখন স্যার কেনেথের তাঁবুতে ঢুকলেন তখন সে সেখানে নেই। মুরিশ চিকিৎসক আগের মতোই আসনপিড়ি হয়ে বসে আছেন রোগীর বিছানার পাশে। স্কটিশ লোকটা ঘুমাচ্ছে, গভীর ঘুম।

ওঁদের দেখেই উঠে দাঁড়ালেন হাকিম। ফিস ফিস করে বললেন, 'কিছু বলার থাকলে তাঁবুর বাইরে চলুন।'

ছোটখাটো মানুষ আরব চিকিৎসক, দীর্ঘদেহী বিশপ এবং সুবিপুল বপুওয়ালা লর্ডের সামনে আরো ছোট দেখাচ্ছে তাঁকে। সাধারণ পোশাক পরনে তা সত্ত্বেও আচরণে, চেহারায় তাঁর এমন কিছু আছে যা প্রথম দর্শনেই মন কাড়ে।

তাঁবুর বাইরে এসে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বিশপ তাঁর দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'বয়স কত আপনার?'

'সাধারণ মানুষের বয়সের হিশেব হয় মুখের ভাঁজ দেখে,' বললেন হাকিম। 'আর জ্ঞানীদের বিদ্যা দেখে।'

'চিকিৎসা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ আছে?' জানতে চাইলেন বিশপ।

'মহান সালাহউদ্দিনের কথার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে

পারে ?' সম্মান সূচক ভঙ্গিতে আলতো করে মাথার টুপি স্পর্শ করলেন হাকিম। 'শত্রু বা মিত্র, যাকেই একবার কথা দিয়েছেন, কখনো ভাঙেননি তিনি। আর কি চান আপনারা ?'

'আপনার দক্ষতার প্রমাণ,' বললেন লর্ড ডি ভক্স। 'যদি না দিতে পারেন রাজা রিচার্ডের বিছানার ধারে কাছেও আপনি ঘেঁষতে পারবেন না, তা আমি বলে দিচ্ছি।'

'রোগী সুস্থ হলেই একমাত্র ডাক্তারের দক্ষতা প্রমাণ হয়,' বললেন আরব চিকিৎসক। 'এই লোকটাকে দেখুন, অসুখে ওর রক্ত শুকিয়ে গেছে। আজ সকালেও মৃত্যুর সাথে লড়ছিলো, আর এখন। ঠিক আছে, আর কথা নয়, ধৈর্য ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকুন, দেখুন কি ঘটে।'

রাতের প্রার্থনার সময় হয়েছে। মক্কার দিকে মুখ করে নামাজে বসলেন হাকিম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন আর্চবিশপ ও লর্ড ডি ভক্স।

নামাজ শেষ করে উঠে তাঁবুর ভেতর ঢুকলেন চিকিৎসক। ছোট্ট একটা রূপার বাক্স থেকে কি যেন একটা বের করে ঘুমন্ত স্কটিশ-এর নাকের সামনে ধরলেন। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই জেগে উঠে বসলো লোকটা। ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো চারপাশে। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। লোকটার পরনে কাপড় বলতে গেলে নেই। হাড়গুলো দেখা যাচ্ছে চামড়ার ওপর দিয়ে, কোনো কালে যে সেগুলোর ওপর মাংসের প্রলেপ ছিলো কে বলবে!

'আমাদের তুমি চেনো ?' জানতে চাইলেন লর্ড অভ গিলসল্যাণ্ড।

'না, স্যার,' জবাব দিলো লোকটা। 'এত সময় ধরে ঘুমিয়েছি,

আর এত স্বপ্ন দেখেছি…।'

'তোমার চোখ বলছে তুমি ভালো হয়ে গেছো,' বিশপের দিকে তাকালেন হাকিম। 'আপনার মতোই স্বাভাবিক গতিতে চলছে ওর নাড়ী। বিশ্বাস না হলে আপনি নিজে ধরে দেখুন।'

যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন বিশপ, কিন্তু টমাস অভ গিলসল্যাণ্ড এগিয়ে এসে তুলে নিলেন লোকটার এক হাত। কিছুক্ষণ চুপচাপ ধরে থেকে সন্তুষ্ট মুখে নামিয়ে রাখলেন হাতটা।

'আশ্চর্য ব্যাপার!' বিশপের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নাড়ীর গতি। এক্ষুণি একে রাজার তাঁবুতে নিয়ে যেতে হবে!'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, একজনকে আগে সুস্থ করে নিই, তারপর অন্য-জন। একে আরেক পেয়ালা ওষুধ খাইয়ে তারপর যাবো আপনাদের সাথে।'

ছোট একটা রূপার পেয়ালা বের করলেন তিনি। বিছানার পাশে রাখা সোরাই থেকে পানি নিয়ে ভরলেন সেটা। তারপর পোঁটলা-পাটলি থেকে বের করলেন একটা ছোট্ট রেশমী থলে, সরু রূপার তার পেঁচানো সেটার ওপর। থলেটা তিনি চুবিয়ে রাখলেন পেয়ালার পানিতে। পাঁচ মিনিট নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। তারপর পেয়ালাটা এগিয়ে দিলেন অসুস্থ লোকটার দিকে।

'নাও, খেয়ে নাও,' বললেন হাকিম। নিঃশব্দে নির্দেশ পালন করলো স্যার কেনেথের অনুচর। 'এবার ঘুমাও,' আবার বললেন চিকিৎসক। 'যখন উঠবে তখন পুরো ভালো তুমি।'

'এই সামান্য ওষুধ দিয়ে আপনি রাজাকে ভালো করবেন?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন আর্চবিশপ।

'কেন, আপনাদের ইউরোপের রাজারা কি সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা কোনো উপাদানে তৈরি ?'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুললেন বিশপ তার আগেই লর্ড অভ গিলসল্যাণ্ড বলে উঠলেন, 'চলুন, মাননীয় আর্চবিশপ। আর দেরি না করে হাকিমকে রাজার কাছে নিয়ে যাই। যা চাইছিলাম সে প্রমাণ আমি পেয়ে গেছি। এর পরেও যদি রাজাকে সুস্থ করে তুলতে না পারে, ও নিজেও যেন সুস্থ না থাকে সে ব্যবস্থা আমি করবো।'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসতে যাবেন ওঁরা, এমন সময় অসুস্থ কণ্ঠে যতটা জোরে সম্ভব চেঁচিয়ে উঠলো রোগী, 'আমার প্রভুর কি হয়েছে বলে যান দয়া করে, না হলে তো আমি ঘুমাতে পারবো না।'

'ফিরে এসেছে তোমার প্রভু,' বললেন ডি ভক্স। 'কয়েক ঘণ্টা আগে আমি ওর সাথে কথা বলেছি। ও-ই নিয়ে এসেছে হাকিমকে।'

'ফিরে এসেছে স্যার কেনেথ!' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন আর্চবিশপ, 'আমাকে আগে কেন বলেননি ?'

বিস্মিত হলেন ডি ভক্স। এতটা উদ্বিগ্ন হওয়ার কি হলো বিশপের ? বললেন, 'বাইরের ঐ ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করুন, ও হয়তো বলতে পারবে, কোথায় গেছে কেনেথ ?'

ছেলেটাকে ডাকলেন বিশপ। সে বললো, ওঁরা আসার কিছুক্ষণ আগে এক রাজপুরুষ রাজার তাঁবুতে ডেকে নিয়ে গেছে নাইটকে।

শুনে আরো বেড়ে গেল বিশপের উদ্বেগ। ডি ভক্সকে ফেলে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন তিনি। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ডি ভক্স তাঁর গমন পথের দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাকিমকে নিয়ে এগোলেন রাজার তাঁবুর দিকে।

নয়

ধীর পায়ে, চিন্তিত মুখে রাজকীয় তাঁবুর দিকে চলেছেন লর্ড অভ গিলসল্যাণ্ড। আর্চবিশপের অদ্ভুত আচরণের স্মৃতি এখনো খোঁচাচ্ছে তাঁকে। আচমকা কি এমন ঘটলো যে অমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন তিনি? রাজা রিচার্ডের সুস্থ হয়ে ওঠার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এই সময় অন্য কোনো বিষয় তো এত গুরুত্ব পেতে পারে না। তবু পাচ্ছে। কেন? স্কটিশ নাইট ফিরে এসেছে শুনে এত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন কেন আর্চবিশপ?

প্রশ্নগুলো প্রশ্নই থেকে গেল, কোনো জবাব পেলেন না লর্ড টমাস ডি ভক্স। শেষমেষ একটা ভাবনা উঁকি দিলো তাঁর মনে, খ্রীষ্টান পক্ষে এমন অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি আছেন যাঁরা রাজা রিচার্ডের গর্ব খর্ব করার জন্যে আরবদের বিজয় মেনে নিতে রাজি, চাই কি প্রয়োজন হলে শত্রুকে সাহায্য সহযোগিতা করতেও পিছপা হবেন না। তাঁরাই হয়তো রাজাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে এই মুসলমান হাকিমকে আনিয়েছেন। নাইট অভ দ্য লেপার্ড এবং টায়ারের আর্চবিশপ তাঁদেরই লোক নয় তো?

ভাবতে ভাবতে আড় চোখে আরব হাকিমের দিকে একবার

তাকালেন তিনি। কিছু বুঝতে পারলেন না লর্ড। ভয়, চিন্তা, ভাবনার চিহ্নমাত্র নেই ছোট খাটো মানুষটার মুখে।

এদিকে রাজকীয় তাঁবুতে অন্যরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

টমাস ডি ভক্স বেরিয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন রিচার্ড। ভৃত্যদের ডেকে গালমন্দ করতে লাগলেন, একটু পরপরই খোঁজ নিতে লাগলেন, ডি ভক্স ফিরেছেন কি না। শেষে অস্থির হয়ে সূর্যাস্তের ঘণ্টা দুয়েক আগে এক রাজপুরুষকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, 'এক্ষুণি যাও, নাইট অভ দ্য লেপার্ডকে ডেকে আনো।'

রাজার উদ্দেশ্য, হাকিম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন নাইটকে। তাছাড়া কয়েক দিনের অনুপস্থিতিতে সে কোথায় কি করেছে সে সম্পর্কেও খোঁজ খবর করবেন।

এলো নাইট। দুরু দুরু বুকে ঢুকলো রাজার তাঁবুতে।

যে রাজপুরুষ তাকে ডেকে এনেছে তার দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন রাজা। তারপর ফিরলেন স্যার কেনেথের দিকে।

'তোমার নাম কেনেথ অভ দ্য লেপার্ড তাই না?'

'জি, মহানুভব।'

'যুদ্ধের ময়দানে তোমার সাহস এবং বীরত্ব আমি দেখেছি। সে সম্পর্কে প্রশংসা ছাড়া অন্য কিছু করার নেই আমার। কিন্তু আরো কিছু কাজ তুমি করেছো যে সম্পর্কে আমি মনে করি জবাবদিহি চাইবার অধিকার আমার আছে।'

কেনেথ অনুভব করলো, গলার কাছে কি যেন উঠে আসছে তার। কথা বলতে চাইলো, পারলো না।

'একজন সৈনিকের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য তার সেনাপতির নির্দেশ পালন করা,' বলে চললেন রাজা। 'তবু কেউ যদি সাধারণ একটা কুকুর সঙ্গে রাখার চেয়ে বড় কোনো অপরাধ করে বসে এবং তার পেছনে যদি সংগত কারণ থাকে, হয়তো তাকে ক্ষমা করা যায়।'

স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেললো স্কটিশ নাইট। দেখে মনে মনে হাসলেন রিচার্ড।

'মহানুভব, আমরা স্কটিশরা খুব দরিদ্র,' বললো নাইট। 'দেশ ছেড়ে এতদূরে এসেছি, সঙ্গে বিশেষ টাকা পয়সা নেই যে আপনার অন্যান্য বিত্তশালী সৈনিকদের মতো খাওয়া দাওয়া করবো। এই অবস্থায় মাঝে মাঝে যদি হরিণের শুকনো মাংস খেতে পারি আমাদের আঘাতগুলো আরো শক্তভাবে লাগবে আরবদের ওপর। এই ভেবেই কুকুরটা সঙ্গে রাখার অনুমতি চেয়েছিলাম লর্ড অভ গিলসল্যাণ্ড-এর কাছে।'

'হুঁ, সাহসী এবং কাজের লোকরা যদি করে এ ধরনের ছোটখাটো অপরাধ আমরা ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু, এ প্রসঙ্গ থাক আপাতত। যেটা জানার জন্যে তোমাকে ডেকেছি, স্যার নাইট, ভয়ঙ্কর মরু পেরিয়ে এঙ্গাদিতে গিয়েছিলে কেন? কার হুকুমে?'

'পবিত্র ক্রুসেডের সর্বোচ্চ মন্ত্রণা পরিষদের নির্দেশে আমি গিয়েছিলাম, মহানুভব,' জবাব দিলো নাইট।

'কি করে এমন নির্দেশ দেয় ওরা আমাকে—আমাকে কিছু না জানিয়ে?'

'আমি—আমি তা জানি না মহানুভব,' বিনীত ভঙ্গিতে বললো

নাইট। 'আমি ক্রুসেডের একজন সৈনিক, আপাতত আপনার পতাকাতলে আছি, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পেয়ে আমি গর্বিত বোধ করেছি। কাজটা আপনার অনুমতি নিয়ে দেয়া হয়েছে কি না জানার প্রয়োজন বোধ করিনি। তাছাড়া, এমনিতেই সর্বোচ্চ মন্ত্রণা পরিষদের নির্দেশ মানতে আমি বাধ্য।'

'হুঁ', তুমি ঠিকই বলেছো। দোষ যদি কেউ করে থাকে করেছে তোমাকে যারা পাঠিয়েছে তারা। কি খবর নিয়ে গিয়েছিলে?'

'সেটা, মহানুভব, যাঁরা আমাকে পাঠিয়েছিলেন তাদের জিজ্ঞেস করাই কি ঠিক হবে না?'

'তর্ক কোরো না, স্যার স্কট, যা জিজ্ঞেস করছি বলো। না হলে··· না হলে···।'

'না হলে যা খুশি করতে পারেন, মহানুভব, আমি ভয় করি না। এই ক্রুসেডে যখন যোগ দিয়েছি তখনই সব ভয়, দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলেছি মন থেকে। এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরবোই সে প্রতিজ্ঞা করে আমি আসিনি।'

'তোমার দুঃসাহসের প্রশংসা না করে পারছি না, নাইট, কিন্তু যা জানার সম্পূর্ণ অধিকার আছে আমার তা জানাবে না?'

চুপ করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো স্যার কেনেথ। তারপর বললো, 'ঠিক আছে, মহানুভব। পরে যা-ই ঘটুক আমি বলবো।··· তাহলে শুনুন, আমি গিয়েছিলাম শান্তির প্রস্তাব নিয়ে।'

'মানে? কি বলছো তুমি!' চিৎকার করে উঠলেন রাজা। 'আমি কানে ভুল শুনছি না তো!'

'না মহানুভব। আমাদের বাহিনী প্যালেস্টাইন ত্যাগ করবে। এঙ্গাদির পবিত্র সন্ন্যাসীর মাধ্যমে প্রস্তাবটা পাঠানোর কথা সালা-

দিনের কাছে। মহানুভব নিশ্চয়ই জানেন, সালাদিন এই সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা করেন।'

নাইটের শেষ কথাগুলো রাজার কানে ঢুকেছে কিনা বোঝা গেল না। আগের মতোই চিৎকার করে তিনি বললেন, 'এমন একটা অসম্মানজনক প্রস্তাব তুমি নিয়ে গেলে কি মনে করে?'

'আমি, মহানুভব, সরল বিশ্বাসে গিয়েছি। আমার ধারণা হয়েছিলো, আপনাকে আমরা হারাচ্ছি। ধারণা কেন বলি, এই মুসলমান চিকিৎসককে দেখার আগ পর্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিলো তা ই। আর আপনাকে ছাড়া এ যুদ্ধে জয়লাভ যে অসম্ভব এ সম্পর্কেও আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না। তাই আমি ভেবেছিলাম পরাজিত হওয়ার চেয়ে সন্ধি করা শ্রেয়।'

'কি শর্তে এই সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে?'

'আমি জানি না, মহানুভব। শর্ত সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলো আমি সন্ন্যাসীর কাছে পৌঁছে দিয়ে এসেছি, কিন্তু আমি ওগুলো পড়ে দেখিনি।'

'এই সন্ন্যাসী সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? বোকা, পাগল, প্রতারক, না সত্যিই জ্ঞানী?'

'আমার ধারণা সত্যিই উনি জ্ঞানী। তবে বোকার ভান করে থাকেন মুসলমানদের সম্মান ও আনুকূল্য পাওয়ার জন্যে।'

'বেশ চালাকের মতো জবাবটা দিয়েছো। আচ্ছা ওর রাজনৈতিক ভাবনা চিন্তা সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছো?'

'বিশেষ কিছু না। তবে যদ্দুর বুঝতে পেরেছি, প্যালেস্টাইনের নিরাপত্তা সম্পর্কে উনি হতাশ। সম্ভবত মহানুভবের অসুস্থতাই এই হতাশার কারণ।'

'তার মানে আমাদের এই অপদার্থ, কাপুরুষ রাজা- রাজকুমারদের মতই তাঁর মত ?'

'সত্যি কথা বলতে কি, মহামান্য রাজা,' বললো স্কটিশ নাইট, 'আমাদের এই আলোচনা আপনার অসুস্থতাই কেবল বাড়িয়ে তুলবে। আর তাতে লাভবান যদি কেউ হয় হবে আমাদের পরম শত্রু মুসলমানরা।'

'কথায় তুমি ওস্তাদ, স্যার নাইট। কিন্তু আমার হাত থেকে ছাড়া পাচ্ছো না। আরো কথা জানবার আছে আমার। এঙ্গাদিতে যখন ছিলে, আমার রানীকে দেখেছো ?'

'আমার জানা মতে—না, মহানুভব।'

'আমি জানতে চাইছি,' হঠাৎই অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠলো রাজার গলা, 'তুমি এঙ্গাদির ছোট্ট গির্জায় গিয়েছিলে কি না ?'

'গিয়েছিলাম, মহানুভব।'

'তুমি জানো ইংল্যাণ্ডের রানী বেরেঙ্গারিয়া তাঁর সহচরীদের নিয়ে ওখানে প্রার্থনা করতে গেছেন ?'

'এমন একটা কথা শুনেছিলাম। কিন্তু···।'

'ওঁদের সাথে দেখা হয়নি ?'

'মহানুভব, আমি সত্যি কথা বলবো—এঙ্গাদির গুহায় ছোট্ট একটা গির্জায় আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সন্ন্যাসী থিওডোরিক, সেখানে একদল শ্বেতবসনা নারীকে আমি দেখেছি। তাঁরা গির্জার পবিত্র সঙ্গীত গাইছিলেন। তাঁদের ভেতর ইংল্যাণ্ডের রানী ছিলেন কিনা আমি জানি না। সবারই মুখ ঢাকা ছিলো।'

'ওদের একজনকেও তুমি চিনতে পারোনি ?'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন স্যার কেনেথ।

'জবাব দাও, কেনেথ!' কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসলেন রিচার্ড। 'একজনকেও তুমি চিনতে পারোনি?'

'না, মহানুভব,' বললো কেনেথ, 'তবে—তবে আন্দাজ করেছিলাম।'

'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম।' হিংস্র হয়ে উঠেছে রাজার চেহারা। তারপর হঠাৎই সামলে নিলেন তিনি। বললেন, 'যা হবার হয়েছে, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, স্যার নাইট অভ দ্য লেপার্ড, সিংহের ঘরে হাত ঢুকিও না। ফলাফল শুভ না-ও হতে পারে।'

'জি, মহানুভব।'

বেরিয়ে এলো নাইট রাজকীয় তাঁবু ছেড়ে।

একটু পরেই ক্রুসেডের সর্বোচ্চ পরিষদের কয়েকজন সদস্য এলেন রিচার্ডের সাথে দেখা করতে। তাঁদেরকে তাঁবুর বাইরের অংশে দাঁড় করিয়ে রেখে রাজাকে সংবাদ দিতে এলো একজন ভৃত্য।

'শুনে খুশি লাগছে,' বললেন রিচার্ড। 'আমি যে এখনো বেঁচে আছি, তা তাহলে ওরা ভুলে যায়নি। কে কে এসেছে?'

'টেম্পল-এর নাইটদের গ্র্যাণ্ড মাস্টার আর মার্কুইস অভ মন্টসেরাত।'

'নিয়ে এসো।'

সাধারণ কুশল বিনিময় হলো প্রথমে। তারপর মার্কুইস অভ মন্টসেরাত জানালেন, তাঁরা এসেছেন রাজা ও রাজকুমারদের নিয়ে গঠিত ক্রুসেডের সর্বোচ্চ পরিষদের পক্ষ থেকে, তাঁদের সহৃদয় বন্ধু ইংল্যাণ্ডের বীর রাজার স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ খবর করার জন্যে।

গ্র্যাণ্ড মাস্টার অভ দ্য টেম্পলারস বললেন, 'শুনলাম আমাদের পরম শত্রু সালাদিন নাকি একজন চিকিৎসক পাঠিয়েছে আপনার

চিকিৎসার জন্যে ?'

'আমিও তাই শুনেছি,' বললেন রিচার্ড।

'নিশ্চয়ই আপনি ওকে আপনার চিকিৎসা করতে দিচ্ছেন না ?'

'যদি দেই আপনাদের আপত্তি আছে ?'

'হ্যাঁ, পরিষদ মনে করে, শত্রুপক্ষের এই লোকটাকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না।'

'বেশ বেশ, প্রিয় গ্র্যাণ্ড মাস্টার অভ দ্য নাইটস টেম্পলারস, প্রিয় মার্কুইস অভ মন্টসেরাত,' ঠোঁট বাঁকিয়ে একটু হাসলেন রিচার্ড, 'দয়া করে বাইরের তাঁবুতে যান। শিগগিরই আপনাদের আপত্তির জবাব পেয়ে যাবেন।'

মার্কুইস এবং গ্র্যাণ্ড মাস্টার বাইরের তাঁবুতে আসার কয়েক মিনিটের ভেতর হাজির হলেন আরব চিকিৎসক। সঙ্গে কেনেথ অভ স্কটল্যাণ্ড। রাজার তাঁবু থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যেতেই হাকিম ও ডি ভক্সের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গেছে। হাকিমকে ওর সঙ্গে পাঠিয়ে 'এক্ষুণি আসছি,' বলে কোথায় যেন গেছেন লর্ড অভ গিলসল্যাণ্ড।

'মুসলমান,' হাকিমকে দেখেই রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠলেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার, খ্রীষ্টান বাহিনীর সর্বাধিনায়কের চিকিৎসা করার মতো জ্ঞান ও সাহস তোমার আছে ?'

'আল্লাহর সূর্য,' জবাব দিলেন হাকিম, 'সত্য বিশ্বাসীদের ওপর আলো দেয়, খ্রীষ্টানদের ওপরও আলো দেয়। তেমনি তাঁর দাসের কাছেও, অন্তত চিকিৎসার ব্যাপারে খ্রীষ্টান মুসলমানে কোনো ভেদ নেই।'

'তোমার চিকিৎসায় যদি রাজা সুস্থ না হন,' আবার বললেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার' 'ঈশ্বর না করুন যদি তিনি মারা যান, বুনো ঘোড়ার

তলে তোমাকে পিষে মারা হবে তা জানো, হাকিম ?'

'না, জানি না। তা যদি করা হয় তাহলে বলতে হবে, আপনাদের বিচার একটু বেশি কড়া ধরনের। চিকিৎসা বিদ্যায় আমি যতই পারদর্শী হই না কেন, আমার ক্ষমতা তো সীমিত। আমি চেষ্টা করবো, কিন্তু বাঁচা মরা আল্লাহর হাতে।'

'বন্ধু গ্র্যাণ্ড মাস্টার,' এবার কথা বললেন মার্কুইস অভ মন্টসেরাত, 'একটা কথা বিবেচনায় রাখবেন দয়া করে, ও বিধর্মী, আমাদের খ্রীষ্টান নিয়ম কানুন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। জনাব, হাকিম, রাজার চিকিৎসা করার আগে আমাদের ডাক্তারদের কাছে তোমাকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে। যদি উত্তীর্ণ হও আমাদের কিছু বলার থাকবে না। না হলে…।'

'আপনাদের কথা আমি বুঝতে পারছি,' বাধা দিয়ে বলে উঠলেন আল হাকিম। 'এবার তাহলে আমার বক্তব্য শুনুন, আমার প্রভু মহান সালাহউদ্দিনের নির্দেশে আমি এই খ্রীষ্টান রাজার চিকিৎসা করতে এসেছি। আল্লাহ ও তাঁর নবীর নামে আমি সে নির্দেশ পালন করবো। যদি ব্যর্থ হই, আপনাদের তরবারি আছে, আমি মাথা পেতে দেবো তার নিচে।'

এই সময় দ্রুত পায়ে তাঁবুতে ঢুকলেন লর্ড ডি ভক্স। হাকিম ও স্যার কেনেথের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'কি ব্যাপার, এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছেন!' তারপর হঠাৎই যেন তাঁর চোখ পড়লো গ্র্যাণ্ডমাস্টার ও মার্কুইসের দিকে। 'ও, আপনারা এসেছেন! কিন্তু এখন যে আলাপ করার সময় নেই। হাকিমকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ,' বললেন কনরেড অভ মন্টসেরাত, 'রাজা বলেছেন, ও

যখন চিকিৎসা করবে আমরা তখন পাশে থাকবো।'

'থাকতে পারবেন একটা শর্তে,' ডি ভক্স বললেন, 'হাকিমের কোনো কাজে বাধা দিতে পারবেন না। যদি দেন আপনাদের পদমর্যাদার তোয়াক্কা করবো না আমি, বের করে দেবো তাঁবু থেকে। চলুন, আল হাকিম।'

ডি ভক্সের পেছন পেছন ভেতরের তাঁবুতে ঢুকলেন আরব চিকিৎসক। তাঁদের পেছন পেছন গ্র্যাণ্ডমাস্টার ও মার্কুইস। স্যার কেনেথের মনে হলো তারও অধিকার আছে ঢোকার, কারণ সে-ই নিয়ে এসেছে হাকিমকে। কিন্তু নিজের নীচু পদমর্যাদা ও ক্ষমতার কথা স্মরণ করে বাইরেই রইলো সে।

ওদের দেখে কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলেন রিচার্ড। 'আপনাদের জবাব নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন? গ্র্যাণ্ডমাস্টার ও মার্কুইসের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন। 'তা হলে আর দেরি কেন, হাকিম, কাজ শুরু করে দাও!'

'হ্যাঁ, আপনারা একটু সরে দাঁড়ান, আমি শুরু করছি।'

রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন চিকিৎসক। পরীক্ষা করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে, গভীর মনোযোগ দিয়ে রিচার্ডকে পরীক্ষা করলেন তিনি। নাড়ী ধরে দেখলেন, কপাল ছুঁয়ে দেখলেন, বুকের ওপর কান লাগিয়ে শুনলেন। দূরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে দেখছে তিন খ্রীষ্টান যোদ্ধা।

এরপর হাকিম ঝরনার শীতল পানি নিলেন একটা পেয়ালায়। কাপড়ের ভেতর থেকে সরু রূপার সূতা জড়ানো সেই ছোট্ট রেশমী থলেটা বের করে ডুবিয়ে দিলেন তাতে। চুপ করে অপেক্ষা করলেন কয়েক মিনিট। তারপর থলেটা তুলে যেখান থেকে বের করে-

ছিলেন সেখানে রেখে পেয়ালাটা এগিয়ে দিলেন রাজার দিকে।

'একটু দাঁড়াও, হাকিম,' বললেন রিচার্ড। 'তোমার হাতটা দাও তো—তোমার বিদ্যা আমিও একটু আধটু জানি।'

নির্দ্বিধায় হাত এগিয়ে দিলেন চিকিৎসক। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাঁর নাড়ী ধরে রইলেন রাজা। তারপর বললেন, 'ঘুমন্ত শিশুর মতো শান্তভাবে বইছে। না, এ হাত অসুস্থ একজন মানুষকে বিষ দিতে পারে না। ডি ভক্স, আমি বাঁচি আর মরি, পূর্ণ সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে বিদায় করবে হাকিমকে। আর আমাদের সবার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাবে মহান সালাদিনকে। যদি মারা যাই, তাঁর সদিচ্ছার প্রতি কোনো রকম সন্দেহ না রেখেই মরবো ; আর যদি বেঁচে থাকি, ওঁকে ধন্যবাদ জানাবো, মহৎ শত্রুরা পরস্পরকে যেমন জানায় তেমন।'

এরপর তিনি উঠে বসে পেয়ালাটা নিলেন হাকিমের হাত থেকে। এক চুমুকে খেয়ে নিলেন সবটুকু তরল পদার্থ। তারপর পেয়ালাটা হাকিমকে ফিরিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন আবার। যেন ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে গেছেন তরল পদার্থটুকু পান করতে গিয়ে।

ইশারায় গ্র্যাণ্ড মাস্টার ও মার্কুইসকে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন হাকিম। ডি ভক্স কিছুতেই যাবেন না তা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয়নি, তাই তাঁকে কিছু বললেন না। শুধু ফিস ফিস করে জানিয়ে দিলেন, 'একটাও শব্দ করবেন না।'

মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেও বিদায় নিলেন মার্কুইস ও গ্র্যাণ্ড-মাস্টার।

রাজকীয় তাঁবু থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুদূর নিঃশব্দে এগোলেন মার্কুইস অভ মন্টসেরাত ও গ্র্যাণ্ড মাস্টার অভ দ্য টেম্পলারস।

'বন্ধুর সাথে খোলাখুলি একটু আলাপ করবেন?' হঠাৎ নীরবতা ভাঙলেন মার্কুইস।

হাসলেন টেম্পলার। 'কোনো আপত্তি নেই। বলুন কি বলবেন।'

'সাগর ফুঁসে উঠে যদি আমাদের রাজকুমারদের সব অস্ত্রশস্ত্র ভাসিয়ে নিয়ে যেতো, কি ভালো যে হতো!'

'কেন কি লাভ হতো তাতে!'

'এই অহেতুক যুদ্ধ আর করতে হতো না। আপনি কি ভাবেন জানি না, আমার মনে হয় সালাদিনের হাত থেকে কোনোদিনই আমরা প্যালেস্টাইন উদ্ধার করতে পারবো না।'

'আমার কিন্তু মনে হয় ক্রুসেডাররা সফল হবে,' টেম্পলার বললেন। 'আবার জেরুজালেমের মাটিতে খাড়া হবে পবিত্র ক্রুশ।'

'হলোই বা, তাতে আপনার বা আমার কি লাভ?'

'কনরেড অভ মন্টসেরাত হয়তো কনরেড অভ জেরুজালেম

হবেন।'

'কোনো দরকার নেই, তার চেয়ে আমি আমার দেশের সাধারণ মার্কুইস থাকাই বেশি পছন্দ করবো। প্যালেস্টাইন জয় করায় বিন্দু-মাত্র উৎসাহ নেই আমার। কারণটা আমার চেয়ে আপনি ভালো জানেন, গ্র্যাণ্ডমাস্টার। যেদিন আমরা জিতবো সেদিনই আপনার, আমারও স্বাধীনতা, ক্ষমতা কমিয়ে দেবে রাজা রাজকুমাররা। ভাঙা বর্শার টুকরোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে আমাদের।'

'আপনার কথায় সত্যি যে একেবারে নেই তা বলবো না,' চতুর হেসে বললেন গ্র্যাণ্ডমাস্টার। 'কিন্তু বলুন তো, আসলে কেন আপনি ঐ উত্তুরে ইংরেজটাকে, মানে নাইট অভ দ্য লেপার্ডকে বেছে নিলেন শান্তি প্রস্তাব পাঠানোর জন্যে?'

'কারণ ছিলো। প্রথমত, সালাদিনের যে ধরনের লোক পছন্দ, আমার ধারণা ঠিক তেমন লোক ঐ কেনেথ। আর দ্বিতীয়ত, আমার বিশ্বাস এই শান্তি প্রস্তাবের ব্যাপারে রিচার্ডের কাছে মুখ খুলবে না ও। জানেন তো স্কটরা দু'চোক্ষে দেখতে পারে না খাঁটি ইংরেজদের?'

'হুঁ, বুদ্ধিটা আপনি ভালোই বের করেছিলেন,' বললেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার। 'কিন্তু খুব ভালো নয়। দেখতেই পাচ্ছেন, রিচার্ডকে সুস্থ করে তোলার জন্যে একজন ডাক্তার ধরে এনেছে সে। এখন যদি রিচার্ড সুস্থ হয়ে ওঠে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড হবে ভাবুন। শান্তির যে আশা আমরা করছি তা কতদূরে চলে যাবে! সুস্থ সবল রিচার্ডের কথা অমান্য করার দুঃসাহস দেখাবে ইউরোপের কোন রাজা বা রাজকুমার?'

'রাখুন, রাখুন! এই ডাক্তার রিচার্ডকে সুস্থ করে তুলতে

পারবেই এমন নিশ্চয়তা কে দিলো আপনাকে ? আর যদি পারেও রিচার্ড বিছানা থেকে নামার আগেই ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রিয়ার ভেতর গণ্ডগোল লাগিয়ে দেয়া যায় না ? রিচার্ড তাঁবুর বাইরে এসে আদেশ করবে, কে শুনবে তার আদেশ ? কেবল মাত্র ইংরেজ সৈনিকরা, আর কেউ নয়।'

থেমে দাঁড়িয়ে শঙ্কিত চোখে চারপাশে একবার তাকিয়ে নিলেন টেম্পলার। তারপর কনরেডের হাত চেপে ধরে ফিস ফিস করে বললেন, 'রিচার্ড বিছানা থেকে নামবে, আপনি তাই বলছেন ?—না, কনরেড, তা হতে দেয়া যায় না !'

'কি বলছেন আপনি !' চাপাকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন মার্কুইস। 'তার মানে রিচার্ডকে—ইংল্যাণ্ডের রাজা সিংহ হৃদয় রিচার্ডকে···?'

মাথা ঝাঁকালেন গ্র্যাণ্ডমাস্টার। 'হ্যাঁ। ও যেন বিছানা থেকে নামতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল মার্কুইসের মুখ। 'কিন্তু—কিন্তু সমস্ত ইউরোপ যে আমাদের ধিক্কার দেবে···!'

'বেশ, বেশ, তাহলে ভুলে যান,' শান্তকণ্ঠে বললেন গ্র্যাণ্ডমাস্টার। 'আমরা কেউ কিছু বলিনি। এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম, ঘুমের ভেতর আবোল তাবোল কিছু স্বপ্ন দেখেছি ; এখন জেগে উঠেছি ব্যস।'

এক মুহূর্ত ভাবলেন কনরেড অভ মন্টসেরাত। তারপর বললেন, 'আপনার প্রস্তাবটা আমার মাথায় থাকলো। কিন্তু তার আগে ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রিয়ার ভেতর গণ্ডগোলটা লাগাতে পারি কিনা দেখি।'

'দেখুন,' হালকা চালে বললেন গ্র্যাণ্ডমাস্টার। 'আমাকে এবার বিদায় নিতে হবে।'

নিজের তাঁবুর দিকে হাঁটতে শুরু করলেন গ্র্যাণ্ডমাস্টার অভ দ্য

টেম্পলারস। তাকিয়ে রইলেন মার্কুইস, ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল দীর্ঘ দেহটা।

'শয়তানকে জাগিয়ে দিয়েছি আমি,' মনে মনে বললেন কনরেড। 'তা নইলে গ্র্যাণ্ডমাস্টার অমন একটা কাজের কথা বলবেন কেন? আমি চাই এই ক্রুসেডের এখানেই ইতি হোক, তাই বলে অমন একটা কাজ?—উহুঁ।

এগারো

পরদিন দুপুর। ডিউক অভ অস্ট্রিয়ার সাথে খেতে বসেছেন মার্কুইস অভ মণ্টসেরাত। ক্রুসেডের ভবিষ্যৎ, রিচার্ডের স্বাস্থ্য, মুসলমান চিকিৎসক—এসব প্রসঙ্গে আলাপ হলো কিছুক্ষণ। তারপর রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠলো।

'আপনি যে রাজা রিচার্ডের শাসন মেনে নিচ্ছেন,' বললেন মণ্টসেরাত, 'এর পেছনে নিশ্চয়ই গূঢ় কোনো কারণ আছে। ঠিক বলিনি, মহামান্য ডিউক?'

'মেনে নিচ্ছি!' প্রায় হুংকার দিয়ে উঠলেন লিওপোল্ড অভ অস্ট্রিয়া। 'আমি অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক অর্ধেক দ্বীপের এক রাজার শাসন মেনে নিচ্ছি। আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? স্বাধীন ইচ্ছায় আমি এই ক্রুসেডে এসেছি, এখনো স্বাধীন আছি।'

'আমরা তো সেরকমই জানতাম। কিন্তু অবস্থা দেখে তো তা মনে…।'

'অবস্থা! ঠিক আছে, এবার নতুন অবস্থা হবে।' খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়ালেন লিওপোল্ড। 'আমার সৈনিকরা কই, ওঠো, এসো আমার সঙ্গে! আমরা—এক্ষুণি, এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে অস্ট্রিয়ার পতাকা উঁচুতে উড়িয়ে দেবো—এত উঁচুতে যেখানে অন্য কোনো রাজার বা দেশের পতাকা কখনো ওঠেনি।'

অস্ট্রীয় বাহিনীর সেনানায়করা এবং সমবেত অতিথিরা উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো। ডিউক লিওপোল্ডকে ঘিরে দাঁড়ালো তারা। দৃঢ় পায়ে তাঁবুর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ডিউক। একটা দণ্ডের মাথায় অস্ট্রিয়ার পতাকা উড়ছে সেখানে। পতাকাটা তুলে নিয়ে এগিয়ে চললেন তিনি খ্রীষ্টান শিবিরের মাঝামাঝি জায়গায় ছোট্ট পাহাড়টার দিকে, যেখানে আরেকটা উঁচু দণ্ডের মাথায় উড়ছে ইংল্যাণ্ডের পতাকা। হৈ-হৈ করতে করতে পেছন পেছন চললো অস্ট্রিয়ানরা। ইতিমধ্যে অন্যান্য দেশের সৈনিকরাও তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে হৈ-চৈ শুনে। বিস্ময় ও কৌতূহল মেশানো দৃষ্টিতে তারা দেখছে আর্চডিউক অভ অস্ট্রিয়ার কাণ্ড।

বীরদর্পে পাহাড়টার ওপর উঠলেন লিওপোল্ড। ইংল্যাণ্ডের পতাকাবাহী দণ্ডটা ধরলেন শক্ত হাতে, যেন এক্ষুণি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেবেন দূরে।

সময় হয়ে গেছে। আরব চিকিৎসকের পারদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যাবে আরেকবার। খুব শিগগিরই ঘুম থেকে জাগবেন সিংহ-হৃদয় রিচার্ড।

কাল রাতে ওষুধ খাওয়ার পর স্যার কেনেথের ভৃত্যের মতোই প্রশান্তির ঘুমে ঢলে পড়েছিলেন রিচার্ড। সে ঘুম ভাঙে শেষ রাতে। ডি ভক্সের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, অনেক ভালো বোধ করছেন। তখন হাকিম তাঁকে দ্বিতীয় পেয়ালা ওষুধ খাওয়ান, যেমন খাইয়েছিলেন স্যার কেনেথের সঙ্গীকে। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন রাজা। একটু পরেই ভাঙবে সে ঘুম।

দুপুরের নামাজ আদায় করলেন হাকিম। তারপর তাঁর জোব্বার ভেতর থেকে কিছু একটা বের করে ধরলেন রিচার্ডের নাকের সামনে। উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছেন ডি ভক্স। একটা দুটো করে বেশ কয়েকটা সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল। তারপর এক সময় লম্বা করে একটা শ্বাস টানলেন রাজা। চোখ মেললেন। চুপ করে কয়েক মুহূর্ত শুয়ে রইলেন, যেন মনে করার চেষ্টা করছেন, কোথায় আছেন, কি ঘটেছে। বিছানার কাছে ছুটে গেলেন ডি ভক্স। রাজার হাত দুটো চলে এলো চোখের কাছে। চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসলেন তিনি।

'কেমন বোধ করছেন, মহানুভব?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ডি ভক্স।

'কেমন আবার? যেমন আশা করেছিলাম তেমন। ডি ভক্স হাকিমের পারিশ্রমিক কত শোনো!'

'না, মহামান্য রাজা,' বললেন হাকিম, 'আমি পারিশ্রমিক নিয়ে চিকিৎসা করি না। আল্লাহ যে জ্ঞান আমাকে দিয়েছেন তা বিক্রি করার কোনো অধিকার আমার নেই। যে পবিত্র ওষুধ আপনাকে ভালো করে তুলেছে তার বিনিময়ে যদি আমি পয়সা নেই, সঙ্গে সঙ্গে এর গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।'

'আশ্চর্য মানুষ তুমি, হাকিম,' সবিস্ময়ে বললেন রিচার্ড। 'টমাস

ডি ভক্স, আমার মনে হয় এই মুসলমানের চরিত্র আমাদের সবার—, তোমার, আমার, আমাদের নাইটদের—সবার আদর্শ হওয়া উচিত।'

সলজ্জ একটু হাসি ফুটলো হাকিমের ঠোঁটে। বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

'এর চেয়ে বেশি আর কি পাওয়ার আছে আমার?' বললেন তিনি। 'রিচার্ডের মতো মহান রাজা যার প্রশংসা করেন তার আর কি চাইবার থাকতে পারে? কিন্তু, মহানুভব, এবার আপনাকে শুতে হবে আবার। আমার মনে হয় আর ওষুধ লাগবে না, তবে পুরো শক্তি ফিরে পাওয়ার আগ পর্যন্ত পূর্ণ বিশ্রামে থাকাই ঠিক হবে।'

'নিশ্চয়ই, হাকিম। তোমার আদেশ অমান্য করবো এতবড় সাহস কি আমার আছে?...কিন্তু,' কান খাড়া করলেন রিচার্ড। 'কিন্তু ও কিসের শব্দ? হৈ-চৈ, আনন্দের চিৎকার! দেখ তো, ডি ভক্স, কার এত ফূর্তি লাগলো।'

বেরিয়ে গেলেন টমাস ডি ভক্স। মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরে এলেন।

'আর্চডিউক লিওপোল্ড অভ অস্ট্রিয়া,' বললেন তিনি, 'মদের সঙ্গীদের নিয়ে মিছিল বের করেছেন।'

'হতভাগা মাতাল!' চেঁচিয়ে উঠলেন রাজা। 'ঘরের ভেতর আর কুলাচ্ছিলো না, এবার রাস্তায় নামতে হলো মাতলামি করার জন্যে?' এই সময় তাঁবুতে ঢুকলেন কনরেড অভ মন্টসেরাত। তাঁর দিকে ফিরে রিচার্ড যোগ করলেন, 'আপনি কি বলেন, স্যার মার্কুইস?'

'সত্যি কথা বলতে কি, মহানুভব, আমি কিছু বলতে চাই না। বলাটা আসলে ঠিক হবে না।' একটু বিশেষ গাম্ভীর্য নিয়ে কথাগুলো

বললেন মার্কুইস।

'মানে। এর ভেতর ঠিক, বেঠিক আসছে কোত্থেকে?'

'আসছে, মহানুভব, বুদ্ধিমান মানুষমাত্রই এখন নিরপেক্ষ থাকতে চাইবে।'

'কেন!'

'আর্চডিউক লিওপোল্ড শিবিরের মাঝখানের ঐ পাহাড় থেকে ইংল্যাণ্ডের পতাকা নামিয়ে অস্ট্রিয়ার পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন।'

'ডি ভক্স!' ভয়ঙ্কর এক চিৎকার করে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালেন রিচার্ড। আশ্চর্য দ্রুততার সাথে পোশাক পরতে পরতে বললেন, 'ডি ভক্স, আমি আদেশ করছি, আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে না। এখন যে আমাকে ঠেকাতে চাইবে সে রিচার্ডের বন্ধু নয়, হতে পারে না। হাকিম, কোনো কথা নয়। আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা কোরো না!'

পোশাক পরা শেষ। শেষ শব্দটা উচ্চারণ করতে করতে তাঁবুর খুঁটি থেকে তলোয়ারটা টেনে নিলেন তিনি। তারপর আর কিছু না বলে, আর কোনো অস্ত্র না নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তাঁবু থেকে।

ডি ভক্সও ছুটলেন রাজার পেছন পেছন। বাইরের তাঁবুতে এসে এক ভৃত্যকে ডেকে বললেন, 'এক্ষুণি দৌড়াও লর্ড স্যালিসবারির তাঁবুতে। সৈনিকদের নিয়ে তাড়াতাড়ি সেইন্ট জর্জ পাহাড়ে আসতে বলো। বলবে, খুব জরুরি। রাজার অসুখ রক্ত থেকে সরে মগজে ঠাঁই নিয়েছে।'

দু'তিন জন ভৃত্য নিয়ে ছুটলো লোকটা কাছের একটা তাঁবুর দিকে।

ইংরেজ সৈনিকরা তখন দুপুরের খাওয়া সেরে বিশ্রাম নিচ্ছে।

আচমকা হৈ-চৈ শুনে জেগে উঠে একে অন্যকে প্রশ্ন করতে লাগলো, কি ব্যাপার। কেউ সঠিক জবাব দিতে পারলো না, কেউ জানে না আসলে কি ঘটছে, তো জবাব দেবে কি। দু'এক জন বললো, আরবরা হামলা চালিয়েছে, এ তারই আওয়াজ। কেউ বললো, রাজার ওপর হামলা হয়েছে। কেউ বললো অসুস্থ রাজা মারা গেছেন। যারা ডিউক অভ অস্ট্রিয়ার কাণ্ড কারখানা দেখেছে বা শুনেছে তারা বললো, নিশ্চয়ই লিওপোল্ড হত্যা করেছে রিচার্ডকে। সব মিলিয়ে বিভ্রান্তিকর এক অবস্থা। কি করবে, কি করা উচিত, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

এই সময় কে একজন ধ্বনি দিয়ে উঠলো, 'জয় ইংল্যাণ্ড! ইংল্যাণ্ড জিন্দাবাদ!'

বিভ্রান্তিকর অবস্থাটা অনেকখানি প্রশমিত হলো। ইংরেজ সৈনিকরা সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'জয় ইংল্যাণ্ড! ইংল্যাণ্ড জিন্দাবাদ! রাজা রিচার্ড জিন্দাবাদ!'

এদিকে রিচার্ড, আলুথালু বেশে, বগল তলে তলোয়ার চেপে ধরে ছুটে চলেছেন সেইন্ট জর্জ পাহাড়ের দিকে। পেছনে কেবলমাত্র ডি ভক্স আর এক কি দু'জন রাজার ব্যক্তিগত সৈনিক।

নিজের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলো নাইট অভ দ্য লেপার্ড, কি ঘটছে। হঠাৎ দেখতে পেলো রাজাকে। তাঁর বিভ্রান্ত বেশবাস এবং ব্যস্ত ভাব চোখ এড়ালো না তার। এক লাফে তাঁবুর ভেতর ঢুকে কোনো মতে ঢাল এবং তলোয়ারটা তুলে নিয়েই ছুটলো ডি ভক্সের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে।

শিগগিরই সেইন্ট জর্জ পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেলেন রাজা। সেখানে তখন অনেক মানুষের ভীড়। বেশির ভাগই ডিউক অভ

অস্ট্রিয়ার লোক, অন্যান্য জাতির লোকেরাও আছে। তাদের ভেতর দিয়ে পথ করে ছুটে চললেন রিচার্ড চূড়ার দিকে।

ছোট্ট এক টুকরো সমতল জমি পাহাড়টার চূড়ায়। সেখানে পোঁতা রয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটো পতাকা দণ্ড। একটার মাথায় উড়ছে অস্ট্রিয়ার পতাকা, অন্যটার মাথায় ইংল্যাণ্ডের। দুই দণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন লিওপোল্ড অভ অস্ট্রিয়া স্বয়ং। এই সময় ঝড়ের মতো সেখানে হাজির হলেন রিচার্ড।

'কার এত বড় দুঃসাহস!' অস্ট্রিয়ার পতাকা দণ্ডটা ধরলেন তিনি। 'কে এই তুচ্ছ ন্যাকড়ার টুকরো ইংল্যাণ্ডের পতাকার পাশে উড়িয়েছে?'

'আমি,' যতখানি সম্ভব সবটুকু দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন আর্চ-ডিউক। 'আমি, অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক লিওপোল্ড।'

'তাহলে, আর্চডিউক লিওপোল্ড অভ অস্ট্রিয়া, এক্ষুণি দেখবে তোমার পতাকার কি মূল্য দেয় ইংল্যাণ্ডের রিচার্ড।'

অস্ট্রিয়ার পতাকাবাহী দণ্ডটা তুলে আনলেন তিনি। মাটিতে ফেলে পা দিয়ে চেপে ধরে টুকরো টুকরো করলেন দণ্ডটা, পতাকাটা খুলে দলে মুচড়ে মাড়িয়ে ধরলেন।

'দেখ সবাই,' আবার বললেন রিচার্ড, 'অস্ট্রিয়ার পতাকা আমার পায়ের তলে। উপস্থিত কোনো নাইটের সাহস আছে আমার কাজে দোষ ধরে?'

'আমি!' 'আমি!' 'আমি!' ডিউকের সমর্থকদের অনেকেই চিৎকার করে উঠলেন। ডিউক নিজেও গলা মেলালেন তাদের সাথে।

আর্ল অভ ওয়ালেনরোড, বিশালদেহী এক হাঙ্গেরীয় অভিজাত,

চিৎকার করে উঠলেন, 'তাহলে আর দেরি কেন, বন্ধুরা ? এই লোক আমাদের দেশের সম্মানকে পদদলিত করেছে, আমরা প্রতিশোধ নেবো না ? আসুন, ভায়েরা, মাতৃভূমির সম্মান আমরা পুনরুদ্ধার করি ! নিপাত যাক ইংল্যাণ্ডের অহঙ্কার !'

বলতে বলতে তলোয়ার কোষমুক্ত করে ছুটে গেলেন তিনি রিচার্ডের দিকে। ভয়ঙ্কর এক আঘাত হানলেন। সময় মতো স্যার কেনেথ নিজের ঢাল এগিয়ে দিয়ে আঘাতটা না ঠেকালে রিচার্ড হয়তো মারা যেতেন।

'আমি শপথ করেছিলাম,' ভয়ঙ্কর কিন্তু শান্ত কণ্ঠে বললেন রিচার্ড, 'যাদের কাঁধে ক্রুশের চিহ্ন থাকবে তাদের কখনো আঘাত করবো না। আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ করবো না, তুমি বেঁচে গেলে, ওয়ালেনরোড—কিন্তু আজীবন যেন রিচার্ডের নাম স্মরণ থাকে সে-জন্যে—!' বলতে বলতে বিশালদেহী হাঙ্গেরীয়কে কোমর ধরে মাথার ওপর তুলে ফেললেন তিনি। তারপর ছুঁড়ে দিলেন পেছন দিকে, এমন ভয়ঙ্কর শক্তিতে যে পাহাড়ের ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে পড়লেন আর্ল। সেখান থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেলেন পাদদেশে। মৃতের মতো পড়ে রইলেন সেখানে।

এতক্ষণে স্যালিসবারি তাঁর লোকদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সবার হাতে ঢাল, খোলা তলোয়ার। ভীড় ঠেলে সেইন্ট জর্জের চূড়ার দিকে আসছেন তাঁরা।

'টমাস অভ গিলসল্যাণ্ড !' চেঁচিয়ে উঠলেন রিচার্ড, 'এই পতাকার ভার আমি তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। ইংল্যাণ্ডকে রক্ষা কোরো।'

'আর তুমি,' কেনেথের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন তিনি,

'সাহসী স্কট, তোমার কাছে আমি ঋণী, আমি প্রতিদান দেবো। দুর্লভ সম্মানে সম্মানিত করবো তোমাকে। এই যে দেখ, ইংল্যাণ্ডের পতাকা সগর্বে মাথা তুলে আছে, পাহারা দাও একে। ভালোমতো পাহারা দাও। নড়বে না এর কাছ থেকে। কেউ যদি একে অপমানিত করতে চায় প্রাণ দিয়ে হলেও বাধা দেবে। নেবে তুমি দায়িত্ব?'

'খুশি মনে, মহানুভব। আপনি যে দায়িত্ব দিলেন তা যদি ঠিকমতো পালন করতে না পারি আমার প্রাণ আপনার।'

বারো

মাঝরাত। আকাশের পটে পূর্ণ চাঁদ উজ্জ্বল। স্নিগ্ধ রূপালি আলোয় প্লাবিত প্রকৃতি।

এমনি সময়ে কেনেথ অভ স্কটল্যাণ্ড দাঁড়িয়ে আছে সেইণ্ট জর্জ পাহাড়ের চূড়ায়, ইংল্যাণ্ডের পতাকার পাশে। চারপাশের প্রকৃতি ঘুমিয়ে আছে শান্ত জ্যোৎস্নার নিচে। পাহাড় থেকে সামান্য দূরে দীর্ঘ তাঁবুর সারি। তাঁবুগুলোর এক পাশ চাঁদের আলোয় চকচক করছে, অন্য পাশে ছায়া, অন্ধকার। দুই সারি তাঁবুর মাঝখানে সরু, লম্বা ফাঁকা জায়গা, জনশূন্য এক শহরের রাজপথের মতো চলে গেছে দূরে। পতাকা-দণ্ডের পাশে বসে আছে বিশাল এক কুকুর, রসওয়াল।

এই রাতে কেনেথের একমাত্র সাথী জন্তুটা।

রাজা রিচার্ডের নির্দেশ পালন করছে নাইট অভ দ্য লেপার্ড। ইংল্যাণ্ডের পতাকা, সম্মান পাহারা দিচ্ছে। নির্ঘুম চোখ। সতর্ক। মাঝে মাঝে পায়চারি করছে নাইট। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে কেউ আসে কিনা।

দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেল এভাবে। তারপর হঠাৎ ভয়ঙ্কর স্বরে ডাক ছেড়ে উঠলো কুকুরটা।

পায়চারি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো স্যার কেনেথ। পাহাড়ের অন্ধকার পাশটায় তাকাতেই দেখতে পেলো কিছু একটা গুঁড়ি মেরে উঠে আসছে সেখান দিয়ে।

'কে?' চিৎকার করে উঠলো সে। 'কে ওখানে?'

'দুনিয়ার তাবুৎ তন্ত্র-মন্ত্রওয়ালাদের দোহাই,' কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর জবাব দিলো, 'আপনার ঐ চতুষ্পদ শয়তানটাকে বাঁধুন আগে, নইলে আমি আর এক পা-ও এগোচ্ছি না।'

'কে তোমাকে এগোতে বলেছে? মরতে না চাইলে দূর হও এখান থেকে।'

বলতে বলতে দীর্ঘ বর্শাটা শক্ত হাতে চেপে ধরলো নাইট, ছুঁড়বার জন্যে তৈরি। এই সময় অন্ধকার থেকে চাঁদের আলোয় উঠে এলো ছোট দুর্বল একটা মূর্তি। চিনতে পারলো কেনেথ—এঙ্গাদিতে দেখা সেই দুই বামনের পুরুষটা। রসওয়ালের দিকে তাকিয়ে একটা ইশারা করলো সে। স্থির হয়ে বসে পড়লো কুকুরটা।

হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড়ের ওপর এসে দাঁড়ালো নেকতাবেনাস। ডান হাত বাড়িয়ে দিলো কেনেথের দিকে।

'যেখানে আছো সেখানেই থাকো,' বললো নাইট, 'আমি তোমাকে

সম্মান করি, জনাব নেকতাবেনাস। কিন্তু তাই বলে ভেবো না কাছে আসতে দেবো। এখানে একটা দায়িত্ব নিয়ে আছি আমি।'

'হয়েছে, হয়েছে, আপনার কাছে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই। একটা খবর দিতে এসেছি শুধু, আমাকে যাঁরা পাঠিয়েছেন এক্ষুণি তাঁদের কাছে যেতে হবে আপনাকে।'

'দুঃখিত, জনাব,' জবাব দিলো নাইট, 'পারছি না। সূর্যোদয়ের আগে এই পতাকার কাছ থেকে নড়ার উপায় নেই আমার। তোমাকে যাঁরা পাঠিয়েছেন তাঁদের গিয়ে বলো আমি ক্ষমা চেয়েছি।'

কিন্তু এত সহজে তাকে নিষ্কৃতি দিলো না বামন।

'শুনুন,' পথ আটকানোর ভঙ্গিতে স্যার কেনেথের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে, 'আমার সাথে চলুন, স্যার কেনেথ, না হলে এমন এক-জনের নাম করে আমি আপনাকে আদেশ করবো যাঁর সৌন্দর্য স্বর্গের দেবদূতদের টেনে নামাতে পারে পৃথিবীতে।'

অসম্ভব একটা ভাবনা উঁকি দিতে চাইলো নাইটের মনে। সেটাকে দমন করলো সে। তবু জবাব দেয়ার সময় গলাটা তার কেঁপে গেল, 'নেকতাবেনাস, রহস্য না করে পরিষ্কার বলো, যে মহিলার কথা বলছো সে কি এঙ্গাদিতে যাকে তোমার সাথে ঘর ঝাঁট দিতে দেখেছিলাম সে?'

'তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার যোগ্য এখনো হননি আপনি, জনাব নাইট।' তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করলো বামন। 'কিন্তু দেখুন তো, এই আংটিটা চেনেন কিনা?'

স্যার কেনেথের বাড়িয়ে দেয়া হাতে আংটিটা রাখলো নেকতাবে-নাস। চাঁদের অস্পষ্ট আলোতেও নাইট চিনতে পারলো। কি একটা যেন তোলপাড় করে উঠলো তার বুকের ভেতর। একবার

মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে আংটিটা দেখেছিলো তার হাতে, এবং ঐটুকু সময়েই মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিলো সেই হাত, সেই আংটি।

'পৃথিবীর যাবতীয় পবিত্র জিনিসের নামে জানতে চাইছি, নেকতাবেনাস,' সে বললো, 'কার কাছ থেকে এটা পেয়েছো তুমি?'

'আপনি বোকা, নাইট,' জবাব দিলো বামন। 'জানেন, আপনাকে যে সম্মান রাজা দিয়েছেন তা আসলে এক রাজকুমারীর দেয়া? রাজা কেবল রাজকুমারীর ইচ্ছাটা কাজে পরিণত করেছেন। সুতরাং, স্যার কেনেথ, আমি এই আংটির নামে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি, আমার সাথে চলুন এর মালিকের কাছে।'

'নেকতাবেনাস,' নরম হয়ে এসেছে নাইটের কণ্ঠস্বর, 'আমার হৃদয়েশ্বরী জানেন আমি এখানে আছি, কি দায়িত্ব পালন করছি? এই পতাকা পাহারা দেয়ার ওপর নির্ভর করছে আমার সম্মান, মর্যাদা। আমি এটা ছেড়ে যাই তা উনি চাইতে পারেন না।'

'আপনার বিশ্বাস নিয়ে আপনি থাকুন, আমি চললাম।' ঘুরে দাঁড়ালো বামন। 'আপনার হৃদয়েশ্বরী ডেকেছেন, যাওয়া না যাওয়া আপনার ব্যাপার।'

'দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো স্যার কেনেথ, 'উনি কি কোনো কাজে ডেকেছেন আমাকে, নেকতাবেনাস? সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না?'

'না, গেলে এক্ষুণি যাবেন। উনি যা বলেছেন হুবহু সেই কথাগুলো বলছি: "ওকে বলবে, যে হাত গোলাপ দিয়েছিলো সে হাত বিজয়ও দিতে পারে।"'

দ্রুত চিন্তা চলছে স্যার কেনেথের মাথায়।

'বুঝেছি, আপনি যাবেন না,' আবার বললো বামন। 'দিন তাহলে,

আংটিটা ফিরিয়ে দিন। ও আংটি স্পর্শ করার কোনো যোগ্যতা আপনার নেই।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, নেকতাবেনাস, ভাবতে দাও।'

'যাবো আর আসবো,' মনে মনে বললো নাইট। 'ওর পায়ে ধরে আমি বলবো, আজ রাতটার জন্যে যেন ক্ষমা করে।'

'নাহ্, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।' অস্থির হয়ে উঠেছে বামন। 'দিন, দিন, আংটিটা দিন।'

ওর কথার কোনো জবাব না দিয়ে নাইট চিৎকার করলো, 'রসওয়াল! এখানে থাকো। কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিও না। আমি আসছি।'

বিরাট কুকুরটা প্রভুর মুখের দিকে তাকালো। তারপর শান্ত-ভাবে বসে পড়লো পতাকা-দণ্ডের পাশে। কান দুটো খাড়া, প্রহরীর মতো।

'চলো, নেকতাবেনাস,' বললো নাইট। 'পা চালিয়ে চলো; এক্ষুণি ফিরতে হবে আমাকে।'

ছোট ছোট পায়ে কুট কুট করে চলতে শুরু করলো বামন।

পাহাড় থেকে নেমে কয়েক পা এগোনোর পরই স্যার কেনেথ খেয়াল করলো তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না নেকতা-বেনাস। অস্থির হয়ে বামনটাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে সে ছুটলো তার সর্বোচ্চ গতিতে। কোন দিকে যেতে হবে বলে দিলো বামন। একটু পরেই রানীর তাঁবুর কাছে পৌঁছুলো ওরা। নেকতাবেনাসকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে প্রশ্নবোধক চোখে তাকালো নাইট।

নিঃশব্দে তাকে পথ দেখিয়ে বিরাট তাঁবুটার উল্টো পাশে নিয়ে গেল বামন। তাঁবুর নিচের দিকের কাপড় উঁচু করে ইশারা করলো

ভেতরে ঢোকার। কোনো কথা না বলে গুঁড়ি মেরে ঢুকে গেল কেনেথ। কাপড়টা ফেলে দিয়ে বাইরে থেকে ফিস ফিস করে উঠলো বামন, 'আমি যতক্ষণ না ডাকি, এখানেই থাকুন।'

তেরো

কয়েক মিনিট অন্ধকারে একা বসে রইলো স্যার কেনেথ। তারপরই খচ খচ করতে লাগলো তার মনের ভেতর, কর্তব্য ফেলে আসা উচিত হয়নি, তবু এতদূর এসে লেডি এডিথের সাথে দেখা না করে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারলো না সে।

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। তেমনি বসে আছে নাইট। এর ভেতর ফিরে যাওয়ার ভাবনা উঁকি দিতে শুরু করেছে মনে। এমন সময় নারী কণ্ঠের ফিস ফিস কথা, খিল খিল হাসি। বড় তাঁবু-টার ভেতর ছোট ছোট কয়েকটা তাঁবু। বড় তাঁবুটা অন্ধকার, কিন্তু ছোটগুলোর ভেতর আলো জ্বলছে। ছোট তাঁবুগুলোর একটা থেকেই এসেছে হাসি, কথার শব্দ। নাইটের বুঝতে অসুবিধা হলো না, তার এবং নারীকণ্ঠের মালিকদের মাঝে তাঁবুর কাপড়টাই শুধু ব্যবধান। আলোকিত তাঁবুর গায়ে অনেকগুলো ছায়া, নারীদেহের। কয়েকটা বসে আছে, হেঁটে বেড়াচ্ছে কয়েকটা।

'ডাকো, ডাকো ওকে,' বললো একটা কণ্ঠস্বর, তারপর খিল খিল হাসি। 'নেকতাবেনাস, এবার তোমার পদোন্নতির ব্যবস্থা করবো, যাও ডেকে আনো ওকে।'

বামনের গলা শোনা গেল, কিন্তু স্যার কেনেথ বুঝতে পারলো না সে কি বললো।

আবার আগের সেই কণ্ঠস্বর, 'এই তো এসে গেছে লেডি এডিথ।'

নতুন একটা ছায়া দেখতে পেলো নাইট তাঁবুর কাপড়ের ওপর।

'এত রাতেও,' এডিথের কণ্ঠস্বর, 'মহামান্য রানীর মনে বেশ ফূর্তি দেখতে পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, ননদিনী,' রানী বেরেঙ্গারিয়া বললেন, 'তুমি বাজিতে হেরে গেছ, কথাটা না জানিয়ে ঘুমাতে যেতে পারছিলাম না।'

'বাজি!' বললো এডিথ, 'সেই বিশ্রী প্রসঙ্গটা এখনো টেনে নিয়ে চলেছেন, আশ্চর্য! আমি কোনো বাজি ধরিনি, আপনিই জোর করে আমাকে দিয়ে ধরাতে চাইছিলেন।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও নাইট অভ দ্য লেপার্ডকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে আনা যাবে না একথার ওপর তুমি বাজি ধরোনি?'

'দেখুন, আপনার মুখের ওপর এমন একটা কথা বলা একটু শক্ত আমার পক্ষে, তবু বলছি, আমি নই, আপনিই অমন একটা বাজির প্রস্তাব করেছিলেন। আমি রাজি হইনি, এই ভদ্রমহিলারা তার সাক্ষী। এমন একটা বিষয়ে বাজি ধরা আমার সঙ্গত মনে হয়নি, তবু আপনি জোর করে আমার হাত থেকে আংটিটা নিয়ে নিয়েছি-লেন।'

'কিন্তু, লেডি এডিথ,' এবার অন্য একটা কণ্ঠস্বর, 'এই নাইট

অভ দ্য লেপার্ডের বীরত্বের প্রশংসায় তুমি পঞ্চমুখ এ কথা অস্বীকার করতে পারবে ?'

'তার অর্থ এই নয়,' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে এডিথ বললো, 'আমি ঐ বাজি ধরেছি। আর দশজনের মতো আমিও এই নাইটের প্রশংসা করেছি, তাতে কি এমন হয়েছে ?'

'আমাকে আর ক্যালিসটাকে কোনো দিন ক্ষমা করতে পারবে না লেডি এডিথ,' আরেকটা কণ্ঠস্বর হে-হে করে হাসতে হাসতে বললো। 'কারণ কি জানেন রানীজি ? এঙ্গাদিতে ও দুটো গোলাপ ফেলেছিলো, সেকথা আমরা আপনাকে বলে দিয়েছি যে।'

'এই সব অর্থহীন প্রলাপ ছাড়া আর কিছু বলার না থাকলে, মহামান্য রানী, আমাকে বিদায় দিন।' গম্ভীর, একটু প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এডিথের।

'ফ্লোরাইস, তুমি চুপ করো তো,' ধমক দিলেন রানী। 'এডিথ, আজ এত কথায় কথায় রেগে যাচ্ছো কেন ? তোমার স্বভাব তো এমন নয়। রাজার অসুখ বলে এতগুলো দিন মুখ ভার করে কাটালাম, আজ একটু প্রাণ খুলে হাসতে চাইছি, তা তুমি দেবে না ?'

'কে বারণ করেছে আপনাকে হাসতে ? আমি দরকার হলে সারা জীবন হাসবো না, তবু—।'

থেমে গেল এডিথ। কি ভীষণ বিরক্ত বোধ করছে ও বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না স্যার কেনেথের।

'ঠিক আছে, তোমার যখন পছন্দ নয় আমরা হাসবো না,' না ছোড়বান্দার মতো বললেন রানী বেরেঙ্গারিয়া। 'কিন্তু এতে দোষটা কোথায় বলবে তো ? সুন্দরী নারীর লোভ দেখিয়ে যদি তরুণ এক নাইটকে কিছুক্ষণের জন্যে কাজ থেকে সরিয়ে আনা হয়

কি এমন ক্ষতি হয়ে যাবে, আমি তো বুঝতে পারছি না।'

'কোনো ক্ষতিই হবে না,' ফ্লোরাইস যে মহিলার নাম সে বলে উঠলো।

'আমারও তাই ধারণা,' বললেন রানী। 'সেজন্যেই আমাদের নেকতাবেনাসকে পাঠিয়েছিলাম, তোমার নাম করে ডেকে আনবে নাইটকে।'

'ওহ্ ঈশ্বর! নিশ্চয়ই আপনি ঠাট্টা করছেন, রানী!' আকুল কণ্ঠে বললো এডিথ। 'না, এ সত্যি হতেই পারে না। বলুন, মহামান্য রানী, যা বললেন, সত্যি নয়!'

'আমার জিতে নেয়া আংটি তুমি দিতে চাইছো না, লেডি এডিথ,' অপ্রসন্ন রানীর কণ্ঠস্বর। 'ঠিক আছে, তোমার জিনিস তোমাকে ফিরিয়ে দেবো। আমি একটু মজা করতে চাইছিলাম, তুমি দিলে না করতে।'

'মজা!' এবার আর রাগ সামলাতে পারলো না এডিথ। 'মজা! আশ্চর্য! ইংল্যাণ্ডের রানী মজা করছে তাঁর স্বামীর আত্মীয়ার সম্মান নিয়ে খেলা করে! এতে যদি আসলে কেউ মজা পায় তো পাবে মুসলমানরা!'

'তুমি রেগে গেছ, এডিথ,' বললেন রানী। 'অবশ্য রাগবারই কথা, সবচেয়ে পছন্দের আংটিটা বেহাত হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে বাবা, তোমার আংটি তোমারই থাকবে, খালি নাইট আগে এসে নিক...।'

'না, না, রানীজি,' তাঁবুর গায়ে ছায়া দেখে স্যার কেনেথ বুঝতে পারলো, রানীর পায়ে পড়েছে মেয়েটা, 'অমন কাজ করবেন না! পবিত্র ক্রুশের নামে বলছি, দুনিয়ার সব পবিত্র সন্ন্যাসীর দোহাই

দিয়ে বলছি, অমন কাজ করবেন না। রাজা রিচার্ড'কে আপনি চেনেন না: ক'দিন আগে মাত্র আপনাদের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু আমি চিনি, উনি আমার চাচার ছেলে, ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, সেনাবাহিনীর কারো কোনো অপরাধ, সে যত ছোটই হোক ক্ষমা করেন না উনি। সত্যিই বলছি, রানীজি, এই নিরপরাধ নাইটকে ছেড়ে দিন।'

'ঠিক আছে, এডিথ,' রানী বললেন, 'তোমাদের কথাই থাকবে, এখন ওঠো তো। এক্ষুণি আমি নেকতাবেনাসকে পাঠাচ্ছি, নাইটকে বলে আসবে, তার আর আসার দরকার নেই। আমার মনে হয় আশেপাশের কোনো তাঁবুতে ওকে লুকিয়ে রেখে এসেছে বামন।'

'না, মহামান্য রানী,' সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলো নেকতাবেনাস, 'আশেপাশে না, এই তাঁবুর পাশেই লুকিয়ে রেখে এসেছি তাঁকে।'

'কি বলছিস তুই!' ভয়ার্ত স্বরে চিৎকার করলেন রানী। 'মানে আমাদের সব কথা শুনেছে? ওহ ঈশ্বর! দূর হয়ে যা, হতভাগা বামন!'

রানীর অগ্নিমূর্তি দেখে ছুটে পালালো নেকতাবেনাস তাঁবু ছেড়ে।

'এবার?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন রানী। 'এবার আমরা কি করবো, এডিথ?'

'যা করার তাই,' দৃঢ় কণ্ঠে বললো এডিথ। 'এই ভদ্র লোকের সাথে দেখা করে তাঁর দয়ার ওপর ছেড়ে দিতে হবে নিজেদের।'

বলতে বলতে একটা পর্দার দড়ি ধরে টান দিলো সে।

'ঈশ্বরের দোহাই, এডিথ, থামো,' চিৎকার করে উঠলেন রানী। 'একটু বিবেচনা করো! আমার তাঁবু···আমাদের পোশাক···এত

রাত···আমার সম্মান।'

কিন্তু তার আগেই খুলে ফেলেছে এডিথ পর্দাটা। এখন আর কোনো আবরণ নেই সশস্ত্র নাইট আর রাজকীয় রমণীদের ভেতর।

বসে ছিলো, উঠে দাঁড়ালো স্যার কেনেথ। তারপর জমে গেল যেন।

'তাড়াতাড়ি করুন, নাইট!' চেঁচিয়ে উঠলো এডিথ। 'এক্ষুণি আপনার জায়গায় চলে যান। কোনো প্রশ্ন করবেন না দয়া করে। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আপনাকে বোকা বানানো হয়েছে।'

'হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, আর প্রশ্ন করারও কোনো দরকার নেই।' এক হাঁটু গেড়ে বসলো নাইট।

'আপনি সব শুনেছেন?'

মাথা ঝাঁকালো স্যার কেনেথ।

'ও ঈশ্বর! তাহলে আর দেরি করছেন কেন? প্রতিটা মিনিট যাচ্ছে আর অসম্মানের বোঝা ভারি হয়ে উঠছে!'

'হ্যাঁ, আমি শুনেছি, আমাকে অসম্মান করা হয়েছে। আপনার মুখ থেকেই শুনেছি, তবু একটা জিনিস আমি চাইবো আপনার কাছে, তারপর দেখবো রক্তস্নানে অসম্মানের পরিশুদ্ধি হয় কিনা।'

'না না, আপনি আর দেরি করবেন না। আমি মিনতি করছি, এখনও যদি আপনি চলে যান সব হয়তো ঠিকঠাক থাকবে।'

এখনো হাঁটু গেড়ে আছে নাইট। বললো, 'আপনার কাছ থেকে একটা—মাত্র একটা কথা শোনার আশায় আমি এখনো বসে আছি—যদি কখনো প্রয়োজন হয় আমার ক্ষুদ্র সেবার মূল্য দিতে দ্বিধা করবেন না, বলুন।'

'আচ্ছা আচ্ছা। আজ যদি কিছু ঘটে আপনার, আমার কার-

ণেই···। কিন্তু যান আপনি। ঠিক আছি, আপনার—আপনার মূল্য দেবো—প্রতিটা সাহসী ক্রুসেডারকে যেমন দেই—দয়া করে যান এখন।'

উঠে দাঁড়ালো কেনেথ। নিষ্পলক চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো এডিথের দিকে। মাথা অনেকখানি নুইয়ে সম্মান জানালো, তারপর ছুটলো সেইন্ট জর্জ পাহাড়ের দিকে।

তাঁবুর বাইরে আসতেই অস্পষ্ট একটু কুকুরের গর্জন ভেসে এলো তার কানে সেইন্ট জর্জের পাহাড়ের দিক থেকে। তারপরই একটা তীব্র আর্তনাদ। মানুষের না জন্তুর ঠিক বুঝতে পারলো না নাইট।

প্রাণপণে দৌড়ে সেইন্ট জর্জের ঢালে পৌঁছলো স্যার কেনেথ। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর উঠে এলো চূড়ায়। তারপর দেখলো নেই ইংল্যাণ্ডের পতাকা। দণ্ডটা কয়েক টুকরো হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, আর তারই পাশে বিচ্ছিরি ভঙ্গিতে শুয়ে আছে রসওয়াল। রক্তাক্ত। বাঁচবে কিনা কেউ বলতে পারে না।

চোদ্দ

কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো স্যার কেনেথ। কে হামলা চালালো ইংল্যাণ্ডের পতাকার ওপর? তারপরই সম্বিত ফিরে পেয়ে দ্রুত একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলো, ঝুঁকে পাহাড়ের

অন্ধকার পাশগুলো দেখলো, কাউকে নজরে পড়লো না। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন দুষ্কৃতকারীগুলো। দূরে তাঁবুর সারির দিকে তাকালো, কোনো রকম অস্বাভাবিকতা নেই। অবশেষে বিশ্বস্ত রস-ওয়ালের পাশে বসলো নাইট। মরণাপন্ন জন্তুটার গা স্পর্শ করলো। করুণ স্বরে মৃদু একটা আর্তনাদ করে প্রভুর মুখের দিকে তাকালো রসওয়াল। যন্ত্রণা নয়, কোনো অভিযোগ নয়, প্রভুকে কাছে পাওয়ার আনন্দ চক চক করছে চোখ দুটোয়। বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো নাইটের। নিজের অজান্তেই অশ্রু নামলো দু'চোখ থেকে। ঝুঁকে কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলো সে।

একটু পরেই শান্ত, গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো পেছন থেকে। 'দুঃখ হলো বর্ষার মতো—ঠাণ্ডা, কষ্টদায়ক। মানুষ, পশু সবার জন্যেই। যদিও ঐ ঋতুর গর্ভেই লুকিয়ে থাকে ফুল ও ফল।'

মুখ ঘুরিয়ে তাকালো স্যার কেনেথ। দেখলো ওর সামান্য পেছনে আসনপিড়ি হয়ে বসে আছেন আরব চিকিৎসক। কখন এসেছেন, কখন বসেছেন কিছু টের পায়নি নাইট। অসাবধানতা শুধু নয়, দুঃখে মেয়েমানুষের মতো বিহ্বল হয়ে পড়েছিলো বলে লজ্জা পেলো সে মনে মনে। হাকিম বোধহয় ভাবলেন খ্রীষ্টান যোদ্ধারা সব এমনি ছিচকাঁদুনে। আবার ফিরলো সে মৃত্যুপথযাত্রী রসওয়ালের দিকে।

'দেখি, আমি একবার ওকে পরীক্ষা করে দেখি,' বললেন চিকিৎসক।

নিঃশব্দে একপাশে একটু সরে গেল নাইট, বসা অবস্থায়ই সামান্য এগিয়ে এলেন হাকিম। গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগলেন কুকুরটার ক্ষত। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতেও দ্বিধা করলেন

না। যেন প্রাণীটা কুকুর নয় মানুষই। এরপর জোব্বার ভেতর থেকে একটা যন্ত্রপাতির বাক্স বের করলেন তিনি। ছোট একটা যন্ত্র নিয়ে সাবধানে রসওয়ালের আহত কাঁধ থেকে বের করে আনলেন একটা অস্ত্রের ভাঙা টুকরো।

'বোধহয় একে ভালো করে তোলা যাবে,' অবশেষে বললেন হাকিম। 'অবশ্য সেজন্যে একে আমার তাঁবুতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে। ভয়ের কিছু নেই, কুকুর ও ঘোড়ার চিকিৎসায়ও আমি মোটামুটি পটু।'

'অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই,' রুদ্ধ কণ্ঠে বললো নাইট। 'যদি মনে করেন ভালো করে তুলতে পারবেন, নিয়ে যান। ভালো হলে আপনি রেখে দেবেন। আমার অসুস্থ সঙ্গীর চিকিৎসা করেছেন বলে আপনাকে কিছু দেয়া উচিত আমার। কিন্তু কি দেব? কুকুরটা ছাড়া তো আর কিছু নেই আমার। ও যখন থাকবে না, হয়তো আমি আর শিকার করতে পারবো না—তা না পারি, আপনি ওকে নিয়ে নেবেন।'

কোনো জবাব দিলেন না হাকিম, দু'হাতে একটা ইশারা করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকায় দু'জন ক্রীতদাস যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হলো। আরবীতে কিছু নির্দেশ দিলেন তাদের চিকিৎসক। জবাব এলো, 'এক্ষুণি করছি, জনাব।' তারপর দু'জনে মিলে ধরাধরি করে নিয়ে চললো কুকুরটাকে। খুব একটা বাধা দিলো না রসওয়াল, সে শক্তিও তার নেই। কেবল মুখ ঘুরিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো প্রভুর মুখের দিকে।

'যা তাহলে, রসওয়াল,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো নাইট। 'যা। তুই আমার শেষ বন্ধু ছিলি, তুইও চলে যা। উহ্, কেন যে

তোর এই অবস্থা আমার হলো না, আমারই তো প্রাপ্য ছিলো এ আঘাত।'

'দেখুন, নাইট,' হাকিম বললেন, 'পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী তৈরি হয়েছে মানুষের সেবার জন্যে। মানুষ দুনিয়ার বাদশাহ। এই মানুষ যখন কোনো ইতর প্রাণীর বদলে নিজের কাঁধে দুঃখ টেনে নিতে চায় তখন সে শুধু ভুল নয়, রীতিমতো অপরাধ করে।'

'আমি মানি না এ কথা। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যে কুকুর মারা যায় সে মানুষের চেয়েও মহৎ।' একটু উত্তপ্ত শোনালো নাইটের গলা। 'কিন্তু, এ কথা আপনাকে শুনিয়ে লাভ কি? আত্মার ক্ষত সারানোর ক্ষমতা তো আপনার নেই।'

'কে বললো নেই? রোগী যদি তার সমস্যার কথা খোলাখুলি বলে আর চিকিৎসকের কথা মেনে চলে তাহলে মনের ক্ষতও আমি সারিয়ে তুলতে পারি।'

'তাহলে শুনুন,' বললো নাইট, 'কাল রাতে ইংল্যাণ্ডের পতাকা উড়ছিলো এই পাহাড়ের ওপর। আমি ছিলাম পাহারায়। আর এখন—ভোর হচ্ছে—ঐ যে পড়ে আছে পতাকার দণ্ড, ভাঙা। পতাকাটা উধাও—কিন্তু আমি এখানে বসে আছি, এখনো জীবিত!'

'হুঁ, আপনার সমস্যাটা একটু কঠিনই বটে।' চুপ করে কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন হাকিম। তারপর ধীর কণ্ঠে বললেন, 'প্রবল ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্যে মানুষ পালায়—সাহসী লোকেরাও পালায়। আপনিও পালাতে পারেন। রিচার্ডের ক্রোধ থেকে পালিয়ে সালাহ-উদ্দিনের বিজয়ী পতাকার ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারেন অনায়াসেই।'

'মুসলমানদের শিবিরে গিয়ে আমার লজ্জাকে হয়তো লুকোতে পারবো; কিন্তু—কিন্তু কতক্ষণ? তার চেয়ে আমি যদি মুসলমান হয়ে

যাই ? এখানে সম্মান না পেলেও ওখানে পাবো।'

'শুনুন, খ্রীষ্টান,' একটু কঠোর শোনালো হাকিমের গলা, 'আল্লাহ ও তাঁর নবীর আইন যে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে না তাকে আমাদের ধর্মে দীক্ষা দেন না সালাহউদ্দিন।'

'সেক্ষেত্রে মুখে চুন কালি মাখা ছাড়া উপায় নেই আমার। উহ্, কি করে আমি মুখ দেখাবো সিংহ-হৃদয় রাজার কাছে ?'

'তার মানে আপনি পালাচ্ছেন না ?'

'বোধহয় না।'

'ভালো কথা,' বললেন হাকিম। 'আপনার যা ইচ্ছা তা-ই করবেন। তবে আমার মনে হয় গেলেই ভালো করতেন। মহান সালাহউদ্দিনের উপর আমার কিছু প্রভাব আছে। আমার কথা সাধারণত তিনি ফেলেন না। আমি সুপারিশ করলে মুসলমান শিবিরে আপনার কোনো অসুবিধে হতো না।'

চুপ করে রইলো নাইট।

'যাকগে, আপনার ব্যাপার আপনিই বুঝবেন,' আবার বললেন হাকিম। 'কিন্তু একটা কথা বলুন তো, স্যার কেনেথ, আপনাদের রাজা রাজপুত্রদের কাছ থেকে যে চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন মহান সালাহউদ্দিনের কাছে তার পুরো অর্থ আপনি জানেন ?'

'না। জানার প্রয়োজনও নেই,' অস্থির কণ্ঠে জবাব দিলো নাইট। 'আজ রাতের মধ্যে আমার মৃত্যু হবে চরম অসম্মানের ভেতর দিয়ে। এখন আর ওসব কথা জেনে কি লাভ আমার ?'

'না, না, নাইট, অত হতাশ হবেন না। আপনি যা আশঙ্কা করছেন তেমন কিছু হয়তো ঘটবে না।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন হাকিম। তারপর বললেন, 'আপনাদের রাজা রাজপুত্ররা এক জোট

হয়ে যে শান্তি-প্রস্তাব দিয়েছেন, অন্য সময় হলে হয়তো সেটা গ্রহণ করতেন সালাহউদ্দিন। কিন্তু এখন সম্ভব নয়। স্যার নাইট, একটা কথা বলি, আপনি যে প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন তার আগে আরো একাধিক প্রস্তাব পেয়েছেন সালাহউদ্দিন। বিচ্ছিন্ন ভাবে দু'-তিন জন রাজা নিজের নিজের দায়িত্বে প্রস্তাবগুলো পাঠিয়েছেন। তাঁদের প্রস্তাবের ধরন শুনবেন?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে স্যার কেনেথ মুসলমান চিকিৎসকের দিকে। কোনো জবাব যোগাচ্ছে না তার মুখে। এ-ও কি সম্ভব?

'তাঁরা প্রস্তাব দিয়েছেন, সালাহউদ্দিনের আনুকূল্য পেলে তাঁরা তাঁদের বাহিনীকে রিচার্ডের বাহিনী থেকে আলাদা করে ফেলবেন। তাঁদের মতে এই যুদ্ধ অর্থহীন। তাঁরা দেশে ফিরে যেতে চান, কেবল রিচার্ডের একগুঁয়েমির জন্যেই নাকি পারছেন না। একজন তো আরো অনেক দূর এগিয়েছেন। তিনি প্রয়োজন বোধে মুসলমানদের পক্ষ হয়ে লড়তেও রাজি।'

স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছেন স্যার কেনেথ হাকিমের দিকে। এ কি শুনছেন তিনি? এজন্যেই কি প্রাণ বাজি রেখে পবিত্র নগরী উদ্ধার করতে এসেছিলেন?

'কিন্তু এসব প্রস্তাবের একটাও গ্রহণ করেননি সালাহউদ্দিন,' বলে চললেন হাকিম। 'করবেনও না। একমাত্র সিংহ-হৃদয় রিচার্ডের কাছ থেকে কোনো প্রস্তাব এলে তিনি গ্রহণ করতে পারেন। রিচার্ডকে তিনি কতটা সুবিধা দিতে রাজি শুনলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। জেরুজালেম এবং খ্রীষ্টানদের অন্যান্য সব পবিত্র স্থানে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বেড়ানোর সুযোগ দেবেন। খ্রীষ্টান সৈনিকদের প্যালেস্টাইনের সবচেয়ে সুরক্ষিত ছ'টা নগরীতে ঢুকতে দেবেন,

এমন কি জেরুজালেমেও। শর্ত একটাই, রিচার্ডের সেনাপতি, সেনাধ্যক্ষদের অধীনে থাকতে হবে তাদের।

'আরো আছে। আপনার কাছে আশ্চর্য মনে হতে পারে, স্যার নাইট, রাজা রিচার্ডকে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে ফেলতে চান সালাহ-উদ্দিন। তাহলে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের ভেতর যে শান্তি স্থাপিত হবে এই দুই রাজার একজনও যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিনে আর তা ভাঙবে না।'

'কিভাবে তা সম্ভব!?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো স্যার কেনেথ।

'রাজা রিচার্ডের সাথে রক্তের সম্পর্ক আছে এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করবেন সালাহউদ্দিন।'

'হাঁ! আপনার সুলতান পাগল হয়ে গেছেন, হাকিম। সাধারণ একটা খ্রীষ্টান মেয়েকেও তো কেউ মুসলমানের সাথে বিয়ে দেয়ার কথা ভাববে না, আর উনি চাইছেন রাজা রিচার্ডের আত্মীয়াকে বিয়ে করতে!'

'না, স্যার নাইট, আমার সুলতানের মাথা ঠিকই আছে, আপনারই বরং দুনিয়া সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব আছে মনে হচ্ছে। কেন, স্পেনে প্রতিদিনই মুসলমান রাজকুমাররা সম্ভ্রান্ত ঘরের খ্রীষ্টান মেয়েদের বিয়ে করছে না? আপনাদের মেয়েরা দেশে থাকতে যতটা স্বাধীনতা ভোগ করে রিচার্ডের এই আত্মীয়াকে ঠিক ততটা—হয়তো বা তার চেয়ে বেশি স্বাধীনতা দেবেন মহান সালাহউদ্দিন।'

'তবু রাজা রাজি হবেন না। অসম্ভব! আমিই রাজি হতাম না, রাজা রিচার্ড তো দূরের কথা।'

'কিন্তু, ফ্রান্সের ফিলিপ এবং রিচার্ডের আরো দু'একজন বন্ধু প্রস্তাবটা শুনেছেন, তাঁদের কাছে আপত্তিকর মনে হয়নি। ঠিক হয়েছে

টায়ারের আর্চবিশপ কথাটা পাড়বেন রিচার্ডের কাছে।'

'আচ্ছা।' আরেকবার বিস্মিত হতে হলো কেনেথকে। 'তা মেয়েটা কে, তাও নিশ্চয়ই ঠিক করে ফেলেছেন আপনার সুলতান?'

'আঁ, হ্যাঁ, অনেকটা। তাঁর নাম লেডি এডিথ।'

কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা সরলো না নাইটের মুখে, হাঁ করে চেয়ে রইলো হাকিমের মুখের দিকে। তারপরই আগুন জ্বলে উঠলো তার চোখে।

'হাকিম!' ভয়ঙ্কর কণ্ঠে শুরু করেও সামলে নিলো সে। শান্ত কণ্ঠে বললো, 'হাকিম, আপনি নিরীহ মানুষ। তাছাড়া আপনি রাজা রিচার্ডের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আমার হতভাগ্য সঙ্গীকেও মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। শুধু সেজন্যে আপনার এই প্রলাপ শেষ পর্যন্ত শুনলাম। নাহলে অনেক আগেই হয় আপনাকে বিদায় করতাম নয়তো আমি নিজেই বিদায় হতাম। আপনি যে উপকার আমার—শুধু আমার কেন পুরো খ্রীষ্টান বাহিনীর করেছেন তার বিনিময়ে একটা অত্যন্ত সৎপরামর্শ দেবো, দয়া করে আপনার প্রভুকে বুঝিয়ে বলবেন, উনি যা ভাবছেন তা কখনোই হবার নয়। রিচার্ডের কোনো আত্মীয়াকে যদি উনি বিয়ে করতে চান যাকে দিয়ে প্রস্তাব পাঠাবেন তাকে বেশ মজবুত শিরোস্ত্রাণ পরিয়ে যেন পাঠান। নাহলে মাথা নিয়ে ফিরতে পারবে না বেচারা।'

গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ বসে রইলেন চিকিৎসক।

'আমি এখন যাচ্ছি,' অবশেষে তিনি বললেন। 'কিন্তু, স্যার নাইট, একটা কথা আপনাকে স্মরণ রাখতে বলি: ভবিষ্যতের কথা কেউ কোনো দিন বলতে পারে না।'

ধীর পায়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলেন তিনি। একটু পর

পরই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছেন, যেন দেখতে চাইছেন নাইট তাঁকে ফিরে ডাকে কিনা।

কিন্তু না, ডাকলো না স্যার কেনেথ। তার মাথায় তখন চলছে চিন্তার জাল বোনা। বুঝতে পারছে, সন্ন্যাসী থিওডোরিকের সাথে ওর যেটুকু আলাপ হয়েছে বা এঙ্গাদির গুহায় যেটুকু দেখেছে তার বাইরেও অনেক কিছু ছিলো যা ওর জানা হয়নি, দেখা হয়নি। রাজা রাজপুত্রদের শান্তি প্রস্তাবের গোপন অংশের যে বিবরণ দিলেন হাকিম তাতে তা-ই প্রমাণ হয়।

নিঃশব্দে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো স্যার কেনেথ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রওনা হলো রাজা রিচার্ডের তাঁবুর দিকে।

পনেরো

অস্ট্রিয়ান আর্চডিউককে ভালো শায়েস্তা করা গেছে ভেবে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্রাম নিতে ফিরে গিয়েছিলেন রিচার্ড।

বেশ প্রসন্ন মনেই কাটালেন তিনি বাকি দিনটুকু। রাতেও বেশ খোশমেজাজে রইলেন। ঘুমাতে গেলেন মাঝ রাতের প্রায় তিন

ঘণ্টা পরে। এর ভেতরে বার দুই ওষুধ খাইয়েছেন হাকিম রাজাকে। যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। তবু দুপুর বেলায় আচমকা অমন ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে ওঠার ফলে আবার যদি অসুখের আক্রমণ হয়, এই ভেবে সতর্কতা হিশেবে এই দু'বার ওষুধ খাইয়েছেন হাকিম। রাজা ঘুমাতে যাওয়ার পর তিনি বেরিয়ে এলেন রাজকীয় তাঁবু থেকে।

বাইরে তখন চাঁদনী রাত। নিজের তাঁবুতে যাওয়ার আগে স্যার কেনেথ অভ দ্য লেপার্ডের আস্তানায় একবার গেলেন তিনি, নাইটের সঙ্গীর অবস্থা এখন কেমন একটু দেখা দরকার। রোগী দেখে বেরোনোর সময় স্যার কেনেথের খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারলেন তাকে কোথায় কি কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। তখন তিনি রওনা হলেন সেইন্ট জর্জ পাহাড়ের দিকে।

সূর্যোদয়ের আর বেশি বাকি নেই। এই সময় ধীর অথচ ভারি একটা পদশব্দ শুনতে পেলেন টমাস অভ গিলসল্যাণ্ড রাজকীয় তাঁবুর বাইরে। একটু পরেই নাইট অভ দ্য লেপার্ড ঢুকলো। তাকে দেখেই ভুরু কুঁচকে উঠলো ডি ভক্সের।

'এমন ধুপধাপ পা ফেলে আসার কি হয়েছে, স্যার নাইট? রাজা জেগে যেতে পারেন সে খেয়াল আছে?' রাজার যেন ঘুম না ভাঙে সেজন্যে নিচু কণ্ঠে কথাগুলো বললেন তিনি।

কিন্তু ঘুম ভাঙলোই রিচার্ডের। ডি ভক্সের কথা শেষ হতে না হতেই তিনি হাঁক ছাড়লেন, 'ডি ভক্স, রাতের পাহারার বিবরণ দিতে এসেছে স্যার কেনেথ, দৃপ্ত সৈনিকের মতো আসবে না তো কি বিড়ালের মতো পা টিপে টিপে আসবে? কি বলো, স্যার কেনেথ?

নিশ্চয়ই জানাতে এসেছো নিরাপদে আছে আমাদের পতাকা, তাই না ?'

কথা বলার জন্যে মুখ খুললো নাইট। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই রিচার্ড আবার বলে উঠলেন, 'থাক থাক, আর বলতে হবে না, এমনিতেই আমি বুঝতে পারছি। ইংল্যাণ্ডের পতাকা ওড়ার সময় যে শব্দ করে তা-ই তাকে রক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট, তার ওপরে তুমি ছিলে···।'

'না, মহানুভব,' রাজাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলে উঠলো স্যার কেনেথ, 'আমি আপনার দেয়া দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। ইংল্যাণ্ডের পতাকা চুরি হয়ে গেছে।'

'কি! কি বলছো তুমি!' চিৎকার করে উঠলেন রাজা। 'ডি ভক্স, এক্ষুণি যাও, দেখ কি হয়েছে। নিশ্চয়ই ওর-ও সেই অসুখ হয়েছে, ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছে···এ কি করে সম্ভব···এ হতে পারে না! যাও, ডি ভক্স, তাড়াতাড়ি যাও···এক্ষুণি।'

ঠিক সেই সময় রুদ্ধশ্বাসে তাঁবুতে ঢুকলেন স্যার হেনরি নেভিল। তিনিও ঐ কথাই বললেন, উধাও হয়ে গেছে ইংল্যাণ্ডের পতাকা এবং যাকে মহানুভব ওটার পাহারায় রেখেছিলেন সে সম্ভবত নিহত হয়েছে, কারণ তিনি ভাঙা দণ্ডটার কাছে অনেকখানি রক্ত জমে থাকতে দেখেছেন। তারপরই কেনেথের ওপর চোখ পড়লো তাঁর।

'আরে, এ কাকে দেখছি আমি!' সবিস্ময়ে বললেন স্যার নেভিল।

'মানে!' এক লাফে বিছানা থেকে নেমে তলোয়ার টেনে নিলেন রাজা। 'নকল নাইট!' বলেই তলোয়ার তুললেন তিনি, যেন আঘাত করবেন কেনেথকে।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো স্যার নাইট। রাজাকে তলোয়ার তুলতে দেখলো সে, তবু নড়লো না এক বিন্দু নড়তে পারলো না। আঘাত করতে গিয়েও করলেন না রাজা। আস্তে করে নামিয়ে নিলেন অস্ত্রটা।

'কিন্তু, নেভিল, তুমি ওখানে রক্ত দেখছো, তাই না? তাহলে, স্যার স্কট, তোমারই কাজ ওটা? অন্তত একজনকে হলেও তুমি যমের বাড়ি পাঠাতে পেরেছো? বলো, আমাদের জন্যে একাজটুকু তুমি করেছো।'

'মহানুভব রাজা,' অচঞ্চল গলায় বললো কেনেথ, 'হতভাগ্য এক কুকুর ছাড়া আর কারো রক্ত ওখানে ঝরেনি।'

'অপদার্থ কোথাকার!' বলেই আবার তলোয়ার তুললেন রাজা।

ডি ভক্স ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন রাজা ও নাইটের মাঝখানে। চিৎকার করে উঠলেন 'মহানুভব, শান্ত হোন—এখানে না, আপনার হাতে না। ওকে যদি মরতেই হয় অন্য কারো হাতে মরবে। একজন স্কটকে পাহারায় বসিয়ে এমনিতেই আমরা যথেষ্ট বোকামি করে ফেলেছি, আর নয়।'

তলোয়ার নামিয়ে একটু পিছিয়ে গেলেন রিচার্ড। অখণ্ড নিস্তব্ধতা তাঁবুতে।

'মহানুভব,' হঠাৎ নীরবতা ভাঙলো কেনেথ।

'বাহ্,' তাকে থামিয়ে দিয়ে রিচার্ড বললেন, 'এই তো কথা ফিরে পেয়েছো। কিন্তু ক্ষমা চাইবার ইচ্ছা থাকলে সৃষ্টিকর্তার কাছে চাও, আমার কাছে কাঁদুনি গেয়ে কোনো সুবিধা করতে পারবে না। তোমার দোষে আজ ইংল্যাণ্ডের মর্যাদা ভূ-লুণ্ঠিত, আমার আপন ভাইও যদি হতে, তোমাকে আমি ক্ষমা করতাম না।'

'ক্ষমা চাওয়ার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই, মহানুভব। এখনই বা আধঘণ্টা পরে —আপনার যখন ইচ্ছা আমার প্রাণদণ্ড কার্যকর করতে পারেন। আমি শুধু একটা কথা বলার সুযোগ চাই—আপনার—শুধু আপনার কেন সমস্ত খ্রীষ্টান দুনিয়ার সম্মান জড়িত এর সঙ্গে।'

'বলে ফেল,' নিঃসন্দেহে পতাকা খোয়া যাওয়ার ব্যাপারে কোনো স্বীকারোক্তি করবে, ভেবে রাজা বললেন।

'ইংল্যাণ্ডের মহামান্য রাজা, আপনার চারপাশে ভীড় করে আছে ভণ্ড, প্রতারকের দল।'

'হ্যাঁ, হতে পারে। অন্তত একজন যে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'মহানুভব,' রাজার ব্যঙ্গ শুনে দমলো না কেনেথ। 'মহানুভব—মহানুভব,' ইতস্তত করতে লাগলো সে। শেষমেষ বলেই ফেললো, 'লেডি এডিথ—'

'বাহ্, এবার দেখি নতুন পাঁচালি শুরু হলো। কি হয়েছে এডিথের? এর ভেতর ও আসছে কি করে?'

'মহানুভব, আপনার রাজকীয় পরিবারের ওপর কলঙ্ক আরোপের ষড়যন্ত্র চলছে। কুচক্রীরা ঠিক করেছে আরব সালাদিনের হাতে তুলে দেবে লেডি এডিথকে, বিনিময়ে ইংল্যাণ্ডের জন্যে—সারা খ্রীষ্টান দুনিয়ার জন্যে চরম অসম্মানজনক শান্তি কিনতে চায় ওরা।'

যা ভেবে কথাটা বললো কেনেথ ফল হলো ঠিক তার উল্টো।

'চুপ করো।' গর্জে উঠলেন রিচার্ড। 'চুপ করো, গর্দভ! ওর নাম যদি আর কখনো উচ্চারণ করো আমি তোমার জিভ ছিঁড়ে নেবো।

ওর বিয়ে মুসলমানের সাথে হলো না খ্রীষ্টানের সাথে হলো, তাতে তোমার কি ?'

'আমার আর কি।' দৃঢ় গলায় জবাব দিলো নাইট। 'কয়েক ঘণ্টা—হয়তো কয়েক মিনিটের ভেতর দুনিয়ার কোনো কিছুতেই আর আমার কিছু এসে যাবে না। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, মহানুভব, যদি ভেবে থাকেন লেডি এডিথকে—'

'ও নাম উচ্চারণ করবে না। আর ওর কথা মুহূর্তের জন্যেও মনে ঠাঁই দেবে না।'

'ঠিক আছে, মহানুভব, উচ্চারণ করবো না, ভাববোও না ওঁর কথা। এই আপনার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করছি…।'

'উহ্। এ আমাকে পাগল করে দিতে চায় নাকি ?'

এই সময় বাইরে একটা কোলাহলের শব্দ পাওয়া গেল। একটু পরেই এক ভৃত্য এসে জানালো, রানী আসছেন।

'ঠেকাও, ঠেকাও ওকে, নেভিল।' ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলেন রাজা। 'মহিলাদের দেখার মতো দৃশ্য নয় এটা।' তারপরই কেনেথকে দেখিয়ে ফিস ফিস করে ডি ভক্সকে বললেন, 'একে নিয়ে যাও, ডি ভক্স, তাঁবুর পেছনদরজা দিয়ে। আটকে রাখবে। সাবধান, পালায় না যেন দেখো।'

স্যার কেনেথকে নিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন ডি ভক্স।

রাজকীয় তাঁবুর ঠিক পেছনেই আরেকটা তাঁবু।

এই তাঁবুতে এনে সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নেয়া হয়েছে স্যার কেনেথের কাছ থেকে। এখন গম্ভীর মুখে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ডি ভক্স। ওপরে অবিচল ভাব দেখালেও ভেতরে ভেতরে বেশ

অস্থির বোধ করছেন তিনি। সত্যি কথা বলতে কি দুঃখই হচ্ছে এই হতভাগ্য স্কটের জন্যে।

'রাজার ইচ্ছায়, তোমার সম্মান বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে তোমার প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হবে। কেউ জানবে না তোমার অপরাধের কথা।'

'রাজার অনেক দয়া,' মৃদু কণ্ঠে বললো কেনেথ। 'দেশে আমার বাড়ির মানুষ জানতে পারবে না আমার এই লজ্জার কথা—ওহ, বাবা! বাবা!'

'মহামান্য রিচার্ড চান, জীবনের শেষ প্রহরে তুমি কোনো পুরোহিতের সাথে কথা বলো। বাইরে তেমন একজনকে আমি বসিয়ে রেখে এসেছি। উনি তোমাকে শেষ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত করে দেবেন। তোমার যখন ইচ্ছা হবে তখনই উনি আসবেন।'

'দেরি কেন, এখনই আসতে বলুন তাঁকে। এক্ষেত্রেও রাজা খুব দয়া দেখিয়েছেন বলতে হবে।'

'বেশ।' আরেকটু গম্ভীর হলেন ডি ভক্স। মৃদুস্বরে বললেন, 'রাজা রিচার্ড চান, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার মৃত্যুদণ্ড যেন কার্যকর করা হয়।'

'রাজার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা তো একই। আমি তৈরি,' শান্তভাবে জবাব দিলো কেনেথ।

বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে বেরিয়ে গেলেন ডি ভক্স তাঁবু থেকে। আরো বেড়েছে তার বিচলিত ভাবটা। নিজের ওপরই রেগে উঠছেন তিনি। বুঝতে পারছেন না, সাধারণ একটা স্কটিশ-এর মৃত্যু তাঁকে এত অস্থির করছে কেন।

'যত যাই হোক,' মনে মনে বললেন তিনি, 'দেশে এই রুক্ষ

মানুষগুলোর সাথে যত শত্রুতাই থাক, বিদেশ বিভুঁইয়ে ওদের আপনজন ভাবতেই ভালো লাগে।'

ষোল

সেদিনই ভোরে।

সূর্য উঠেছে একটু আগে। এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে রানীর তাঁবুতে ঢুকলো লেডি এডিথ। মৃত্যুর মতো আতঙ্ক তার চোখে-মুখে।

'সর্বনাশ হয়ে গেছে, রানী,' সে বললো। 'এখন একমাত্র আপনিই পারেন ওকে বাঁচাতে।'

রানী কিছু বলার আগেই তাঁবুতে ঢুকলো লেডি ক্যালিসটা।

'হ্যাঁ, রানীজি,' এডিথকে সমর্থন করলো সে। 'চেষ্টা করলে আপনি হয়তো বাঁচাতে পারেন ওকে।'

'কাকে?' রানীর প্রশ্ন।

'কাকে আবার, স্যার কেনেথকে,' জবাব দিলো ক্যালিসটা। 'এইমাত্র শুনে এলাম, ওকে নাকি রাজার সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'হায় ঈশ্বর! তারপর?'

'তারপর কি হয়েছে জানি না। তবে একজনের কাছে শুনলাম, খুব শিগগিরই নাকি ওর গর্দান নেয়া হবে।'

'ও ঈশ্বর, ক্ষমা করো আমাকে,' কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে উঠলেন রানী। 'বাঁচিয়ে দাও এই লোকটাকে। তোমার পবিত্র নগরীতে আমি সোনার গহনা দেবো, এঙ্গাদিতে দেবো রুপোর।'

'উঠুন, রানী,' এতক্ষণে আবার কথা বললো এডিথ। 'ঈশ্বরকে যত খুশি ডাকুন, সেই সাথে নিজেও কিছু করুন দয়া করে।'

'হ্যাঁ, আমি যাবো—,' কম্পিত দেহে উঠে দাঁড়ালেন রানী বেরেঙ্গারিয়া, 'এক্ষুণি যাবো। কিন্তু—কিন্তু রিচার্ড নিশ্চয়ই রেগে আছে, ওর সামনাসামনি হবো কি করে আমি! ওহ, রিচার্ডের রাগ! আমাকে মেরে ফেলবে নির্ঘাৎ।'

'তবু যান, রানীজি,' রানীর সব সময়ের সহচরী ক্যালিসটা বললো। 'আপনার অপরূপ মুখ আর নিখুঁত শরীরের দিকে তাকালে ক্রুদ্ধ সিংহেরও রাগ পানি হয়ে যাবে, তো রাজা রিচার্ড!'

'তাহলে আমার নীল পোশাকটা দাও। আর গলার অলঙ্কার···।'

'কি বলছেন আপনি, রানী!' রাগ এবং বিস্ময়ে ফেটে পড়লো এডিথ। 'নিরপরাধ একটা মানুষের জীবন বিপন্ন আর আপনি এখন সাজসজ্জা করবেন! ঠিক আছে, আপনি এখানেই থাকুন, মহামান্য রানী, আমি যাচ্ছি রাজার কাছে।'

ভয় আর বিস্ময় মেশানো অদ্ভুত এক চাউনি চোখে নিয়ে শুনলেন রাজা। কি বলবেন ভেবে পেলেন না। এডিথ বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে তার সম্বিত ফিরলো।

'দাঁড়াও, এডিথ!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'ক্যালিসটা, থামাও ওকে!'

'লেডি এডিথ, থামুন,' আলতো করে এডিথের একটা হাত ধরে বললো ক্যালিসটা। 'আপনার যাওয়া ঠিক হবে না, অন্তত এভাবে নয়।' রানীর দিকে ফিরলো সে। 'রানীজি, আমার মনে হয় এবার আপনার যাওয়া উচিত। আর এক মুহূর্ত দেরি হলে ওদিকে কি হয়ে যায় কে জানে?'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি।'

লেডি এডিথ, কয়েকজন সহচরী ও সশস্ত্র রক্ষীকে পেছনে নিয়ে রাজার তাঁবুর দিকে রওনা হলেন রানী বেরেঙ্গারিয়া।

সতেরো

সদলে রাজকীয় তাঁবুর সামনে পৌছুলেন রানী। নির্দ্বিধায় ঢুকে যেতে চাইলেন খোলা দরজা দিয়ে। বাধা দিলো রক্ষীরা।

'দেখেছো?' এডিথের দিকে তাকিয়ে রানী বললেন, 'আমি জানতাম এমন ঘটবে; রাজা তাঁবুতে ঢুকতে দেবেনা আমাদের।'

রানীর কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, ভেতর থেকে ভেসে এলো রিচার্ডের গলা। কাউকে বলছেন—'শিগগির যাও, যত শিগগির সম্ভব কাজ শেষ করবে। যত তাড়াতাড়ি, কষ্ট তত কম। এক কোপেই যদি শেষ করতে পারো, তোমাকে আমি পুরস্কার দেবো। আর হ্যাঁ, ওর

মুখটা লক্ষ্য কোরো—রং বদলায় কিনা। সাহসী মানুষরা কিভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে জানার খুব শখ আমার।'

'ও আমার তলোয়ার নড়তে দেখারও সুযোগ পাবে না, মহানুভব,' কর্কশ, গভীর একটা কণ্ঠস্বর জবাব দিলো।

এডিথ আর চুপ করে থাকতে পারলো না। রানীকে বললো, আপনি যদি নিজের পথ নিজে করে নিতে না পারেন, আসুন, আমি করে দিচ্ছি।' এরপর রক্ষীদের দিকে তাকালো সে, 'রাজপুরুষরা, পথ ছেড়ে দাও, আমাদের মহামান্য রানী মহানুভব রিচার্ডের সাথে দেখা করতে চান—স্ত্রী স্বামীর সাথে কথা বলবেন।'

দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি, মহাশয়া,' বিনীত কণ্ঠে বললো রাজ পুরুষ, 'সেটা সম্ভব নয়। রাজা এখন ভীষণ ব্যস্ত, জীবন মৃত্যুর ব্যাপার।'

'আমরাও জীবন মৃত্যুর ব্যাপারেই আলাপ করতে এসেছি···,' থেমে গেল এডিথ। 'রানীজি, আমি আপনার পথ করে দিচ্ছি।' বলেই আচমকা সশস্ত্র রাজপুরুষকে ঠেলে দিলো এক পাশে। রানীর সহচরী যে এমন কিছু করতে পারে স্বপ্নেও ভাবেনি রাজপুরুষ। হতভম্ব হয়ে গেল সে। এই সুযোগে পর্দা সরিয়ে ঠেলে রানীকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো এডিথ।

'রানীকে কিছু বলা আমার সাধ্যের বাইরে,' বিড়বিড় করলো রাজপুরুষ।

এডিথ এবং রানীর সহচরীরাও ঢুকে পড়লো তাঁবুর ভেতর। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সব ক'জনকে দেখা গেল ভেতরের তাঁবুতে।

রাজা তখন কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে আছেন বিছানায়। জল্লাদের সাথে আলাপ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। এই সময় তাঁর চোখ

পড়লো রানী ও তাঁর সহচরীদের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তির কুঞ্চন পড়লো রাজার মুখে। বিস্মিতও হলেন একটু, রক্ষীদের এড়িয়ে এলো কি করে ওরা? গায়ের ওপর চাদর টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুলেন তিনি।

জল্লাদের দিকে একবার ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে রিচার্ডের বিছানার কাছে ছুটে গেলেন বেরেঙ্গারিয়া। মাথা ও কাঁধের ওপর থেকে আবরণ নামিয়ে সোনালী চুলগুলো অনাবৃত করে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন। তারপর রাজার ডান হাতটা টেনে নিয়ে চুমু খেলেন রানী।

'কি ব্যাপার, বেরেঙ্গারিয়া?' জিজ্ঞেস করলেন রিচার্ড।

'আগে ওকে যেতে বল,' আড়চোখে জল্লাদের দিকে তাকালেন রানী, 'চোখ দিয়ে তাকিয়েই আমাকে খুন করে ফেলবে।'

'যাও হে তুমি,' জল্লাদের দিকে না ফিরেই রাজা বললেন। 'দেরি করছো কেন?'

'মাথাটার কি হবে, মহানুভব?' জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

'যাও!' হুঙ্কার ছাড়লেন রিচার্ড। 'খ্রীষ্টান মতে কবর দেবে!'

মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল জল্লাদ।

'ক্ষমা করো আমাকে, প্রভু, ক্ষমা করো!' আকুল কণ্ঠে বললেন রানী।

'ক্ষমা!' বিস্মিত হলেন রাজা। যেমন ছিলেন তেমনি শুয়েই প্রশ্ন করলেন, 'কেন, ক্ষমা কেন?'

'প্রথমত তোমার নিষেধ অমান্য করে তোমার তাঁবুতে ঢুকেছি—' থেমে গেলেন রানী।

'হ্যাঁ। জরুরি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তাছাড়া অসুস্থ

মানুষের কাছে এসে তুমিও অসুস্থ হয়ে যাও তা চাইনি।'

'কিন্তু, তুমি না ভালো হয়ে গেছ?'

'তোমাকে যে অসুন্দর বলবে তার মাথায় বর্শা ভাঙার মতো ভালো হয়েছি। তবু ছোঁয়াচ…।'

'ওসব ছোঁয়াচে আমার কিছু হবে না। আমার একটা অনুরোধ রাখবে বলো?' রাজাকে বাধা দিয়ে রানী বললেন। 'মাত্র একটা—হতভাগ্য একটা জীবন আমি ভিক্ষা চাই তোমার কাছে।'

'হা!' রাগে আর কোনো শব্দ বেরোলো না রিচার্ডের মুখ দিয়ে।

'এই বেচারা স্কটিশ নাইট…।'

'ওর কথা বোলো না। ও মরবে—ওর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।'

'শুনেছো,' এডিথের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন রানী। 'ওকে আরো রাগিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারবো না আমরা।'

'হোক,' বলে এক পা এগিয়ে এলো এডিথ। 'মহানুভব, আমি সম্পর্কে আপনার বোন, আপনার কাছে আমি ন্যায় বিচার চাই, ক্ষমা নয়। ন্যায় বিচারের স্বার্থে রাজার কান সব জায়গায়, সব সময় খোলা থাকা উচিত।'

'কে, এডিথ?' পাশ ফিরে উঠে বসলেন রিচার্ড। 'সব সময় তুই রাজার চালে কথা বলিস। ঠিক আছে, আজ আমিও রাজার মতো জবাব দেবো

'মহানুভব,' বললো এডিথ, 'এই নাইট, যার রক্তে আপনি হাত রাঙাতে চলেছেন, খীষ্টানদের জন্যে সে অনেক করেছে, আমার চেয়ে

আপনিই তা ভালো জানেন। তবু এত কঠিন একটা শাস্তি ওকে দিতে চাইছেন। ও যা করেছে তা যদি ইচ্ছে করে করতো তা-ও না হয় একটা কথা ছিলো। আমি তো বলবো ওকে বাধ্য করা হয়েছে ও কাজ করতে। কিছু লোক বোকামি করে লোভের ফাঁদ পেতেছিলো, সরল বিশ্বাসে ও সেই ফাঁদে ধরা দিয়েছে।'

'ফাঁদ! কে পেতেছিলো?' কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন রিচার্ড।

'একজনের নাম করে খবর পাঠানো হয়েছিলো ওর কাছে…।'

'কার নাম?' গর্জে উঠলেন রাজা।

ইতস্তত করতে লাগলো এডিথ। অবশেষে সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ—বলবো; কেন বলবো না?—আমারই নাম, মহানুভব—আমার নাম করে ওকে বলা হয়েছিলো কিছুক্ষণের জন্যে কাজ ফেলে যেতে। ও গিয়েছিলো। ভুল করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু খ্রীষ্টান শিবিরে এমন কোন নাইট আছে যে রাজ পরিবারের কেউ ডাকলে না গিয়ে পারে?'

'মানে তুই ওর সাথে দেখা করেছিস, এডিথ!?' ঠোঁট কামড়ে প্রশ্ন করলেন রাজা।

'হ্যাঁ, মহানুভব,' বললো এডিথ। 'কিন্তু এ প্রসঙ্গে কথা বলার সময় এখন নয়। আমি নিজেকে বাঁচাতে, বা অন্য কারো ঘাড়ে দোষ চাপাতে এখানে আসিনি। আমি এসেছি…।'

'এই দয়াটা ওকে কোথায় দেখিয়েছিস, এডিথ?'

'রানীর তাঁবুতে।'

'আমার রানীর তাঁবুতে!' আর্তনাদের মতো শোনালো রাজার গলা। 'ওহ্ ঈশ্বর! একি শুনছি আমি! তুই রাত দুপুরে ওকে ডেকে এনেছিস, তাও আবার আমরাই স্ত্রীর তাঁবুতে! এবং এই কারণে

ওর অবাধ্যতা মাফ করে দিতে বলছিস। আশ্চর্য তোর দুঃসাহস। আমার মৃত পিতার আত্মার দোহাই দিয়ে বলছি, এর জন্যে তোকে পস্তাতে হবে, এডিথ।'

'মহানুভব,' এডিথ বললো, 'রাতের বেলায় ও এসেছিলো বটে, কিন্তু তাতে আপনার, আমার বা আমাদের রানীর সম্মান বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি, মহামান্য রানী তার সাক্ষী। কিন্তু, আমি আগেই বলেছি, নিজেকে বাঁচাতে বা কারো ঘাড়ে দোষ চাপাতে এখানে আসিনি। আমি শুধু একটা নিবেদন রাখতে এসেছি মহানুভবের পায়ে, লোভ দেখিয়ে যাকে কর্তব্যে অবহেলায় বাধ্য করা হয়েছে সেই হতভাগ্য লোকটাকে দয়া করুন। হয়তো—হয়তো, আরো বড় কোনো বিচারকের কাছে আরো বড় কোনো অপরাধের জন্যে মহানুভবকেই দয়া চাইতে হবে, সেই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা স্মরণ করে এই দয়াটুকু আমাকে করুন, মহামান্য রাজা।'

নিঃশব্দে কথাগুলো শুনলেন রিচার্ড। তারপরও অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না।

'এই কি সেই এডিথ?' অবশেষে স্বর বেরোলো তাঁর গলা দিয়ে। 'আমার আপন চাচাতো বোন? বুদ্ধিমতী, ধীর, স্থির—না প্রেমে উন্মাদ এক নারী যে প্রেমিকের জীবন বাঁচানোর জন্যে নিজের সম্মানের কোনো তোয়াক্কা করে না?' এডিথের দিকে তাকালেন রিচার্ড, 'রাজা হেনরির আত্মার নামে শপথ করে বলছি, এডিথ, শুনে রাখ আমার জবাব, ওর কাটা মাথা এনে তোর চোখের সামনে সাজিয়ে দেবো আমি।'

'সেক্ষেত্রে আমি মনে করবো, একজন ভালো নাইটের মৃত্যু হলো একজন অবিবেচক এবং অবশ্যই অযোগ্য রাজার ভুলের

কারণে। সারা জীবন এ ধারণা বয়ে বেড়াবো আমি।'

'ওহ, এডিথ, চুপ করো, চুপ করো,' ফিস ফিস করে উঠলেন রানী, 'এসব বলে ওকে আরো রাগিয়ে দিচ্ছো তুমি।'

'আমার তাতে কিচ্ছু যায় আসে না, ক্ষ্যাপা সিংহকে আমি ভয় করি না। ওঁর যা ইচ্ছে উনি করতে পারেন। এডিথ জানে কি করে প্রেমিকের স্মৃতি বুকে করে কাঁদতে হয়। আমি—আমি কোনোদিনই ওকে বিয়ে করতে পারতাম না: আমাদের সামাজিক ব্যবধানই তা অসম্ভব করে তুলতো। কিন্তু, মৃত্যু তো সমান করে দেয় উঁচু আর নিচুকে। সমাধির বধু হিশেবে বেঁচে রইবো আমি।'

প্রচণ্ড ক্রোধে কাঁপছেন রাজা। কড়া একটা জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলবেন এমন সময় দ্রুত পায়ে তাঁবুতে ঢুকলেন এক সন্ন্যাসী, রিচার্ডের সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন। হাতজোড় করে তিনি মিনতি ভরা কণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন যেন স্কটিশ নাইটকে প্রাণদণ্ড না দেয়া হয়।

'উহ! আমাকে পাগল করে দেবে নাকি!' চিৎকার করে উঠলেন রাজা। 'যত সব গর্দভের দল! প্রথমে মেয়ে মানুষ, তারপর দ্রুত-সন্ন্যাসী—এভাবে আমি রাজকাজ চালাবো কি করে?'

'সদাশয় মহানুভব,' সন্ন্যাসী বললেন, 'লর্ড অভ গিলসল্যাণ্ডকে একটু অপেক্ষা করার অনুরোধ জানিয়েছি আমি। এখন আপনার—'

'ও আপনার অনুরোধ শুনলো!' হতাশ একটা ভঙ্গি হলো রাজার মুখে। 'ঠিক আছে, যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন, আমার সময় নেই।'

'মহানুভব, অত্যন্ত গোপন একটা কথা আমি জানি, একজন ঈশ্বরের কাছে পাপ স্বীকার করেছে আমার মাধ্যমে, তখন জেনেছি,

কিন্তু কথাটা আপনাকে জানাতে পারছি না। আমি শপথ করে বলছি—আমার মনের সমস্ত পবিত্রতা দিয়ে শপথ করে বলছি, কথাটা যদি আপনাকে শোনাতে পারতাম, এই যুবক, মানে স্যার কেনেথ সম্পর্কে আপনার মনোভাব সম্পূর্ণ পাল্টে যেতো।'

'কি সে গোপন কথা আমাকে বলুন,' রাজা বললেন। 'আগে শুনে দেখি, তারপর সত্যিই যদি আমার মত পাল্টায় ও বেঁচে যাবে।'

'মহানুভব,' মস্তকাবরণ খুলে ফেললেন সন্ন্যাসী, 'একবার ভয়ানক এক পাপ করেছিলাম আমি। বিশ বছর ধরে আমার এই ঘৃণ্য দেহটাকে এঙ্গাদির গুহায় আটকে রেখে, কঠিন শাস্তি দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি। এই পৃথিবীতে আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই—বেঁচে থাকাও যা মরে যাওয়াও তা-ই। আপনি কি মনে করেন সেই আমি একজনের পাপের স্বীকারোক্তি প্রকাশ করবো?'

'ও, আপনিই তাহলে সেই বিখ্যাত সন্ন্যাসী? আমার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে আপানার কাছেই এই বদমাশটাকে পাঠিয়েছিলো খ্রীষ্টান রাজপুত্রয়া? জনাব সন্ন্যাসী, আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, এই নাইটের যা-ও বা বাঁচার সম্ভাবনা ছিলো, শেষ হয়ে গেল আপনি ওর জন্যে সুপারিশ করছেন বলে।

'মহানুভব রাজা, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন,' অনুনয়ের সুরে বললেন সন্ন্যাসী, 'দয়া করে ওকাজ করবেন না?'

'যান, যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে,' দরজার দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করলেন রিচার্ড। 'যার কারণে আজ ইংল্যাণ্ডের মর্যাদা ধুলায় লুণ্ঠিত তার জন্যে এসেছেন ক্ষমা ভিক্ষা করতে! সেইন্ট জর্জের নামে শপথ—'

'না, না, মহানুভব, শপথ করবেন না,' তাঁবুর দরজার কাছ থেকে শান্ত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল রাজার গলা।

'ও! আমার জ্ঞানী হাকিম! তুমিও নিশ্চয়ই আমার দয়া চাইতে এসেছো?'

'না। আমি এসেছি জরুরি একটা বিষয়ে আলাপ করতে।'

'ঠিক আছে, আলাপ পরে হবে, আগে আমার স্ত্রীকে দেখ, 'ও-ও দেখুক, ওর স্বামীকে কে বাঁচিয়ে তুলেছে।'

'না, না, মহানুভব,' বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে একটু পাশ ফিরে মাথা নিচু করে দাঁড়ালেন হাকিম, 'আমি দেখতে পারবো না। এ আমাদের নিয়ম বিরুদ্ধ।'

'তাহলে, বেরেঙ্গারিয়া, এখন যাও। আর এডিথ,' ভুরু কুঁচকে প্রচণ্ড রোষে তাকালেন রাজা, 'মাথায় যদি একটুও বুদ্ধি থাকে, চলে যা এখান থেকে।'

দ্রুতপায়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন রমণীরা। রাজার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার যে সাধারণ আনুষ্ঠানিকতা তা পালন করার কথা, মনে পড়লো না কারো।

রানীর তাঁবুতে ফিরে এলেন ওঁরা।

এডিথের মুখে কোনো কথা নেই, চোখে অশ্রু নেই। নিঃশব্দে রানীকে সঙ্গ দিচ্ছে সে।

পাশের ছোট্ট একটা তাঁবুতে আলাপ করছে ফ্লোরাইস আর ক্যালিসটা।

'আমার কিন্তু অসম্ভব মনে হচ্ছে,' ফ্লোরাইস বললো। 'এডিথের

মতো মেয়ে এই নাইটকে ভালোবাসতেই পারে না। নিশ্চয়ই তোমরা ভুল শুনেছো। বেচারার দুর্ভাগ্যে ও একটু দুঃখ পেয়েছে বোধহয়, ব্যস। যে কেউ অমন পেতে পারে। আমিও পাচ্ছি। নিশ্চয়ই তুমিও?'

'হতে পারে,' একটু দ্বিধার সাথে জবাব দিলো ক্যালিসটা। 'সেই অহঙ্কারী বংশেরই তো মেয়ে ও, অতি বড় আঘাতেও দুঃখ পায় না ওরা। কিন্তু, ফ্লোরাইস, কাজটা আমাদের খারাপই হয়ে গেছে। সাধারণ একটু মজা করতে গিয়ে এমন অবস্থা হবে ভাবতেও পারিনি।'

আঠারো

মহিলাদের পেছন পেছন সন্ন্যাসীও বেরিয়ে এলেন রাজার তাঁবু থেকে। দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। এক হাত তুলে শাসনের ভঙ্গিতে নাড়তে নাড়তে বললেন, 'খুব বেশি অহঙ্কার হয়ে গেছে তোমার, রাজা রিচার্ড, চার্চের কথা পর্যন্ত অমান্য করার স্পর্ধা দেখাচ্ছো, এর প্রতিফল তুমি পাবে। হ্যাঁ, মনে রেখো, আবার আমাদের দেখা হবে।'

'ঠিক আছে, জনাব সন্ন্যাসী। আমাকে অহঙ্কারী বলছেন, আপ-

নার অহঙ্কারও তো কম দেখছি না।'

আর কিছু না বলে দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী। হাকিমের দিকে ফিরলেন রাজা।

'তোমাদের পুব দেশের লোকেরা রাজা রাজপুত্রদের সাথে এমন ভাবে কথা বলে নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'আমাদের এই সন্ন্যাসীগুলো, আমার মনে হয়, সব পাগল। যাকগে, এখন বলো, কি জন্যে এসেছো তুমি?'

'মহান রাজা,' পুবদেশীয় রীতিতে অনেকখানি মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করলেন হাকিম। 'একটা মাত্র কথা বলবো আমি, তারপর চলে যাবো। মহানুভব, নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, আপনার প্রাণের জন্যে আপনি ঋণী...'

'এবং নিশ্চয়ই তুমি তার বিনিময়ে আরেকটা চাইবে?' বাধা দিয়ে বললেন রাজা।

'আমার বিনীত প্রার্থনা তা-ই, মহানুভব। আদি পিতা আদম যে ভুল করেছিলেন সেই একই ভুল করেছে এই সাহসী নাইট।'

'হ্যাঁ, এবং আদমকে তাঁর ভুলের মাশুল দিতে হয়েছিলো,' কঠোর কণ্ঠে বললেন রাজা। তারপর তাঁবুর ছোট্ট পরিসরে পায়চারি করতে করতে আপন মনে বললেন, 'ব্যাটা যখন এখানে ঢুকেছে, তখনই বুঝেছি কি চায়। তুচ্ছ একটা লোকের প্রাণদণ্ড দিলাম, কিন্তু সেটা কার্যকর করতে পারবো না? আমি রিচার্ড, রাজা এবং সেনাপতি, আমার নির্দেশে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, আমি নিজের হাতে হত্যা করেছি বহু জনকে, সেই আমি আজ আমার বিচারের রায় কার্যকর করতে পারবো না, যখন আমার দেশ, আমার পরিবার, আমার রানীর সম্মান ধুলায় লুটাতে বসেছে। এই নাইট হঠাৎ করে

এত শক্তিশালী হয়ে উঠলো! নাহ্, আমার হাসি পেয়ে যাচ্ছে।' বলতে বলতে উচ্চস্বরে হা-হা করে হেসে উঠলেন রিচার্ড।

একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন হাকিম। প্রাচ্যের আর দশজনের মতো তাঁরও ধারণা, এমন করে হাসতে পারে কেবল শিশুরা, নয়তো অর্বাচীনেরা। অবশেষে রাজা যখন একটু শান্ত হলেন, তিনি বললেন, 'যে মুখ থেকে হাসি বের হয় সে মুখ কখনো মৃত্যুর নির্দেশ দিতে পারে না।—তার মানে কি, মহানুভব, আমি ধরে নেবো, এই যুবকের প্রাণ আপনি আমাকে দিয়েছেন?'

'বদলে হাজার জন বন্দীকে তুলে দেবো তোমার হাতে,' রিচার্ড বললেন, 'ওর প্রাণ তোমার কোনো কাজে আসবে না।'

'শুধু ন্যায় বিচার নয়, মহানুভব, মানুষ আপনার কাছ থেকে দয়া, করুণা ও ক্ষমাও আশা করে। তাছাড়া, এই নাইটকে আপনার ক্ষমা করার ওপর অনেক মানুষের জীবন নির্ভর করছে।'

'মানে? কি বলতে চাইছো তুমি?'

'তাহলে শুনুন,' বললেন হাকিম, 'যে ওষুধের গুণে আপনি এবং আরো অনেকে ভালো হয়েছেন, সেটা আসলে এক ধরনের তালিসমান*। নির্দিষ্ট সময়ে এক পেয়ালা জলে ওটা চুবিয়ে আমি রোগীকে খেতে দেই, রোগী ভালো হয়ে যায়।'

'দুর্লভ ওষুধ সন্দেহ নেই!'

'কিন্তু, মহানুভব,' বলে চললেন হাকিম, 'যে হাকিমের কাছে এই পবিত্র জিনিস থাকে সে যদি মাসে কমপক্ষে বারো জনকে সুস্থ করে তুলতে না পারে এর ঐশী ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। শুধু তা-ই নয়,

---

* তালিসমান—অশুভ শক্তির প্রভাব দূর করার ক্ষমতা সম্পন্ন প্রায় অলৌকিক জিনিস।

'সেই হাকিম শেষ যে দু'জনের চিকিৎসা করেছে তারা এবং হাকিম নিজেও ভয়ানক দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হবে, এক বছরের বেশি বাঁচবে না তাদের কেউই। এ মাসে আমার বারো পূর্ণ হতে আরো একটা প্রাণের দরকার।'

'বেশ তো, আমার শিবিরে খুঁজে দেখ, একটা কেন কয়েক শো পেয়ে যাবে আমার মত রোগী?'

'আঁ···, তা পাবো, মহানুভব, কিন্তু আমি যে এই নাইটকেই চাই।'

'ওর তো কোনো অসুখ হয়নি।'

'না হলেও, ওর প্রাণ যদি বাঁচাতে পারি তবু সম্পন্ন হবে আমার দায়িত্ব।'

'হুঁ। কিন্তু, হাকিম, যদি বলি ওর নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছে, তার আর নড়চড় হওয়ার···।'

'এভাবেই কি ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম রাজা উপকারের প্রতিদান দেন?' রিচার্ডকে শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলেন হাকিম। একটু অভিমানাহত তাঁর কণ্ঠস্বর। 'তাহলে শুনুন, মাননীয় রাজা, ইউরোপ ও এশিয়ার প্রতিটি দেশে, প্রতিটি রাজসভায়···মুসলমান বা খ্রীষ্টান যা ই হোক না কেন···যেখানেই মানুষ সম্মানকে ভালোবাসে আর অসম্মানকে ঘৃণা করে··· মোট কথা সারা দুনিয়ায় আমি প্রচার করে দেবো রাজা রিচার্ড কেমন অকৃতজ্ঞ এবং নির্দয়। এমন কি যে সব দেশের মানুষ এখনো আপনার গৌরবের কথা শোনেনি, তারা আপনার লজ্জার কথা শুনবে।'

চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো রিচার্ডের। বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে আবার পায়চারি শুরু করলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর চিৎকার

করে উঠলেন, 'অকৃতজ্ঞ এবং নির্দয় ? হাকিম, তোমার পুরস্কার তুমি বেছে নিয়েছো। আমার মুকুটের রত্নগুলো যদি চাইতে তবু হয়তো তোমাকে বিমুখ করতে পারতাম না। ঠিক আছে, নিয়ে যাও এই স্কটকে। আজ—এখন থেকে ও তোমার সম্পত্তি।'

দ্রুত হাতে একটা কাগজে কয়েকটা বাক্য লিখে হাকিমের দিকে এগিয়ে দিলেন রাজা। তারপর আবার বললেন, 'এই মুহূর্ত থেকে ও তোমার দাস। যা খুশি করতে পারো ওকে নিয়ে। শুধু ওকে বলে দেবে, আমার সামনে কখনো যেন না পড়ে। দ্বিতীয়বার হয়তো আমি ওকে ক্ষমা করবো না।'

'মহামান্য রাজা দীর্ঘজীবী হোন!' বলে স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে অনেকখানি মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করলেন আরব চিকিৎসক। তার-পর বেরিয়ে গেলেন তাঁবু থেকে।

নিঃশব্দে রাজা দেখলেন তাঁর চলে যাওয়া। যা ঘটে গেল তাতে ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারছেন না তিনি। বললেন, 'আশ্চর্য ব্যবহার এই হাকিমের। যাক, সবাই যখন চাইছে বেঁচে থাকুক ছোকরা।— এবার ব্যাটা অস্ট্রিয়ানকে টিট করতে হবে। লর্ড অভ গিলসল্যাণ্ড আছে নাকি ওখানে ?'

'জি, মহানুভব,' বলতে বলতে ভেতরে ঢুকলেন স্যার টমাস ডি ভক্স। এবং তাঁর পেছন পেছন এলেন ছাগ-চর্মে আবৃত এঙ্গাদির ক্ষ্যাপাটে সন্ন্যাসী।

তাঁকে যেন দেখতেই পাননি এমন ভঙ্গিতে স্যার টমাসের দিকে তাকালেন রিচার্ড।

'এক্ষুণি ওর তাঁবুতে যাও, ডি ভক্স।'

'কার, মহানুভব ?'

'ঐ যে, সবাই যাকে আর্চডিউক অভ অস্ট্রিয়া বলে। ইংল্যাণ্ডের রাজা রিচার্ডের হয়ে ওকে অভিযুক্ত করবে। বলবে, আমি মনে করি, ও অথবা ওর নির্দেশে ওরই কোনো লোক সেইন্ট জর্জের চূড়া থেকে চুরি করেছে ইংল্যাণ্ডের পতাকা। ওকে বলবে, আমি চাই এখন থেকে ঠিক এক ঘণ্টার ভেতর আবার যেন ঐ চূড়ায় উড়িয়ে দেয়া হয় ওটা। আর—হ্যাঁ, অস্ট্রিয়ার পতাকাও থাকবে তার পাশে, তবে উল্টো করে। আর, যার পরামর্শে এমন জঘন্য কাজ করার সাহস ও দেখিয়েছে তার কাটা মাথা আমি বর্শা-গাঁথা অবস্থায় দেখতে চাই ঐ পতাকার পাশে। আমার নির্দেশ যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয় আমি আমার প্রতিশ্রুতির স্বার্থে, পবিত্র ভূমির স্বার্থে ওকে ক্ষমা করে দেবো।'

'মহানুভব, ডিউক অভ অস্ট্রিয়া যদি বলেন, এ ব্যাপারে উনি কিছু জানেন না, তাহলে?' জিজ্ঞেস করলেন টমাস ডি ভক্স।

'বলবে, ওর মুখোমুখি হয়ে আমি তা প্রমাণ করবো। যথার্থ নাইটের মতো প্রমাণ করবো, মাটিতে দাঁড়িয়ে বা ঘোড়ার পিঠে; মরুভূমিতে বা শস্য ক্ষেতে যেখানে হোক, যখনই হোক, যে ভাবেই হোক, আমার কোনো আপত্তি নেই। পছন্দমতো যে কোনো অস্ত্র বেছে নিতে পারে ও।'

যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন ডি ভক্স। ঠিক তক্ষুণি এঙ্গাদির সন্ন্যাসী এগিয়ে এলেন কয়েক পা। সরু কাঠির মতো একটা হাত উঁচু করে থামতে ইশারা করলেন ওঁকে। রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি নিষেধ করছি। মহান ঈশ্বর ও তাঁর পবিত্র সন্তদের নামে তোমাকে নিষেধ করছি, রিচার্ড, একাজ কোরো না। পবিত্র নগরী উদ্ধার করতে এসে খ্রীষ্টানরা যদি নিজেদের সাথেই লড়াই

শুরু করে দেয় তার চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হবে না। পবিত্র ক্রুশের নামে শপথ করেছিলে তোমরা, একে অপরকে ভাইয়ের মতো দেখবে, সে শপথ ভেঙো না, রাজা। যদি ভাঙো পরিণতি শুভ হবে না।' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর। 'আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি, রাজা, এভাবে যদি চলতে থাকে সামনে বিপদ, মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই তোমাদের জন্যে।'

'বেশ, ক্রুসেডের রাজা ও রাজপুত্রদের ঐক্য আমি ভাঙবো না,' জবাব দিলেন রিচার্ড, 'কিন্তু আমাকে, আমার দেশকে যে অপমান করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করবে ওরা কি দিয়ে?'

'তুমি চাইতে পারো ক্ষতিপূরণ, ওরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে দেয়ার।'

'আপনি কি করে তা জানলেন?'

'এ সম্পর্কে আলাপ করার ক্ষমতা আমাকে দিয়েছে ক্রুসেডের সর্বোচ্চ পরিষদ। একটু আগে ফ্রান্সের ফিলিপ সবাইকে এক জরুরী বৈঠকে ডেকেছিলো। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

'আশ্চর্য! ইংল্যাণ্ডের আহত সম্মানের বিনিময়ে কি দেয়া যায় তার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে অন্যরা!'

'হ্যাঁ, ওরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তবে সেটাই চূড়ান্ত নয়। ওদের সিদ্ধান্ত যদি তোমার মনঃপুত না হয় তুমি ইচ্ছামতো ক্ষতি-পূরণ চাইতে পারো। তোমার চাওয়া যদি সংগত হয় আর ওদের সাধ্যের মধ্যে হয়, ওরা দেবে।'

'বলুন, শুনে দেখি ওদের প্রস্তাবটা।'

'ওরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেইন্ট জর্জের চূড়ায় আবার উড়িয়ে দেয়া হবে ইংল্যাণ্ডের পতাকা। কাজটা ওরাই করবে।

আর যে বা যারা এই জঘন্য অপরাধের সাথে জড়িত তাকে বা তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্যে বড় অঙ্কের একটা পুরস্কার ঘোষণা করবে ওরা। অপরাধী বা অপরাধীদের যদি পাওয়া যায় তাদের বনের হিংস্র জন্তু দিয়ে খাওয়ানো হবে।'

'আর অস্ট্রিয়ার কি হবে? সবার বিশ্বাস ওরাই করেছে এই অপকর্ম।'

'খ্রীষ্টান বাহিনীতে শান্তিরক্ষার স্বার্থে আপাতত অস্ট্রিয়াকে সন্দেহের বাইরে রাখতে হবে। সেজন্যে যে কোনো পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে রাজি ওদের নেতা।'

'দ্বন্দ্ব যুদ্ধের* পরীক্ষায় নামবে ও?'

'না। সেটা নিষিদ্ধ। তাছাড়া পরিষদ...'

'আরবদের সাথেও যুদ্ধের অনুমতি দেবে না,' বাধা দিয়ে বললেন রিচার্ড, 'বা অন্য কারো সাথেও না। কিন্তু, যথেষ্ট হয়েছে, ফাদার। আপনারা যা-ই বলুন না কেন, আমি কিছুতেই ছেড়ে দেবো না অস্ট্রিয়াকে। ঠিক আছে, দ্বন্দ্বযুদ্ধ যখন নিষিদ্ধ, তেতে লাল হয়ে যাওয়া লোহার গোলক মুঠো করে ধরুক ও। যদি নিরপরাধ হয় ওর হাত পুড়বে না।'

'থামো, রিচার্ড!' প্রায় ধমকে উঠলেন সন্ন্যাসী। 'আমি বুঝতে পারছি, সেদিন আর খুব দূরে নয়, যেদিন সিংহ-হৃদয় রিচার্ডের সম্মান, অহঙ্কার সব ধুলায় লুণ্ঠিত হবে।'

'যা হয়েছে এরপর আর কি অসম্মান আমার হবে?' বললেন রিচার্ড। 'বেশ. তাহলে তা-ই হোক। দীর্ঘ নয় সংক্ষিপ্ত কিন্তু

---

* সে যুগের রীতি অনুযায়ী এ ধরনের দ্বন্দ্বযুদ্ধে যে জয়ী হতো, ধরে নেয়া হতো তার দাবিই সঠিক।

উজ্জ্বল হোক আমার জীবন।'

'যথার্থ বীরের মতো কথা।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন সন্ন্যাসী। তারপর সরু একটা হাত প্রসারিত করে বললেন, 'আমি কে জানো?'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন রিচার্ড।

'আলবেরিক মর্টিমারের নাম শুনেছো? আমি সেই—।'

'আলবেরিক মর্টিমার!' সবিস্ময়ে বললেন রাজা। 'আপনি—আপনি সেই আলবেরিক মর্টিমার!'

'হ্যাঁ। এখন আর নই। আগে ছিলাম।'

'এ-ও কি সম্ভব!—ছেলে বেলায় যাঁর বীরত্বের কথা, শৌর্যের কথা এত শুনেছি, আপনি সে ই!'

'তাহলে শোনো, রিচার্ড,' একটু ইতস্তত করলেন সন্ন্যাসী। 'হ্যাঁ, বলবো। দীর্ঘদিন ধরে যে ক্ষত লুকিয়ে রেখেছি তা এবার প্রকাশ করবো—অন্তত তোমার কাছে—।'

অনেক দিন আগে আলবেরিক মর্টিমারের শৌর্য বীর্যের কাহিনী দারুণভাবে প্রভাবিত করতো কিশোর রিচার্ডকে। এত বছর পরে আজ সেই বীরকে—নাকি তার নিঃশেষিত রূপকে?—সামনা সামনি দেখে রোমাঞ্চ অনুভব করলেন তিনি। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন শীর্ণ মুখটার দিকে।

'বংশ গৌরবে আমি কতটা উঁচু ছিলাম,' বলে চললেন সন্ন্যাসী, 'বা কতটা সম্পদশালী, জ্ঞানী বা শক্তিশালী ছিলাম তা বলার প্রয়োজন নেই। সে যুগের কেউ যদি এখনো থেকে থাকে, তার কাছে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। আমি যা বলতে চাই তা হলো, সে সময়ের প্যালেস্টাইনের সম্ভ্রান্ত নারীদের অনেকেই আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন। হ্যাঁ, রিচার্ড, অনেকে। কিন্তু আমি

কেবল একজনকে ভালোবেসেছিলাম। ওসব সম্ভ্রান্ত বংশীয়াদের কাউকে নয়, সাধারণ এক দরিদ্র কুমারীকে। তার বাবা ছিলেন ক্রুশেরই এক বৃদ্ধ সৈনিক। আমাদের প্রেমের কথা জানতে পেরে মেয়েকে তিনি ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করলেন। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন, আমাদের মাঝে মর্যাদার ব্যবধান এত বেশি যে আমাদের মিলন কখনো সম্ভব নয়। দূর দেশে ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধ শেষে দুর্লভ সম্মানের মুকুট মাথায় করে আমি ফিরে দেখলাম আমার সুখ চিরদিনের জন্যে বিলীন হয়ে গেছে। আমিও সংসার ত্যাগ করলাম। গির্জায় গিয়ে পুরোহিতের ব্রত নিলাম। রাষ্ট্র পরিচালনায় যেমন উন্নতি করেছিলাম, ওখানেও তেমন করলাম। জ্ঞান বুদ্ধি তো কম ছিলো না, কে আমাকে ঠেকিয়ে রাখবে?

'সে সময় প্রচুর মানুষের পাপের স্বীকারোক্তি শুনতে হতো আমাকে। যারা আসতো তাদের ভেতর ঈশ্বরের সেবায় নিবেদিত সিস্টাররাও থাকতো। ঐ সিস্টারদের ভেতরই একদিন আমি খুঁজে পেলাম আমার হারিয়ে যাওয়া প্রিয়তমাকে।...আর কিছু বলতে পারবো না আমি। শুধু এটুকু শুনে রাখো, ও আত্মহত্যা করে। এখন ঘুমিয়ে আছে—অনন্ত ঘুমের অতলে ডুবে আছে এঙ্গাদির গুহায়, আর তার কবরের ওপর গর্জে চলেছে এক উন্মাদ!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিচার্ড বললেন, 'এখন আমি বুঝতে পারছি আপনার উন্মত্ততার কারণ!'

'আমাকে করুণা কোরো না,' বললেন সন্ন্যাসী। 'আমার মতো পাপীকে করুণা করাও পাপ। আমাকে করুণা কোরো না, বরং আমার উদাহরণ থেকে শিক্ষা নাও। অন্তরে তুমি অহঙ্কারী, কারণে অকারণে রক্তে ভেজাতে চাও হাত। এখন থেকে সতর্ক হও। না

বুঝে শুনে ঝোঁকের মাথায় কোনো কিছু করে বসা ঠিক না।'

আর কিছু বললেন না সন্ন্যাসী। অদ্ভুত তীক্ষ্ণস্বরে বিকট একটা চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে গেলেন রাজকীয় তাঁবু থেকে।

'বেচারা!' বিড় বিড় করে বললেন রিচার্ড। তারপর চিৎকার করে উঠলেন, ডি ভক্স, 'পেছন পেছন যাও। দেখবে, কোনো বিপদ যেন না হয় ওঁর!'

ছুটলেন ডি ভক্স।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুতে ঢুকলেন টায়ারের আর্চবিশপ। সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে রাজার সাথে আলাপ করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন তিনি।

উনিশ

আর্চবিশপের বক্তব্য থেকে জানা গেল, সম্ভবত আশপাশের সব-গুলো—সংখ্যায় কয়েক শো হবে—গোত্রের সৈনিকদের ঐক্যবদ্ধ করে খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে সমাবেশ করার চেষ্টা করছেন সালাহউদ্দিন। এদিকে ইউরোপের রাজারা সবাই নানা কারণে এই ক্রুসেড নিয়ে বিব্রত। তাঁদের বেশিরভাগেরই মত পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই এ যুদ্ধ বন্ধ করা উচিত। ফ্রান্সের ফিলিপ

অবিলম্বে ইউরোপে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আর্ল অভ শঁপারও একই ইচ্ছা। রিচার্ড যে সেনাবাহিনীর প্রধান প্রথম সুযোগেই সে বাহিনী ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা লিওপোল্ড অভ অস্ট্রিয়ারও। অন্যদেরও মোটামুটি একই মত। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই ইংল্যাণ্ডের রাজা একা হয়ে যাবেন। তাঁর নিজের সৈনিকরা ছাড়া আর কেউ থাকবে না তাঁর সাথে।

'সে ক্ষেত্রে ক্রুসেডার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা কততে নেমে আসবে বুঝতে পারছেন?' বললেন আর্চবিশপ। 'তার চেয়ে সালাদিনের শর্তগুলো মেনে নিয়ে সন্ধি করাই কি শ্রেয় হবে না?—পবিত্র নগরী শুধু নয়, পবিত্র ভূমি প্যালেস্টাইনও উন্মুক্ত থাকবে খ্রীষ্টানদের জন্যে। সবচেয়ে সম্মানের ব্যাপার যেটা হবে, "জেরুজালেমের অভিভাবক রাজা" খেতাব দেয়া হবে মহানুভবকে।'

'কি করে তা সম্ভব!' অস্বাভাবিক এক আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো রিচার্ডের চোখ। 'আমি—আমি পবিত্র নগরীর অভিভাবক রাজা। তাহলে—তাহলে আর সন্ধি হলো কি করে? সালাদিন তো এক রকম পরাজয়ই স্বীকার করে নিলো, না কি?'

'না, মহানুভব, সালাদিন পরাজয় স্বীকার করছেন না, বরং আমি বলবো আপনার মুখে যাতে পরাজয়ের কালি না লাগে সে চেষ্টাই উনি করছেন।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'আপনার পাশাপাশি উনিও জেরুজালেমের শাসক থাকবেন। দুই রাজার ভেতর যাতে ভবিষ্যতে কোনো গণ্ডগোল না লাগতে পারে সেজন্যে উনি আপনার বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তা চান।'

'বন্ধুত্ব না হয় হলো, কিন্তু আত্মীয়তা…?'

'বিবাহ সূত্রে…।'

'বিবাহ সূত্রে। মানে!— হ্যাঁ, এডিথ। স্বপ্নে দেখেছি? নাকি কারো মুখে শুনেছি?…একদম মনে করতে পারছি না। এই অসুখ মাথাটাকে এমন দুর্বল করে দিয়েছে।…কে বললো? সেই স্কট? আল হাকিম? না এঙ্গাদির সেই সন্ন্যাসী…?'

'সম্ভবত এঙ্গাদির সন্ন্যাসী…।'

'আমার চাচার মেয়ের বিয়ে মুসলমানের সাথে। হা!'

বিশপ তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, 'নিঃসন্দেহে পোপের অনুমতি লাগবে। তবে আমার ধারণা সেটা কোনো সমস্যা হবে না। রোমে বেশ নাম ডাক আছে আমাদের এই সন্ন্যাসীর। উনি নিজে যদি হলি ফাদারের সাথে আলাপ করেন, অনুমতি পাওয়া কঠিন কিছু হবে বলে মনে হয় না।'

'তার আগে আমার অনুমতি লাগবে না?'

'তা তো নিশ্চয়ই,' খতমত খেয়ে বললেন আর্চবিশপ। 'আপনার অনুমতি ছাড়া কি করে হবে?'

'আমার অনুমতি?' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন রিচার্ড। 'মুসলমানদের সাথে আমার বোনের বিয়ে?—হলোই বা চাচাতো বোন। সিরিয়ার উপকূলে যেদিন অবতরণ করেছিলাম সেদিন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম এডিথকে সালাদিনের হাতে তুলে দিয়ে ফিরতে হবে আমাকে? কিন্তু—না, বিশপ, বলুন আপনি, আমি শুনছি।'

'স্পেনে আজকাল অহরহ এমন বিয়ে হচ্ছে,' বললেন আর্চবিশপ। 'তাছাড়া, একবার ভাবুন, সালাদিনের সাথে আপনার মিত্রতা, আত্মীয়তা হলে সমগ্র খ্রীষ্টান দুনিয়ায় কত বড় উপকার হবে! সবচেয়ে বড় কথা, এই বিয়েটা হলে সালাদিনের সত্য ধর্ম গ্রহণের একটা সম্ভা-

বনা হয়তো সৃষ্টি হবে।'

'খ্রীষ্টান হওয়ার কোনো ইচ্ছা সালাদিন দেখিয়েছে?'

'না, মহানুভব। তবে আমাদের ধর্মগুরুদের বক্তব্য উনি শুনেছেন। এই অধম এবং আরো অনেকের। বেশ ধৈর্য ধরে শুনেছেন। শান্ত ভাবে প্রশ্নও করেছেন দু'একটা।'

চিন্তিত মুখে বিশপের কথা শুনলেন রিচার্ড।

'বুঝতে পারছি না কি করবো,' বললেন তিনি। 'সহযোগী রাজা রাজপুত্রদের মনোভাব আমাকে দমিয়ে দিচ্ছে।' চুপ করে গেলেন রাজা। বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আরেকবার চেষ্টা করবো আমি, লর্ড আর্চবিশপ। দেখি আমার বীর ভাইদের আবার ঐক্যবদ্ধ করতে পারি কিনা। যদি না পারি, আবার আলাপ করবো আমরা। এ মুহূর্তে আপনার পরামর্শ আমি গ্রহণও করছি না, প্রত্যাখ্যানও করছি না। চলুন তাহলে, মাই লর্ড, সবার সাথে কথা বলে দেখি।'

ক্রুসেডের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্যরা অপেক্ষা করছিলেন রিচার্ডের জন্যে। সবাই মিলে ঠিক করেছেন, রিচার্ড এলে সামান্যই সম্মান দেখাবেন।

কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন সময় হলো, রিচার্ড এলেন, বিরাট তাঁবুটার ভেতর কেউই বসে থাকতে পারলেন না। একটু ফ্যাকাসে কিন্তু দীর্ঘ, সুপুরুষ রাজাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন সবাই। এমনকি ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ ও আর্চডিউক অভ অস্ট্রিয়া পর্যন্ত। সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন:

'ইংল্যাণ্ডের রাজা রিচার্ডের মঙ্গল করুন ঈশ্বর! মহান সিংহ-

হৃদয় দীর্ঘায়ু হোন।'

সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন রিচার্ড, এবং বললেন, মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আবার তাঁদের মাঝে আসতে পেরে আনন্দিত তিনি।

'সামান্য কয়েকটা কথা আমি বলতে চাই আপনাদের উদ্দেশ্যে,' বলে চললেন রাজা, 'যদিও বিষয়টা আমার নিজের মতোই তুচ্ছ।'

যার যার আসনে বসে পড়লেন বিভিন্ন দেশের রাজা ও রাজপুত্ররা। গভীর নিস্তব্ধতা তাঁবুর ভেতর। নিঃশব্দে একে একে সবার মুখের দিকে তাকালেন রিচার্ড। সময় বয়ে চলেছে। প্রত্যেকের মনোযোগ এখন ইংল্যাণ্ডের রাজার দিকে।

'আজ,' অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন রিচার্ড, 'আমি মনে করি আমাদের সবার জন্যে একটা শুভদিন। পৃথিবীর সকল খ্রীষ্টানের জন্যে, খ্রীষ্টানদের পবিত্র নগরী, পবিত্র গির্জার জন্যে শুভদিন। কারণ, আজ খ্রীষ্টান পক্ষের রাজারা নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিজেদের ভেতরকার তুচ্ছ গোলমাল, ঝগড়া মিটিয়ে ফেলে আবার ভাই ভাই হয়ে যাবেন।'

চুপ করে একে একে আবার সবার মুখের দিকে তাকালেন রিচার্ড। অবশেষে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপের ওপর স্থির হলো তাঁর দৃষ্টি।

'ফ্রান্সের মহান ভাই,' বললেন তিনি, 'কখনো কোনো কারণে আপনাকে আমি দুঃখ দিয়েছি? আপনার সম্মানকে আহত করেছি?'

'ইংল্যাণ্ডের সাথে কোনো বিবাদ নেই ফ্রান্সের,' রিচার্ডের বাড়িয়ে দেয়া হাত ধরতে ধরতে গর্বিত ভঙ্গিতে বললেন ফিলিপ।

'অস্ট্রিয়া?' আর্চডিউকের দিকে এগিয়ে গেলেন রিচার্ড। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'অস্ট্রিয়া নিশ্চয়ই মনে করে ইংল্যাণ্ডের আচ-

রণে ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ আছে, তেমনি ইংল্যাণ্ডও মনে করে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ করার সংগত কারণ আছে। সুতরাং আসুন ইউরোপের শান্তির স্বার্থে, ক্রুসেডের এই মহান বাহিনীর অখণ্ডতার স্বার্থে পরস্পরকে আমরা ক্ষমা করে দেই।'

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন আর্চডিউক। দৃষ্টি মাটির দিকে। মুখে বিব্রত বিতৃষ্ণার ভাব। রিচার্ডের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা যেন দেখতেই পাননি তিনি।

ইংল্যাণ্ডের পতাকার ওপর আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে আর্চডিউক অভ অস্ট্রিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো ভাবেই যে দায়ী নন তা প্রমাণ করার জন্যে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন জেরুজালেমের প্যাট্রিয়ার্ক*। শান্ত মুখে তাঁর বক্তব্য শুনলেন রিচার্ড। অবশেষে বললেন, 'সেক্ষেত্রে আমরা আরো বড় অন্যায় করেছি মহামান্য আর্চডিউকের ওপর। আমি ক্ষমা চাইছি। শান্তি ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি।'

যেমন ছিলেন তেমনি মাটির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন আর্চডিউক।

রিচার্ড বললেন, 'অস্ট্রিয়া কি শান্তি চায় না, বন্ধুত্ব চায় না? বেশ, তাহলে তাই হোক।'

আর্চডিউকের সামনে থেকে সরে এলেন রিচার্ড। 'মাননীয় আর্ল অভ শঁপা...,' বললেন তিনি, 'সাহসী মার্কুইস অভ মন্টসেরাত... বীর গ্র্যাণ্ড মাস্টার অভ দ্য টেম্পলারস—আপনাদের কারো কোনো অভিযোগ আছে আমার বিরুদ্ধে?'

---

* প্যাট্রিয়ার্ক—প্রধান ধর্মযাজকেরও ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি।

'থাকার কোনো কারণ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না,' জবাব দিলেন মিতভাষী কনরেড। 'অবশ্য আমরা সবাই মিলে যে সম্মান অর্জন করেছি তা যদি কেবল মাত্র ইংল্যাণ্ডের রাজার সম্মান হিশেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলে, অভিযোগ অবশ্যই থাকবে।'

'আমার বক্তব্যও মার্কুইস অভ মণ্টসেরাতের মতোই,' বললেন মাস্টার অভ দ্য টেম্পলারস। 'মহামান্য রিচার্ড যদি সত্যি কথাটাই শুনতে চান, তাহলে বলবো—অবশ্য যদি তিনি রেগে না যান—'

'আপনি নিঃসংশয়ে বলুন, মার্কুইস,' শান্তস্বরে বললেন রিচার্ড।

'তাহলে বলি, আমরা সবাই মহান রিচার্ডের সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় সব সময় সব কাজে তিনি প্রথম স্থানটা দখল করবেন।'

প্রবল প্রচেষ্টা চালাতে হলো রিচার্ডকে শান্ত থাকার জন্যে। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে চললেন, 'ঈশ্বর, আমাকে শক্তি দাও! শান্ত রাখো! আমি রাগতে চাই না!' কয়েক সেকেণ্ড পরে যখন তিনি কথা বললেন সত্যিই রাগ বা তিক্ততার লেশমাত্র নেই তাঁর কণ্ঠে।

'বেশ,' বললেন তিনি, 'আমি স্বেচ্ছায় বাহিনীর ওপর থেকে আমার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। এমন কি আমার নিজের সৈনিক-দের ওপর থেকেও। আপনারাই পছন্দ করে দেবেন, কে ওদের নেতৃত্ব দেবে। আর আমি, ওদের রাজা আপনারা যাঁর কথা বলবেন—গ্র্যাণ্ড মাস্টার, মার্কুইস, ফ্রান্সের ফিলিপ, বা অন্য যে কেউ—আমি তাঁর অধীনে থেকে যুদ্ধ করবো। আর, বন্ধুগণ,' এখানে এসে উদাত্ত হয়ে উঠলো রিচার্ডের গলা, 'আপনারা যদি ইতিমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে গিয়ে থাকেন এই যুদ্ধের ব্যাপারে, আমি অনুরোধ করছি, আপনাদের দশ কি পনেরো হাজার সৈন্যকে আমার অধীনে রেখে আপনারা দেশে

ফিরে যান। জেরুজালেম যখন বিজিত হবে,' জেরুজালেমের আকাশে ক্রুশের পতাকা যেভাবে উড়বে সেই ভঙ্গিতে মাথার ওপর হাত দোলাতে দোলাতে চিৎকার করে উঠলেন রাজা, 'বন্ধুগণ, জেরুজালেম যখন বিজিত হবে, তখন, জেনে রাখুন, নগর ফটকে বিজয়ী হিশেবে লেখা হবে আপনাদেরই নাম—রিচার্ডের বা ইংল্যাণ্ডের নয়!'

রিচার্ডের অভিভাষণ মুহূর্তের ভেতর ক্রুসেডের নেতাদের মিইয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস চাঙ্গা করে তুললো। চোখ থেকে চোখে নতুন আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠলো। কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়লো সাহসী উচ্চারণ। দু'একজন ছাড়া সবাই চিৎকার করে উঠলেন: 'আপনিই আমাদের নেতৃত্ব দেবেন সাহসী সিংহ-হৃদয়। আপনার চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই। চলো চলো, জেরুজালেমের পথে! জেরুজালেমের পথে! ঈশ্বরের ইচ্ছা তাই! ঈশ্বরের ইচ্ছা তাই! যে আসবে এসো!'

মার্কুইস কনরেড আর গ্র্যাণ্ডমাস্টার অভ দ্য টেম্পলারস এক সাথে ফিরলেন তাঁদের তাঁবুতে। দু'জনের একজনও সন্তুষ্ট হতে পারেননি আজকের ঘটনাবলীতে।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ পথ চলার পর হঠাৎ টেম্পলার প্রশ্ন করলেন, 'আরবরা যাদের শারেগাইত বলে তাদের সম্পর্কে ধারণা আছে আপনার?'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিলেন মার্কুইস। 'মোহাম্মদের ধর্মের উন্নতির জন্যে জীবন উৎসর্গ করে শারেগাইতরা।'

'তাহলে শুনুন,' টেম্পলার বললেন, 'এই শারেগাইতদের একজন

রাজা রিচার্ডকে মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের প্রধান শত্রু মনে করে। সে শপথ নিয়েছে যে করেই হোক এই রাজাকে হত্যা করবে।'

'যথার্থ মুসলমানের মতো কথা, নিশ্চয়ই মোহাম্মদ তাকে স্বর্গে পাঠিয়ে এর পুরস্কার দেবেন।'

'আমার এক লোক ওকে ধরে এনেছিলো। আমি যখন একান্তে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম তখন সে একথা প্রকাশ করেছে।'

'যারা ওকে বাধা দিচ্ছে ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করুন।'

'ও এখন আমার বন্দী,' বলে চললেন টেম্পলার। 'কিন্তু ক'দিন থাকবে বলতে পারি না—'

'শিকলে তালা না মারলে তো বন্দী পালাবেই। কথা আছে না, কবরের চেয়ে নিরাপদ কোনো কারাগার নেই।'

'পালাতে পারলে নিশ্চয়ই আবার সে চেষ্টা করবে রাজাকে হত্যা করার।'

'আর বলতে হবে না। আপনার পরিকল্পনা আমি বুঝতে পেরেছি, টেম্পলার। কিন্তু এতে যে ঝুঁকি অনেক।'

'খুব বেশি কই? ধরুন এই শারেগাইত ব্যাটা চমৎকার একটা ছোরা খুঁজে পেলো কারাগারে, তাহলে কেমন হয়? ওটার সাহায্যে নিশ্চয়ই সে পালানোর চেষ্টা করবে। রক্ষী যখন খাবার নিয়ে যাবে তখন—'

'হুঁ, সে ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত একটা অজুহাত খাড়া হয় অবশ্য। তবু—'

'তবু, কিন্তু, এগুলো হচ্ছে বোকাদের শব্দ, প্রিয় মাকুইস। ওগুলো নিয়ে আমরা না ভাবলেই পারি।'

হতোদ্যম রাজকুমারদের ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছেন রিচার্ড। এবার নিজের ঘরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিজের তাঁবুতে ফিরেই লেডি ক্যালিসটাকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

'কি বলবো আমি মহানুভবকে?' রানীর দিকে তাকিয়ে কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো ক্যালিসটা। 'আমাদের সবাইকে উনি মেরে ফেলবেন!'

'কিছু একটা গল্প বানাও,' বললেন রানী বেরেঙ্গারিয়া। 'সত্যি মিথ্যে যাচাই করার মতো অত সময় নেই আমার স্বামীর।'

'আসলে যা ঘটেছে ঠিক তা-ই বলবে,' এডিথ বললো, 'না হলে তোমার হয়ে আমাকেই বলতে হবে সত্যি কথা।'

কেন যেন এ কথার কোনো প্রতিবাদ করলেন না রানী।

দুরু দুরু বুকে রাজার তাঁবুতে পৌঁছুলো ক্যালিসটা। রাজার প্রশ্নের জবাবে গড়গড় করে বলে গেল যা যা ঘটেছিলো সব। গম্ভীর মুখে শুনলেন রাজা। কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। অবশেষে বললেন, 'যাও তুমি, ক্যালিসটা। রানীকে বলবে কিছুক্ষণের ভেতর আমি আসছি।'

রানীর তাঁবুতে পৌঁছে ভয়ঙ্কর প্রতিরোধের মুখোমুখি হলেন রিচার্ড। বেরেঙ্গারিয়া তাঁর কোনো কথাই শুনতে চাইছেন না। তাঁর বক্তব্য, যা করেছেন খানিকটা নির্দোষ মজা পাওয়ার জন্যেই করেছেন। উপরন্তু রিচার্ডকেই তিনি দায়ী করলেন তাঁর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করার দায়ে।

সত্যি কথা বলতে কি রানীকে অসম্ভব ভালোবাসেন রাজা। ছোটখাটো একটা অপরাধ যদি করেও থাকেন তবু তাঁর মনে আঘাত দেয়া তাঁর সাধ্যের বাইরে। রানীর রুদ্রমূর্তি দেখেই তিনি বুঝে নিয়েছেন, যে উদ্দেশ্যে এসেছেন তা সফল হবে না। তার ওপর নিষ্ঠুর আচরণের দায় যখন কাঁধে চাপলো বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলেন তিনি। অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রকম?'

'হতভাগ্য স্কটিশ নাইটের প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলাম,' ঠোঁট ফুলিয়ে রানী বললেন, 'তুমি আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে!'

মনে মনে ভয় পেলেন রিচার্ড। সত্যিই যদি এখন অভিমান করে বসেন বেরেঙ্গারিয়া, দুর্ভোগ আছে কপালে।

'অপমান করলাম কোথায়?' মুখে হাসি টেনে বললেন তিনি। 'যাকগে, ও পাট চুকে গেছে। মাফ করে দিয়েছি তোমাদের নাইটকে। আরব চিকিৎসকের হাতে তুলে দিয়েছি ওকে। এখন ওর ইচ্ছা; বাঁচিয়ে রাখলে রাখবে, মেরে ফেললে ফেলবে। আমার কোনো দায় নেই।'

'তাই নাকি!' রানী বললেন। 'তা তোমার এই জ্ঞানী হাকিম-কে নিয়ে এলেই পারতে, ইংল্যাণ্ডের রানী দেখিয়ে দিতো, সে কতটা মূল্য দেয় তাকে।'

ব্যস, শেষ রাজা রানীর ঝগড়া। একটু পরেই রানী বললেন,

'আসলে সব দোষ নেকতাবেনাসের।' আমি শুধু বলেছি, লোকটাকে ডাকলে কেমন হয়?—আর অমনি ও গিয়ে ডেকে এনেছে।'

'আচ্ছা। একথা তো জানতাম না!' বললেন রিচার্ড। 'বেশ, তাহলে ঐ অপদার্থ নেকতাবেনাস আর ওর বউ গুয়েনাভরাকে বের করে দাও তোমার সভা থেকে।'

'তা-ই দিতে হবে।' রানী স্বীকার করলেন।

এরপর রানীর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে এডিথের তাঁবুতে গেলেন রিচার্ড। সামান্য একটু মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালো এডিথ, তারপর দাঁড়িয়ে রইলো ঘাড় গুঁজে।

কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে রিচার্ড বললেন, 'বোস, এডিথ। তুই খুব রেগে গেছিস আমাদের ওপর, তাই না? কিন্তু, বোন, পৃথিবীতে যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন মানুষ ভুলও করবে। অবিবেচক রিচার্ডকে তুই ক্ষমা করবি না, এডিথ?'

'সবার উপরে যে "রাজা" তাঁর ক্ষমা যদি পান,' জবাব দিলো এডিথ, 'কার সাধ্য রিচার্ডকে ক্ষমা না করে থাকে?'

'এডিথ, বোন, এ তো রাগের কথা হলো। ঠিক করে বল।'

'ঠিক করে বলার আর কি আছে?'

'তোর মুখ এত গম্ভীর, দেখে যে কেউ ভাববে প্রেমিক হারিয়েছিস। তাকা আমার দিকে, হাস—এমন গোমড়া মুখ করে থাকার কোনো কারণ সত্যিই নেই। তাহলে কেন…?'

'হাসবো! পরিবারের সম্মান আজ ধুলায় লুণ্ঠিত আর আমি হাসবো?'

'পরিবারের সম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত! কি বলছিস তুই, এডিথ?'

'না তো কি? অধীনস্থ কেউ যদি অপরাধ করে মহানুভব নিজে

তাকে শাস্তি দেবেন বা ক্ষমা করবেন। কিন্তু স্বাধীন একজন খ্রীষ্টান নাইটকে মুসলমানের হাতে তুলে দেয়া।— এ কেমন কথা?'

'এডিথ!' রেগে গিয়ে রাজা বললেন, 'প্রেমিক হারিয়ে তোর মাথা···।'

'ঠিক নেই? আশ্চর্য এমন···কিন্তু হ্যাঁ, ওকে আমার প্রেমিক বলতে পারেন। আমার জন্যে বেচারাকে এই দুর্ভোগের ভেতর পড়তে হয়েছে। আর আমি ওর জন্যে কি করেছি? আমি ওর কাছে ছিলাম আলোকবর্তিকার মতো, অন্ধকারে পথের দিশার মতো, কিন্তু কেউ যদি বলে আমরা আমাদের মর্যাদার কথা, সামাজিক অবস্থানের কথা ভুলে গিয়েছিলাম সে মিথ্যা বলবে। রাজাও যদি বলেন, কথাটা মিথ্যাই হবে।'

হতাশ দেখালো রাজার চেহারা। 'নাহ, নিজেকে যে সবজান্তা মনে করে তার সাথে কথা বলা যায় না।'

'বেশ, আমি কিছু জানি না। এবার আপনি পরামর্শ দিন, আমি কি করবো।'

'রাজারা আদেশ দেয়, এডিথ, পরামর্শ নয়।'

'সব সময়ই?'

'হ্যাঁ সব সময়ই।'

'তাহলে আর মুসলমান রাজার সাথে আপনার পার্থক্য রইলো কোথায়? মুসলমান রাজারাও কেবল আদেশ দেয়, কারণ অধীনস্থ-দের তারা দাস ছাড়া অন্য কিছু মনে করে না।'

'এডিথ, একদিন হয়তো মুসলমানদের সম্পর্কে তোর এই ঘৃণা আর থাকবে না। একটা কথা বলি তোকে, একজন অযোগ্য স্কটের চেয়ে যোগ্য মুসলমান অনেক ভালো জীবনসঙ্গী হিশেবে।'

'না, কক্ষণো না !' ফুঁসে উঠলো এডিথ। 'রাজা রিচার্ড নিজেও যদি মুসলমান হয়ে যান, তবু এডিথ কোনো মুসলমানকে স্বামী হিশেবে মেনে নেবে না।'

এক মুহূর্ত থমকালেন রিচার্ড। চেষ্টা করে একটু হেসে বললেন, 'বেশ, এডিথ, কথাটা মনে থাকবে আমার। এখন তাহলে যাই আমি।'

স্যার কেনেথকে আরব চিকিৎসকের হাতে তুলে দেয়ার পর তিনদিন পেরিয়ে গেছে।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় তাঁবুতে বসে আছেন রিচার্ড। পশ্চিম থেকে বয়ে আসা মৃদুমন্দ বাতাস ঢুকছে জানালা গলে। ফুরফুরে হাওয়ার পরশে মনটাও রিচার্ডের ফুরফুরে হয়ে উঠেছে। এমন সময় এক নাইট এসে খবর দিলো, সালাদিনের কাছ থেকে একজন দূত এসেছে। বাইরে অপেক্ষা করছে।

'এক্ষুণি ওকে নিয়ে এসো, জোসেলিন,' বললেন রাজা। 'আর শোনো, যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে ভুলো না।'

চলে গেল জোসেলিন। একটু পরেই ফিরে এলো সালাহউদ্দিনের দূতকে নিয়ে। লোকটাকে দেখে ন্যুবিয়ান ক্রীতদাসের চেয়ে উঁচুস্তরের মনে হয় না। দীর্ঘদেহী, চমৎকার স্বাস্থ্য, প্রায় কালো মুখটায় গর্বিত ভাব। কয়লা কালো চুলগুলোর ওপর দুধশাদা একটা কাপড় জড়িয়েছে। তার পোশাকও শাদা ধবধবে। পেছনে অদ্ভুত সুন্দর একটা কুকুর। যেমন বিরাট তেমনি স্বাস্থ্য সেটার। কুকুর বাঁধা ফিতেটা ধরে আছে লোকটা বাঁ হাতে।

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কুর্নিশ করলো দূত। উঠে এক হাঁটুর

ওপর বসলো। তারপর পোশাকের ভেতর থেকে রেশমী কাপড়ের একটা পুটুলি বের করে এগিয়ে দিলো রাজার হাতে।

পুটুলিটা খুললেন রিচার্ড। ভেতরে সোনার কাপড়ের আরেকটা পুটুলি। সেটার ভেতর থেকে বের হলো সালাহউদ্দিনের চিঠি। আরবীতে লেখা। জোসেলিনকে পাঠিয়ে চিঠিটা অনুবাদ করিয়ে আনলেন রিচার্ড। চিঠির বক্তব্য :

'রাজাদের রাজা সালাদিন ইংল্যাণ্ডের সিংহকে,

'আপনার পাঠানো সর্বশেষ বার্তা আমি পেয়েছি। তাতে আপনি লিখেছেন, শান্তি নয় যুদ্ধই আপনার কাম্য। সুতরাং আমরা ধরে নিচ্ছি অন্তত এই একটা বিষয়ে আপনি অন্ধত্বের সাগরে ডুবে আছেন। শিগগিরই আপনি আপনার ভুল বুঝতে পারবেন, যখন আমরা আল্লাহর নবী মোহাম্মদ এবং নবীর ঈশ্বর আল্লাহর কৃপায় আপনার তুচ্ছ বাহিনীকে মরুভূমির বালুকারাশির সাথে মিশিয়ে দেবো। কিন্তু তখন আর ভুল শোধরানোর কোনো উপায় আপনার থাকবে না। আমরা একজন ন্যুবিয়ান ক্রীত-দাসকে পাঠাচ্ছি আপনার কাছে। ওর নাম যোহাউক। গায়ের রঙ দেখে বোকার মতো ওর মনের বিচার করবেন না : জানেন তো পৃথিবীতে গাঢ় রঙের ফলগুলোর ভেতরেই অপূর্ব স্বাদ ও সুগন্ধ লুকিয়ে থাকে? প্রভুর মন রক্ষা করে কাজ করতে জানে যোহাউক। জ্ঞান বুদ্ধিও আছে। ওকে যখন বুঝতে শিখবেন ওর পরামর্শও নিতে পারবেন আপনি। দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে ও বোবা, তবে কালা নয়। তাই ওর ভাষা বুঝবার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে আপনাকে।

'সব শেষে, আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন আমরা ওকে পাঠাচ্ছি? জবাব একটাই, শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ। নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন এমনি শুভেচ্ছা অতীতেও আমরা দেখিয়েছি। সুতরাং অনুরোধ, ওকে অবিশ্বাস করবেন না। সে সময় খুব দূরে নয় যখন আপনার উপকার করে ও আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা দেবে। বিদায়।'

তাঁবুর এক কোণে বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে ন্যুবিয়ান। দৃষ্টি মাটির দিকে। চিঠি পড়া শেষ করে তার দিকে তাকালেন রিচার্ড। প্রচলিত এক মিশ্র ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈশ্বরে বিশ্বাস করো না তুমি?'

মাথা নাড়লো ক্রীতদাস। একটা হাত মুখের সামনে তুলে আঙুল দিয়ে বাতাসে ক্রুশ আঁকলো, বোঝাতে চাইলো, সে খ্রীষ্টান।

'ন্যুবিয়ান খ্রীষ্টান নিঃসন্দেহে,' বললেন রিচার্ড। 'মুসলমানরা তোমার জিভ কেটে নিয়েছে?'

এবারও ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো ক্রীতদাস। আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করলো, তারপর নামিয়ে আনলো ঠোঁটের ওপর।

'বুঝতে পেরেছি,' রাজা বললেন, 'ঈশ্বর তোমাকে বোবা করে গড়েছেন। আচ্ছা, তুমি বর্ম, অস্ত্রপাতি এসব পরিষ্কার করতে পারো; দরকারের সময় এগিয়ে, জুগিয়ে, পরিয়ে দিতে পারো?'

মাথা ঝাঁকালো যোহাউক। তাঁবুর খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে রাখা রাজার বর্মের দিকে এগিয়ে গেল। সেটা পেড়ে নিয়ে এমন অদ্ভুত

দক্ষতায় এত দ্রুত পরিষ্কার করে আবার ঝুলিয়ে রাখলো যে দেখে চমৎকৃত হলেন রাজা।

'হুঁ,' বললেন তিনি, 'লোকটা তুমি কাজেরই মনে হচ্ছে। থাকো তাহলে। আমার ফাই ফরমাশ খাটবে।'

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সম্মান জানালো ন্যুবিয়ান ক্রীতদাস। উঠে তাঁবুর এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালো প্রভুর নির্দেশের প্রতীক্ষায়।

'এক্ষুণি শুরু করতে পারো,' রিচার্ড বললেন। 'আমার ঐ ঢালটায় দেখ, একটু মরিচা ধরেছে মনে হচ্ছে, পরিষ্কার করে রাখো।'

কাজে লেগে গেল যোহাউক।

কিছুক্ষণ পর স্যার হেনরি নেভিল এক তাড়া কাগজ পত্র নিয়ে রাজার কাছে এলেন।

'ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছে, মহানুভব,' রাজার হাতে দিতে দিতে তিনি বললেন।

'ইংল্যাণ্ড থেকে!' লাফিয়ে উঠলেন রিচার্ড। 'আমাদের ইংল্যাণ্ড থেকে! এক্ষুণি পড়তে হয়।'

কাগজগুলো রেখে চলে গেলেন স্যার নেভিল। রিচার্ড সে-গুলো খুলে বসলেন। কয়েকটা কাগজ পড়ার পরই মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো তাঁর। হতাশাজনক খবরাখবর এসেছে দেশ থেকে।

দুই সহোদর জন ও জিওফ্রেকে দেশ শাসনের ভার দিয়ে ক্রুসেডে এসেছিলেন রিচার্ড। এখন দু'ভাইয়ের ঝগড়ায় দেশের শান্তি বিপন্ন। নিজেদের ভেতর তো বটেই এলি-র বিশপ লংশ্যাম্প-এর সাথেও কলহ চলছে দু'জনেরই। এই কলহ ঝগড়ার পরিণতিতে নিষ্ঠুর ভাবে নির্যাতিত হচ্ছে দরিদ্র কৃষক প্রজারা। এমন অবস্থা

আর কিছু দিন চললে কৃষকরা যে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নতুন প্রভুর দিকে পেছন ফিরে তাঁবুর দরজার কাছে বসে আপন মনে কাজ করছে ন্যুবিয়ান ক্রীতদাস। রাজা এখনো গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করে চলেছেন দেশের হতাশাজনক খবরাখবর।

এই সময় অন্য একজন অভিনেতা মঞ্চে প্রবেশ করলো পা টিপে টিপে। লোকটা একজন তুর্কী। বয়েসে প্রৌঢ়, বেদুইনদের মতো পোশাক পরনে।

তুর্কীর পেছনে কয়েকজন খ্রীষ্টান সৈনিক। তারা চিৎকার করছে, 'নাচ, তুর্কী, নাচ, নইলে ধনুকের ছিলা দিয়ে মারবো তোর পিঠে।'

ভয় পাওয়া ভঙ্গিতে লাফ দিয়ে উঠলো তুর্কী। হো-হো করে হেসে উঠলো সৈনিকেরা। আবার চিৎকার করে উঠলো, 'নাচ, নাচ, নয় তো মারলাম।'

সত্যিই এবার বাতাস লাগা শুকনো ঝরা পাতার মতো ঘুরে ঘুরে, লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে শুরু করলো ঢোলা জোব্বা পরা তুর্কী। ওহ, সে কি নাচ! তুর্কী নাচন বলতে বোধ হয় এমন নাচকেই বোঝায়। উন্মাদ না হলে বা ঘাড়ে অশুভ আত্মা ভর না করলে এমন নাচ কারো পক্ষে নাচা অসম্ভব।

নাচতে নাচতে সে একটু একটু করে রাজকীয় তাঁবুর দিকে এগোচ্ছে। অবশেষে রাজার তাঁবু থেকে বিশ কি ত্রিশ গজ দূরে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল তুর্কী। চেহারা দেখে মনে হলো, এক বিন্দু শক্তি অবশিষ্ট নেই তার শরীরে।

'পানি খাওয়াও! পানি খাওয়াও!' চিৎকার করে উঠলো এক

সৈনিক। 'এমন ফুর্তির নাচ নাচার পর পানি না খেয়ে থাকতে পারে না ওরা।' বলে খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগলো সৈনিকটা।

'হ্যাঁ, পানি!' চিৎকার করলো অন্য একজন। 'পানি খেয়ে আরেক চক্কর হবে নাকি?'

'পানি ওকে দিচ্ছি না,' বললো তৃতীয় জন। 'ব্যাটা মুসলমানের বাচ্চাকে খ্রীষ্টান বানিয়ে ছাড়বো। সাইপ্রাসের মদ খাওয়াবো ওকে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! ঠিক, ঠিক!' সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো অনেক ক'জন। ঘিরে ধরলো তারা তুর্কীটাকে। একজন এগিয়ে গিয়ে উঁচু করে ধরলো তার মাথা। অন্য একজন বিরাট একটা মাটির পাত্র ভর্তি মদ এনে ধরলো মুখের কাছে। এক চুমুকে মাটির পাত্রটা শূন্য করে ফেললো তুর্কী—অন্তত খ্রীষ্টান সৈনিকদের কাছে তা-ই মনে হলো।

রাম একটা ঢেকুর তুলে বিড় বিড় করে তুর্কী বললো, 'আল্লাহ করিম!'

এরপর সৈনিকরা তাকে টেনে হিঁচড়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু রাজি হলো না তুর্কী। ধস্তাধস্তি শুরু করলো। সেই সাথে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী স্বরে চিৎকার।

'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও,' ফিসফিস করে বললো একজন, 'যে পরিমাণ গিলেছে, কয়েক মিনিটের ভেতর ভেজা ইঁদুরের মতো নেতিয়ে পড়বে।'

কথাটা পছন্দ হলো অন্য সৈনিকদের। তুর্কীকে ছেড়ে দিয়ে একজন একজন করে সরে গেল তারা। কিছুক্ষণ আগে যেমন ছিলো আবার তেমনি নিরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল জায়গাটা।

একুশ

প্রায় সিকি ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।

তাঁবুর দরজার কাছে বসে এখনো ঢাল পরিষ্কার করছে ন্যুবিয়ান ক্রীতদাস। ওপাশে তাঁবুর খোলা দরজা, তার ওপাশে ফাঁকা জায়গায় পড়ে আছে তুর্কী লোকটা। মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছে তাকে ন্যুবিয়ান। হঠাৎ সে খেয়াল করলো, মাথাটা নড়ে উঠলো তুর্কীর। এক সেকেণ্ড পরেই মুখটা উঁচু হলো। কচ্ছপের মতো মাথা ঘুরিয়ে সাবধানে এদিক ওদিক তাকালো। আশ্চর্য হলো যোহাউক, মাতালের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না তুর্কীর আচরণে। একটু পরেই সন্তুষ্টির ভাব ফুটলো তুর্কীর দাড়িওয়ালা মুখটায়। ধীরে ধীরে মাটিতে ভর দিয়ে উঠে বসলো সে। আবার তাকালো চারপাশে। তারপর উঠে দাঁড়ালো। পা টিপে টিপে এগিয়ে আসতে লাগলো রাজার তাঁবুর দিকে। ন্যুবিয়ানের কাছে কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হলো তার ভাবভঙ্গি। তুর্কী লোকটা যে এখনো ওকে দেখেনি তা বুঝতে পারলো তার নিশ্চিন্ত মুখ দেখে। কি মনে করে তাঁবুর ভেতর দিকে একটু আড়ালে সরে এলো যোহাউক। যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে তৈরি মনে মনে।

ঘাড় ফিরিয়ে রাজার দিকে তাকালো একবার যোহাউক। ইংল্যাণ্ড থেকে আসা কাগজপত্রগুলো উল্টেপাল্টে দেখছেন এখনো।

যোহাউক তাঁবুর বাইরে তাকালো আবার। এসে গেছে তুর্কী। বাইরের তাঁবুর দরজা পেরোচ্ছে। এক মুহূর্ত পর বিদ্যুৎগতিতে পোশাকের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ ধার একটা ছোরা বের করে ছুটে আসতে লাগলো সে রাজার দিকে। ভেতরের তাঁবুর দরজা যখন পেরোচ্ছে ততক্ষণে ছোরা ধরা হাতটা উঠে গেছে মাথার ওপরে। আর কয়েক পা গিয়েই বসিয়ে দেবে রাজার পিঠে। এখন পুরো একটা বাহিনী এলেও আর রক্ষা করতে পারবে না রাজাকে। ঠিক সেই মুহূর্তে লাফ দিলো ন্যুবিয়ান। এক লাফে তুর্কীর পেছনে চলে এসে বজ্রমুঠিতে চেপে ধরলো ছোরা ধরা হাতটা। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুরি চালালো তুর্কী। যোহাউক-এর বাহুতে আঁচড় কেটে নেমে গেল ছোরা। কিন্তু ততক্ষণে অন্য হাতে জড়িয়ে ধরে এক আছাড় মেরেছে ন্যুবিয়ান তুর্কীকে। এদিকে শব্দ শুনে রিচার্ডও উঠে দাঁড়িয়েছেন চেয়ার ছেড়ে। এক পলক তাকিয়েই পরিস্থিতি বুঝে নিলেন তিনি। মুহূর্তে যে চেয়ারটায় বসে ছিলেন সেটা তুলে নিয়ে সর্বশক্তিতে বসিয়ে দিলেন তুর্কীর মাথায়। ভয়ঙ্কর এক আর্তনাদ বেরোলো তুর্কীর গলা দিয়ে। তারপর দু'বার—একবার জোরে, একবার ভগ্নকণ্ঠে 'আল্লাহু আকবর' বলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো সে।

চিৎকার ধস্তাধস্তির শব্দে প্রহরীরা ছুটে এসেছে।

'বেশ ভালোই পাহারা দাও তোমরা,' তাদের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন রিচার্ড, 'আমাকে নিজের হাতে একাজ করতে হলো! হাঁ করে দেখছো কি? জীবনে কোনোদিন মরা তুর্কী

দেখনি ? যাও, লাশটা ফেলে দিয়ে এসো শিবিরের বাইরে। কিন্তু তুমি, আমার কালো, নিরব বন্ধু,' ন্যুবিয়ানের দিকে ফিরলেন রাজা। 'কি করে টের পেলে ?—আরে তুমি দেখছি আহত। আমি শপথ করে বলতে পারি ঐ ছুরির আগায় বিষ মাখানো আছে। অ্যাই,' রক্ষীদের দিকে ফিরে যোগ করলেন রাজা, 'তোমাদের কেউ একজন বিষটুকু চুষে নাও তো।'

একে অন্যের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো সৈনিকরা। বিষ চুষে নিতে বলায় ভয় পেয়েছে ওরা। প্রত্যেকেই ভাবছে অন্য কেউ পালন করুক রাজার নির্দেশ।

'কি হলো' গর্জে উঠলেন রাজা। 'এসব বিষ ঠোঁটে বা জিভে লাগলে কিছু হয় না, রক্তে মিশলেই ভয়।'

তবু ইতস্তত করছে রক্ষীরা।

'যে কাজ নিজে করতে পারি না সে কাজ আমি অন্যকে করতে বলি না, গর্দভের দল,' বলে আর দেরি না করে এগিয়ে গেলেন রিচার্ড ন্যুবিয়ান ক্রীতদাসের দিকে। নিজে তার ক্ষতস্থানে ঠোঁট লাগিয়ে চুষে আনলেন রক্ত। থু করে রক্তটুকু ফেলে দিয়ে আবার ঠোঁট লাগাতে যাবেন রিচার্ড, লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল যো-হাউক। ইশারায় জানালো, রাজাকে সে আর কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না।

প্রতিবাদসূচক কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুললেন রাজা, কিন্তু বলতে পারলেন না, স্যার নেভিল ঢুকেছেন তাঁবুতে। তাঁর দিকে তাকিয়ে রিচার্ড বললেন, 'এই ন্যুবিয়ানকে তোমার তাঁবুতে নিয়ে যাও, স্যার নেভিল। ওর সম্পর্কে মত পাল্টেছি আমি। ওর কোনো রকম অযত্ন যেন না হয় দেখবে ; আর খেয়াল রাখবে, যেন পালাতে না

পারে। আমার ধারণা যা মনে হয় ও আসলে তা নয়।' ন্যুবিয়ানের দিকে ফিরলেন তিনি। 'কালো বন্ধু, আমার পতাকার অসম্মান যে করেছে তাকে যদি খুঁজে বের করতে পারো তোমার ওজনের সমান সোনা আমি তোমাকে দেবো।'

ক্রীতদাস এমন ভঙ্গি করলো যেন এক্ষুণি সে কথা বলে উঠবে কিন্তু অস্পষ্ট গোঙানির মতো কিছু শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ বেরোলো না তার গলা দিয়ে। শেষে দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে মাথা ঝাঁকালো, যেন বোঝাতে চাইলো সে জানে অপরাধী কে।

'কি!' চেঁচিয়ে উঠলেন রিচার্ড, 'তুমি জানো?'

আবার একই ভঙ্গি করলো ন্যুবিয়ান ক্রীতদাস যোহাউক।

'বলো।...কিন্তু কি করে বলবে তুমি? লিখতে পারো?'

মাথা ঝাঁকালো দাস।

'লেখার জিনিসপত্র দাও ওকে,' চিৎকার করলেন রাজা। 'এ দেখছি একটা রত্ন, নেভিল! কালো মানিক!'

'আপনি কি মনে করেন জানি না, মহানুভব,' বললেন নেভিল, 'আমার মনে হয় শত্রুপক্ষের সাথে ওর যোগাযোগ আছে। না হলে যে কথা কেউ জানে না, ও জানবে কি—'

'থামো, নেভিল,' চিৎকার করে উঠলেন রিচার্ড, 'আমার হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারের আশা দেখতে পাচ্ছি, আমাকে বাধা দিও না।'

সুতরাং আর কথা না বাড়িয়ে কাগজ কলম দিলেন নেভিল যোহাউককে।

লেখা শেষ করে যথারীতি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কুর্নিশ করলো ন্যুবিয়ান। কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিলো রাজার দিকে।

রাজা পড়লেন :

'ইংল্যাণ্ডের দুর্জয় রাজা মহান রিচার্ড, নগন্য দাসের অপরাধ নেবেন না। রহস্য লুকিয়ে আছে, তালাবদ্ধ হৃদয়-প্রকোষ্ঠে। জ্ঞানের চাবি সে তালা খুলতে পারে। খ্রীষ্টান বাহিনীর নেতাদের একে একে আপনার এই অধম দাসের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে বলুন। আমার বিশ্বাস আমি চিনতে পারবো সেই কুখ্যাত অপরাধীকে।'

'আরে, তুমি দেখছি চমৎকার গুছিয়ে লিখতে পারো!' সবিস্ময়ে বললেন রিচার্ড। 'ঠিক আছে, সেইন্ট জর্জের চূড়ায় যখন আমাদের নতুন পতাকা ওড়ানো হবে তখন সব রাজা রাজপুত্র তাকে সম্মান জানাতে আসবে। নেভিল, সে সময় ওকে পতাকা দণ্ডের পাশে বসিয়ে দিও। আর শোনো,' গলা খাদে নামিয়ে স্যার নেভিলের কানে কানে রাজা বললেন, 'এঙ্গাদির সেই সন্ন্যাসীকে নিয়ে এসো আমার কাছে এক্ষুণি। একা একা আমি তাঁর সাথে কিছু আলাপ করতে চাই।'

বাইশ

এবার আমরা কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনায় ফিরে যাবো।

রাজা রিচার্ডের তাঁবুর পেছন দিককার ছোট্ট তাঁবুটা থেকে

বেরিয়ে এলো নাইট অভ দ্য লেপার্ড। মুখ শুকনো, দুশ্চিন্তা-ক্লিষ্ট। সাথে তার নতুন প্রভু আরবীয় চিকিৎসক। যে তাঁবুতে হাকিমের জিনিসপত্র ও সঙ্গী সাথীরা রয়েছে সেই তাঁবুর দিকে চলতে লাগলেন তাঁরা।

তাঁবুতে পৌঁছে একটা বিছানা দেখিয়ে নাইটকে বসতে বললেন হাকিম। নিঃশব্দে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলো নাইট। চাপা কান্নার মতো যন্ত্রণাকাতর একটা শব্দ বেরিয়ে এলো তার গলা দিয়ে। আর্দ্র হয়ে উঠলো হাকিমের মন। বিছানার পাশে একটা আসনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন তিনি।

'বন্ধু, শান্ত হও,' বললেন, 'কবির সে বাণী শোনোনি? "নিজের অস্থির অনুভূতির দাস হওয়ার চেয়ে দয়ালু প্রভুর দাস হওয়া শ্রেয়।"—এত ভেঙে পড়ার কি হয়েছে? জানো না জ্যাকব (ইয়াকুব) নবীর ছেলে জোসেফকে (ইউসুফ) তার আপন ভাইরা এক রাজার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলো? সেই তুলনায় তোমার ভাগ্য তো অনেক ভালো। তোমার রাজা এমন এক জনের হাতে তোমাকে তুলে দিয়েছে যে তোমার সাথে আপন ভাইয়ের মতো ব্যবহার করবে।'

ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে মুখ খুললো স্যার কেনেথ, কিন্তু স্বর বেরোলো না। কি একটা যেন পিণ্ডের মতো আটকে আছে তার গলার কাছে।

খাওয়ার সময় হলো। রাজসিক সব খাবার দাবার এনে রাখলো হাকিমের ভৃত্যরা নাইটের সামনে। কিন্তু এক পাত্র ঠাণ্ডা পানি ছাড়া আর কিছু মুখে দিতে পারলো না স্যার কেনেথ।

'এখন তাহলে ঘুমাও,' বললেন হাকিম। 'ঘুম তোমার মনের

অস্থিরতা প্রশমিত করবে।'

কোনো কথা না বলে শুয়ে পড়লো নাইট। চোখ বুঁজলো কিন্তু ঘুম এলো না। তবু শুয়ে রইলো সে। তাঁবুর ভেতর আলো নিভে গেল এক সময়। এখনো ঘুম আসেনি নাইটের। কোনো দিন কি আসবে?

ভোর তিনটের সময় হাকিমের এক ভৃত্য এসে উঠিয়ে দিলো নাইট-কে। বললো, 'তৈরি হয়ে নিন, এক্ষুণি রওনা হবো আমরা।'

তৈরি হওয়ার কিছু ছিলো না, উঠে লোকটার পেছন পেছন তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালো স্যার কেনেথ। আকাশে প্রায় পূর্ণ চাঁদ জ্যোৎস্নায় হাসছে মরুপ্রকৃতি। কেনেথ দেখলো তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে উটের সারি। হাকিমের জিনিসপত্র সব ওঠানো হয়ে গেছে তাদের পিঠে। একটা উট কেবল বসে আছে হাঁটু ভেঙে।

উটগুলো থেকে খানিকটা তফাতে জিন চাপানো অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো ঘোড়া। যাত্রার জন্যে তৈরি। একটু পরেই আল হাকিম তাঁর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে একটা ঘোড়ায় চেপে বসলেন। অন্য একটা এক ভৃত্যকে আদেশ করলেন স্যার কেনেথের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। এর পর পবিত্র কোরান থেকে শান্ত উদাত্ত স্বরে কয়েকটি আয়াত উচ্চারণ করলেন তিনি যার অর্থঃ মরুভূমি এবং শস্যক্ষেত্রে আল্লাহ আমাদের রক্ষক, মোহাম্মদ আমা-দের পথ প্রদর্শক।

রওনা হলো কাফেলা।

খ্রীষ্টান শিবিরের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় বেশ কয়েকবার রক্ষীরা থামালো তাঁদের। পরিচয় দিতেই অবশ্য ছেড়ে দিলো সঙ্গে

সঙ্গে। অবশেষে ক্রুসেডারদের সীমানা পেরোতে পারলো কাফেলা। শুরু হলো দীর্ঘ মরু-যাত্রা।

একদম সামনে দু'তিনজন ঘোড়সওয়ার, তারপর উটের সারি। সব শেষে আরো কয়েকজন ঘোড়সওয়ার। স্যার কেনেথ একটু পর-পরই পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। চোখদুটো ভিজে উঠতে চাইছে। পবিত্র নগরী উদ্ধারের আশায় যে পতাকার তলে সমবেত হয়েছিলো সে পতাকা পড়ে রইলো, পড়ে রইলো ওর বন্ধু, ভাই সৈনিকরা, পড়ে রইলো এডিথ। আর কোনোদিন ফিরবে না ও ওখানে। যুদ্ধের ফলা-ফল যা-ই হোক, জয় বা পরাজয়—একদিন ফিরে যাবে ক্রুসে-ডাররা, ও-ই কেবল থেকে যাবে বিধর্মীদের দাসত্ব করার জন্যে।

সারা রাত পথ চললো ওরা। অবশেষে ভোরের ধূসর আলো ফুটে উঠতে শুরু করলো। সূর্য উঠবে একটু পরেই। হাত উঁচু করে সবাইকে থামতে ইশারা করলেন হাকিম। নিজেও টেনে ধরলেন ঘোড়ার লাগাম। ঘোড়া থেকে নেমে মক্কার দিকে মুখ করে আজান দিতে লাগলেন তিনি :

'আল্লাহ এক! আল্লাহ এক! মোহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ!...নামাজে এসো! নামাজে এসো!...সময় বয়ে যায়...! বিচারের দিন এগিয়ে আসছে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটা মুসলমান ঘোড়া থেকে, উট থেকে নেমে হাকিমের পেছনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। দ্রুত অথচ আন্তরিক প্রার্থনায় আল্লাহর অনুকম্পা কামনা করলো, জীবনে যত দোষ করেছে সবকিছুর জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করলো।

এমন কি স্যার কেনেথও ওদের ধর্মের অকপট সারল্য ও গাম্ভীর্যকে ভক্তি না করে পারলো না। ও-ও প্রার্থনায় বসলো।

কিছুক্ষণ পর আবার রওনা হলো কাফেলা। একজন অশ্বারোহীকে কাছে ডেকে নিচু কণ্ঠে কি যেন বললেন হাকিম। ডান দিকে কিছু দূরে কয়েকটা বালিয়াড়ির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো লোকটা। এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল একটা উঁচু বালুকা-স্তূপের আড়ালে।

লোকটা ফিরে এলো কয়েক মিনিট পরেই। সোজা হাকিমের কাছে গিয়ে কিছু বললো। এবার আরো চার পাঁচ জন লোক ছুটে গেল সেই বালিয়াড়িগুলোর দিকে। দলের অন্যরা উৎসুক চোখে দেখতে লাগলো। একটু আগেও টুকটাক আলাপ করছিলো ভৃত্যরা। এখন সবাই নিরব। স্যার কেনেথ বুঝতে পারলো কিছু একটা ঘটেছে, বা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু কি তা ভেবে পেলো না।

নিরব কয়েকটা মিনিট পেরিয়ে গেল। ধীরগতি ঘোড়া ও উটের পায়ের মৃদু আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। বিরাট একটা বালিয়াড়ির ধার ঘেঁষে চলেছে এখন ওরা। বালিয়াড়িটা পেরোনোর পরপরই বোঝা গেল এতক্ষণের শ্বাসরুদ্ধকর উদ্বেগের কারণ। আকাশ এখনো পুরোপুরি ফর্সা হয়নি। অস্পষ্ট আলোতেও স্যার কেনেথ দেখতে পেলো এক মাইল কি তার কিছু বেশি দূরে কালো একটা জিনিস দ্রুত এগিয়ে চলেছে মরুভূমির ওপর দিয়ে। একটু ভালো করে তাকাতে বুঝতে পারলো, আসলে একটা নয় অনেকগুলো জিনিস ওখানে। একদল ঘোড়সওয়ার ছুটে চলেছে। এত দূর থেকেও বুঝতে অসুবিধা হলো না, লোকগুলো ইউরোপীয়, এবং পুরো মাত্রায় সশস্ত্র।

'দেখে তো মনে হচ্ছে খ্রীষ্টান বাহিনীর লোক,' হাকিমের একটু কাছে সরে এসে নীরবতা ভাঙলো নাইট। 'ভয় পাওয়ার কিছু তো আমি দেখছি না।'

'ভয়!' রুক্ষস্বরে জবাব দিলেন হাকিম। 'কে বললো ভয় পেয়েছি? মুসলমান এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পায় না। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, সে সতর্ক থাকবে না।'

'ওরা খ্রীষ্টান। এখন যুদ্ধ বিরতি চলছে। কেন ভাবছেন, ওরা হামলা চালাতে পারে?'

'টেম্পল-এর ধর্মীয় সৈনিক ওরা, ইসলামের অনুসারীদের সাথে কোনো আপোষ, যুদ্ধ বিরতি, শান্তি ওরা মানে না। আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন! সামনেই এক জায়গায় আমাদের থামার কথা পানির জন্যে। আমার ধারণা আমরা যেন ওখানে না যেতে পারি ওরা সে চেষ্টাই করবে। কিন্তু, বাছারা, হতাশ হতে হবে তোমাদের। মরুভূমির লড়াই তোমাদের চেয়ে অনেক ভালো বুঝি আমি।'

প্রধান অনুচরকে ডেকে সংক্ষেপে কিছু নির্দেশ দিলেন হাকিম। স্যার কেনেথের মনে হলো অদ্ভুত কোনো উপায়ে, অনেকটা যেন অলৌকিক ভাবে, গম্ভীর, ধীর, স্থির প্রাচ্যদেশীয় চিকিৎসক থেকে গর্বিত দুঃসাহসী সৈনিকে পরিণত হয়েছেন আল হাকিম। অনুচর বিদায় নিতেই নাইটের দিকে তাকালেন তিনি। বললেন, 'আমার কাছাকাছি থাকবে তুমি।'

'কেন?' একটু যেন দুর্বিনীত শোনালো নাইটের কণ্ঠস্বর। 'ওরা আমার স্বজাতি সৈনিক, আমি ওদেরই লোক। ওদের পতাকায় জ্বল জ্বল করছে ক্রুশ—আমি পারবো না ওদের ছেড়ে মুসলমানের সাথে পালাতে।'

'গর্দভ!' বললেন হাকিম। 'যদি ধরতে পারে তোমার ঐ স্বজাতিরা তোমাকে কি করবে জানো? হত্যা করবে। ওরাই যে যুদ্ধবিরতি লংঘন করেছে তার এক মাত্র সাক্ষী তুমি। সুতরাং তোমাকে

না মেরে ওদের উপায় নেই।'

'সে ঝুঁকি আমি নিতে রাজি আছি।'

'মানে বলতে চাইছো, তুমি আর আমার সাথে যাবে না? ওদের সাথে যোগ দেবে?'

'আঁ···হ্যাঁ।'

'সেক্ষেত্রে, প্রিয় নাইট, আমি জোর করে নিয়ে যাবো তোমাকে।'

'জোর করে!' ফুঁসে উঠলো স্যার কেনেথ। 'আমি নিরস্ত্র, তাই বলে ভাববেন না আমি দুর্বল।'

'হয়েছে, হয়েছে, থামো, সময় এখন খুব দামী জিনিস, আর নষ্ট করা যায় না,' বলে তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে একটা চিৎকার করলেন হাকিম। মুহূর্তে তাঁর সঙ্গীরা দ্রুতবেগে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে লাগলো মরুভূমির চারদিকে। স্যার কেনেথ ভালো করে কিছু বোঝার আগেই তার ঘোড়ার লাগামটা ছোঁ মেরে ধরে তীর বেগে নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন হাকিম। নাইটের মনে হলো, মাটি দিয়ে নয়, হাওয়ায় ভেসে উড়ে চলেছে যেন ঘোড়াগুলো। কয়েক মিনিটের ভেতর কয়েক মাইল পেরিয়ে এলেন তাঁরা।

এভাবে ঘণ্টাখানেক ছোটার পর যখন সবাই অনেক পেছনে পড়ে গেল, গতি কমালেন হাকিম। এতক্ষণে যেন একটু নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলো স্যার কেনেথ। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো, যেখানে পৌঁছেছে সে জায়গাটা তার অচেনা নয়। এই এলাকায়ই তার সাথে দেখা হয়েছিলো আমীর শিয়ারকফের। আরেকটু এগোলেই পৌঁছুবে মরু-হীরক নামের ছোট্ট মরূদ্যানটার কাছে।

মরূদ্যানে পৌঁছে ঘোড়া থামালেন হাকিম। নামলেন। নাইটকেও

বললেন নামতে। তারপর সবুজ ঘাসের ওপর কিছু খাবার রেখে বললেন, 'খাও। আর দুশ্চিন্তা কোরো না। তোমার কোনো রকম অমঙ্গল আমি হতে দেবো না।'

খাওয়ার চেষ্টা করলো নাইট। কিন্তু গলা দিয়ে নামলো না এক-টুকরো রুটিও। মনে পড়ে গেল ক'দিন আগের কথা। এই একই জায়গায় বসে আহার করেছিলো সে, একজন স্বাধীন মানুষ। ক্রুসে-ডের সর্বোচ্চ পরিষদের দূত হিশেবে যাচ্ছিলো, তখন ওর সামনে ছিলো আশা। আর এখন? কালো একটা মেঘ যেন ঢেকে ফেলেছে ওর মনকে।

হাকিম দেখলেন ওর অবস্থা। কিছু বললেন না। নিরবে উঠে এসে হাতটা তুলে নিলেন। নাড়ীর গতি মাপলেন, লাল চোখ দুটো দেখলেন, হাতের উত্তাপ আর শ্বাস প্রশ্বাসের গতি অনুভব করলেন।

'এখন তোমার ঘুম দরকার,' অবশেষে তিনি বললেন, 'কিন্তু অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে না ঘুমাতে পারবে। একটা ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে নাও। ঘুম আসবে তাড়াতাড়ি। তারপর দেখবে, শরীর, মন ঝর ঝরে হয়ে গেছে।'

পোশাকের ভেতর থেকে রুপোর জালে জড়ানো একটা ছোট্ট শিশি বের করলেন হাকিম। ছোট একটা সোনার পেয়ালায় তা থেকে কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ ঢেলে পানি মিশিয়ে এগিয়ে দিলেন নাইটের দিকে। বললেন, 'খেয়ে নাও ভয়ের কিছু নেই, বিষ নয়।'

'জানি। রাজা রিচার্ডকে বিষ দেওয়ার সুযোগ পেয়েও আপনি কাজে লাগাননি, আমি তো তুচ্ছ মানুষ!'

এক ঢোকে ওষুধটুকু খেয়ে নিলো স্যার কেনেথ। একটু পরেই ঘুমিয়ে গেল একটা খেজুর গাছের ছায়ায়।

তেইশ

কেমন একটা বিভ্রান্তির ভেতর ঘুম ভাঙলো নাইট অভ দ্য লেপার্ডের। বুঝতে পারলো না সত্যিই ঘুম ভেঙেছে না স্বপ্ন দেখছে। মনে পড়লো হাকিমের দেয়া ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো মরুহীরক মরূদ্যানে। কিন্তু এ কোথায় ঘুম ভাঙলো ওর!?

চমৎকার একটা পুবদেশীয় পালঙ্কে শুয়ে আছে স্যার কেনেথ। গায়ের বর্ম, যোদ্ধার পোশাক খুলে নিয়ে সুন্দর একটা রাতের পোশাক পরিয়ে দিয়েছে কে যেন। মাথার ওপর রেশমী তাঁবু। ও কে তা মনে পড়লো। হাকিমের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ওকে রাজা রিচার্ড দাস হিশেবে। তাহলে? হাকিম এত আরামে রেখেছে কেন ওকে? নিশ্চয়ই ওকে ধর্মান্তরিত করার ফন্দি এঁটেছে, তা না হলে দাসের সাথে কেউ এত সদয় ব্যবহার করে?

পরিচিত একটা কণ্ঠস্বরে চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল নাইটের। হাকিমের গলা।

'ঢুকতে পারি তাঁবুতে?'

'দাসের তাঁবুতে ঢুকতে,' জবাব দিলো স্যার কেনেথ, 'মনিবের অনুমতির দরকার করে না।'

'কিন্তু আমি যদি মনিব হিশেবে না এসে থাকি ?' এবারও না ঢুকে বললেন হাকিম।

'চিকিৎসক নির্দ্বিধায় আসতে পারেন রোগীর শয্যাপাশে।'

'আমি চিকিৎসক হিশেবেও আসিনি, সুতরাং অনুমতি ছাড়া ঢুকতে পারি না।'

'বন্ধু বন্ধুকে দেখতে আসতে পারে অনুমতি ছাড়াই।'

'যদি আমি বন্ধু হিশেবেও না এসে থাকি ?'

'তাহলে তো আর অনুমতির দরকার করে না, আপনি যদি আসতেই চান আমি চাইলেই কি না চাইলেই কি ?'

'বেশ, তাহলে আসছি,' বললেন হাকিম, 'তোমার পুরনো কিন্তু সদয়, সৎ শত্রু হিশেবে।'

ঢুকলেন হাকিম। বিস্ময়ে কথা সরলো না স্যার কেনেথের মুখে। তার বিছানার পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে আসলে সে কে ? গলার স্বর আল হাকিমের মতোই ; কিন্তু চেহারা, পোশাক, আকার আয়তন সব কুর্দিস্তানী আমীর শিয়ারকফের মতো। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে রইলো নাইট।

'খুব অবাক হয়ে গেছ, না ?' বললো শিয়ারকফ। 'ভাবছো সাধারণ একজন সৈনিক রোগী ভালো করার কৌশল জানে কি করে ? তাহলে শোনো, একজন ভালো অশ্বারোহী সৈনিককে কি কি জানতে হয়—শুধু চড়ার এবং চালানোর কায়দা জানলে চলবে না, কি করে চালানোর জন্যে তৈরি করতে হবে অর্থাৎ জিন চাপাতে হবে, লাগাম আঁটতে হবে তা-ও জানতে হবে ; কি করে তলোয়ার বানাতে হয় এবং যুদ্ধের ময়দানে ব্যবহার করতে হয় তা-ও জানতে হবে তাকে। এবং সবচেয়ে বড় যেটা, আঘাত করায় যেমন দক্ষ হতে হবে তা

ভালো করায়ও তেমন দক্ষ হতে হবে একজন ভালো ঘোড়সওয়ার সৈনিককে। এর সবগুলোই আমি জানি। কিন্তু, এখনো তুমি শুয়ে আছো কেন? সূর্য তো মাথার ওপর উঠে এসেছে!'

'জনাব শিয়ারকফ, আপনার অন্য দাসেরা যে পোশাক পরে আমাকে সেই পোশাক দিন,' বললো নাইট, 'আমি খুশি মনে পরবো; কিন্তু মুসলমান সৈনিকের পোশাক—আমাকে যদি মুক্ত করে দেন তবু পরতে পারবো না।'

'খ্রীষ্টান,' আমীর বললো, 'তোমাকে আমি বলেছি, যে স্বেচ্ছায় মুসলমান হতে চায় তাকেই শুধু ধর্মান্তরিত করেন মহান সালাহ-উদ্দিন?'

মাথা ঝাঁকালো নাইট।

'তাহলে আর ভয় কেন? তোমার জন্যে যে পোশাক তৈরি রাখা হয়েছে নির্দ্বিধায় পরো। কেউ তোমাকে মুসলমান হতে বলবে না। 'পোশাকটা মুসলমান সৈনিকের সন্দেহ নেই, কিন্তু এর পেছনে কারণ আছে। তোমার দেশী পোশাক পরে যদি সালাহউদ্দিনের শিবিরে যাও, কেউ হয়তো অপমান করে বসবে তোমাকে।'

'যদি সালাদিনের শিবিরে যাই!' বিস্মিত কণ্ঠে বললো নাইট। 'ইচ্ছা মতো কাজ করার স্বাধীনতা আমার আছে?'

'মরুভূমির বালি উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার যতখানি স্বাধীনতা আছে বাতাসের, ঠিক ততটাই স্বাধীন তুমি। যাক, এসো, একটা ব্যাপার আগে ফয়সালা করে নেয়া যাক। আমি একজন চিকিৎসক, স্বীকার করো তো?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে এটাও নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, যে ক্ষত ভালো করতে

হবে সেটা চিকিৎসককে স্পর্শ করতে দিতে হবে ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে বলো, রাজা রিচার্ডের এই বোনটাকে তুমি ভালোবাসো না ? আমার কাছে লুকিও না—আমি চিকিৎসক, তোমার মনের ক্ষত সারিয়ে তুলতে চাই।'

চুপ করে রইলো স্যার কেনেথ। 'বাসতাম,' অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললো।

'এখন আর বাসো না ?'

'ওকে ভালোবাসার যোগ্য আর নই আমি,' জবাব দিলো স্যার কেনেথ। 'কিন্তু, আমি মিনতি করছি, এ আলাপ এবার বন্ধ করুন। আপনার কথা ছুরির আঘাতের মতো বিঁধছে আমার হৃদয়ে।'

'হ্যাঁ—আর একটা প্রশ্ন, ওকে পাওয়ার আশা ছিলো ?'

'আশা ছাড়া ভালোবাসা বাঁচে কি করে ? তবে আমি হতাশ হয়ে উঠতে শুরু করেছিলাম।'

'এখন ? সে আশা কি পুরো দূর হয়ে গেছে ?'

'চিরতরে।'

'কিন্তু ধরো, ইংল্যাণ্ডের পতাকা যে চুরি করেছে তাকে তুমি ধরিয়ে দিতে পারলে ?'

'যে সম্মান, যে মর্যাদা আমি হারিয়েছি তা হয়তো আবার ফিরে পাবো।'

'তা হলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

এক মুহূর্ত ভাবলো নাইট। বললো, 'আমার রাজনৈতিক আনুগত্য আর খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি বিশ্বাস—এই দুইয়ের বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু ছাড়া আপনি যা বলবেন আমি করতে রাজি।'

'তাহলে শোনো,' বললো আরব। 'তোমার কুকুরটা ভালো হয়ে গেছে। ওকে ব্যবহার করে সহজেই তুমি খুঁজে বের করতে পারবে অপরাধীকে।'

চমকে উঠলো নাইট। 'তাই তো! একথাটা কেন মাথায় আসেনি! কিন্তু···কিন্তু, রসওয়াল তো এখন আপনার···।'

'আবার তোমার হতে পারে,' বললো শিয়ারকফ, 'যদি সালাহ-উদ্দিনের একটা চিঠি পৌঁছে দাও রিচার্ডের এই বোনকে—কি যেন নাম?—আমি ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারি না।'

জবাব দেয়ার আগে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো স্যার কেনেথ।

শিয়ারকফ জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি ভয় পাচ্ছো?'

'যদি জানতাম ঐ চিঠি নিয়ে গেলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত তা হলে পেতাম না,' জবাব দিলো স্যার কেনেথ। 'ভাবছি, সালাদিনের চিঠি বয়ে নিয়ে যাওয়া আমার উচিত হবে কিনা।'

'আল্লাহর নবীর নামে শপথ করে বলছি,' পরিপূর্ণ সম্মান আর মর্যাদার সঙ্গে লেখা হয়েছে চিঠিটা।

'তাই যদি হয়, আমি নিয়ে যাবো সালাদিনের চিঠি।'

'তাহলে এসো আমার তাঁবুতে, তোমার পোশাক এবং চেহারা বদলে দেবো। কেউ চিনতে পারবে না।'

চব্বিশ

কিন্তু পাঠক নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন, যে ন্যুবিয়ান ক্রীতদাসকে রাজা রিচার্ডের কাছে পাঠিয়েছেন সালাহউদ্দিন সে আর কেউ নয় স্যার কেনেথ ?

সেইন্ট জর্জ পাহাড়ের চূড়ায় ইংল্যাণ্ডের রাজার পাশে এখন সে দাঁড়িয়ে আছে। কুকুর বাঁধা চামড়ার ফিতেটা হাতে।

সিংহ-হৃদয় রিচার্ড তাঁর রাজকীয় পোশাকে বসে আছেন একটা ঘোড়ার পিঠে। পাশে ইংল্যাণ্ডের পতাকা হাতে আরেকটা ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন ইংরেজ বাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষ, রিচার্ডের সহোদর আর্ল অভ স্যালিসবারি উইলিয়াম। ইংল্যাণ্ডের বিশাল পতাকাটা পত পত শব্দে উড়ছে রাজার মাথার ওপর।

বিভিন্ন দেশের বাহিনীগুলো সুশৃঙ্খল সারি বেঁধে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলেছে ছোট্ট পাহাড়টার পাদদেশ ঘেঁষে। প্রতিটি বাহিনীর একেবারে সামনে ঘোড়ার পিঠে চেপে চলেছেন তাদের অধিপতি রাজা বা রাজপুত্র। সাগরের ঢেউ যেমন একের পর এক এগিয়ে আসে তেমনি এগিয়ে আসছে একটার পর একটা বাহিনী। পেরিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের সামনে দিয়ে। সেনাপতিরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে

উঠে আসছেন কয়েক পা। রিচার্ড ও ইংল্যাণ্ডের পতাকার প্রতি সম্মান দেখিয়ে একটা সংকেত করছেন। তারপর নেমে আবার চলে যাচ্ছেন যাঁর যাঁর বাহিনীর সামনে। গির্জার প্রভুরা আশীর্বাদ করছেন রিচার্ড ও তাঁর পতাকাকে।

রাজা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার কিছুটা পেছনে উঁচু একটা কাঠের মঞ্চ মতো করা হয়েছে। সেখানে বসে আছেন রানী বেরেঙ্গারিয়া ও তাঁর সখীরা। এডিথও আছে তাদের ভেতর। রাজা মাঝে মাঝে পেছন ফিরে দেখছেন ওঁদের। তারপর আবার তাকাচ্ছেন সামনে দিয়ে চলে যাওয়া সৈনিকদের দিকে। ন্যুবিয়ান ও তার কুকুরের দিকেও তাকাচ্ছেন একটু পরপরই, বিশেষ করে কোনো বাহিনীর নেতা যখন উঠে আসছেন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। কিন্তু এখনো কোনো রকম চঞ্চলতা দেখায়নি যোহাউক বা তার কুকুর। স্থির চোখে ওরা তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

ফ্রান্সের ফিলিপ তার সুসজ্জিত সৈনিকদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তারপর এলেন টেম্পল-এর বীর সৈনিকরা। ন্যুবিয়ানের দিকে তাকালেন রাজা। নাহ্, এবারও কোনো প্রতিক্রিয়া নেই তার ভেতর। টেম্পলারদের গ্র্যাণ্ড মাস্টার উঠে এলেন ঢাল বেয়ে। অধীনস্থ সৈনিকের মতো সম্মান নয়, পুরোহিতের মতো আশীর্বাদ করলেন তিনি রিচার্ডকে।

'ব্যাটা দাম্ভিক, পাদ্রীর মতো আচরণ করছে,' আর্ল অভ স্যালিসবারিকে নিচু কণ্ঠে বললেন রিচার্ড। 'তবু ওকে [illegible] ছেড়ে দিচ্ছি, ওর লোকগুলোকে কাজে লাগাতে পারবো আমরা। এই যে এবার আসছে আমাদের দুঃসাহসী শত্রু ডিউক অভ অস্ট্রিয়া। ওর আচরণ লক্ষ্য কোরো, উইলিয়াম। আর তুমি, ন্যুবিয়ান, খেয়াল রাখো

কুকুরটা যেন ভালো করে দেখতে পায় ওকে।'

নড়লো না যোহাউক। কুকুরটাও না।

এরপর এলো মার্কুইস অভ মণ্টসেরাতের সৈনিকরা। বাহিনীর একেবারে সামনে মণ্টসেরাতের ভাই এঙ্গুয়েরঁদ। মার্কুইস নিজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বারো শো স্ট্রাডিওট-এর (ভেনিসের লোকদের নিয়ে গঠিত হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী) একটা সুসজ্জিত দলের।

সেইন্ট জর্জের পাদদেশে পৌছুলো স্ট্রাডিওটদের দলটা। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ঢাল বেয়ে উঠে আসতে লাগলেন কনরেড অভ মণ্টসেরাত। রিচার্ড ভাবছেন তিনিও এগিয়ে যাবেন কয়েক পা, চমৎকার মানুষটাকে স্বাগত জানাবেন। ঠিক এই সময় ভয়ানক স্বরে চিৎকার করে ভীষণ এক লাফ দিলো রসওয়াল। সঙ্গে সঙ্গে ন্যুবিয়ান ছেড়ে দিলো তাকে।

তীরবেগে ছুটলো কুকুরটা। কনরেডের ঘোড়ার কাছে পৌছে লাফ দিলো। প্রকাণ্ড এক হাঁ করে গলার কাপড় কামড়ে ধরে ঘোড়া থেকে নামিয়ে ফেললো মার্কুইসকে। আতঙ্কিত একটা চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেলেন কনরেড। তাঁর ঘোড়াটাও ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটতে লাগলো এদিকে সেদিকে।

'আমার মনে হয় ঠিক লোককেই টেনে নামিয়েছে তোমার কুকুর, ন্যুবিয়ানের দিকে তাকিয়ে রাজা চিৎকার করলেন। 'কিন্তু ওটাকে সরাও এক্ষুণি, নইলে খুন করে ফেলবে তো মার্কুইসকে।'

কাজটা খুব সহজ হলো না ন্যুবিয়ানের পক্ষে, তবে শেষ পর্যন্ত কুকুরটাকে আবার বন্দী করতে পারলো সে। এদিকে দলে দলে লোক জড় হতে শুরু করেছে মার্কুইস অভ মণ্টসেরাতের চারপাশে। বেশির ভাগই তাঁর অনুসারী, বিশেষ করে স্ট্রাডিওট। নেতাকে

অসহায় ভাবে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে তারা। শিগগিরই অবশ্য দু'একজন করে সম্বিত ফিরে পেতে লাগলো। মাকুঁইসকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো কয়েকজন। কয়েকজন চিৎকার করে উঠলো—'ঐ দাসের বাচ্চা আর তার কুত্তাকে টুকরো টুকরো করে কাটো!'

কিন্তু তাদের গলা ছাপিয়ে শোনা গেল রিচার্ডের গভীর, গম্ভীর হুঙ্কার, 'কুকুরটার কোনো রকম ক্ষতি যে করবে তার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। ও ওর কর্তব্য করেছে মাত্র। কমরেড, মাকুঁইস অভ মন্টসেরাত, বিশ্বাসঘাতক! আমি তোমাকে অভিযুক্ত করছি।'

ইতিমধ্যে ক্রুসেডের বেশ কয়েকজন নেতা উঠে এসেছেন সেইন্ট জর্জের ঢাল বেয়ে। তাঁদের দিকে তাকিয়ে কমরেড চিৎকার করে উঠলেন, 'এর কি মানে? এমন জঘন্য আচরণ করা হচ্ছে কেন আমার সাথে? এই কি ইংল্যাণ্ডের সদাচরণ আর বন্ধুত্বের নমুনা?'

'ক্রুসেডের রাজপুত্ররা সব হরিণ হয়ে গেছে নাকি রাজা রিচার্ডের চোখে যে তিনি কুকুর লেলিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের ওপর?' উষ্মার সঙ্গে বললেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার অভ দ্য টেম্পলারস।

'কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই,' বললেন ফ্রান্সের ফিলিপ। 'না কি নিছক দুর্ঘটনা?'

'শত্রুর কারসাজি ছাড়া আর কিছু না,' টায়ারের আর্চবিশপ বললেন।

'আরবদের কোনো কৌশল,' চিৎকার করলেন হেনরি অভ শঁপা। 'কুত্তাটাকে ফাঁসিতে লটকালে, আর ওর মালিক ঐ দাসকে নিষ্ঠুরতম উপায়ে হত্যা করলে সবচেয়ে ভালো হয়।'

'না, প্রাণের মায়া থাকলে ওদের গায়ে হাতটাও ছোঁয়াবে না

কেউ!' এতক্ষণ পর আবার কথা বললেন রিচার্ড। 'কনরেড, সাহস থাকে তো আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াও, বলো, ঐ ইতর পশু তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছে তা মিথ্যা?'

'আমি আপনার পতাকা স্পর্শও করিনি,' তড়বড়িয়ে বললেন কনরেড।

'হা-হা-হা—! তোমার কথায়ই সত্য প্রকাশ হয়ে গেল, কনরেড! অভিযোগটা যে পতাকা সম্পর্কে কি করে জানলে তুমি?'

এই পর্যায়ে এসে ফ্রান্সের ফিলিপ মনে করলেন, ব্যাপারটাতে তাঁর হস্তক্ষেপ করার সময় হয়েছে।

'আপনারা শান্ত হোন, মহানুভব রিচার্ড, মহামান্য মার্কুইস,' চিৎকার করলেন তিনি। 'আর কিছুক্ষণ এভাবে চললে আপনাদের সৈনিকরা তো যুদ্ধ বাধিয়ে বসবে। আমার কথা শুনুন, ঈশ্বরের দোহাই, যাঁর যাঁর সৈন্যদের নিয়ে আপনারা দূরে চলে যান। এক ঘণ্টা পর পরিষদের তাঁবুতে আমরা এ ব্যাপারটার ফয়সালা করবো।'

'রাজি আমি,' বললেন রিচার্ড। 'ফ্রান্সের ইচ্ছাই শিরোধার্য।'

নির্ধারিত সময়ে শুরু হলো পরিষদের বৈঠক।

যথারীতি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বিরাট তাঁবুটায় ঢুকলেন রিচার্ড। কিছুক্ষণ আগে যে পোশাক ছিলো তাঁর পরনে এখনো সেটাই পরে আছেন। নেতৃবৃন্দের দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞাসূচক একটা দৃষ্টি হানলেন। তারপর সরাসরি ইংল্যাণ্ডের পতাকা চুরি এবং স্যার কেনেথের বিশ্বস্ত কুকুরকে আহত করার দায়ে অভিযুক্ত করলেন কনরেড অভ মণ্টসেরাতকে।

কনরেড উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, তিনি নির্দোষ;

পতাকাচুরি বা কুকুর আহত করার ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না

ক্রোধে দু'চোখ জ্বলে উঠলো রিচার্ডের। জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুললেন তিনি।

'মহানুভ রিচার্ড,' তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন ফিলিপ, 'অন্যায় ভাবে আপনি দোষারোপ করছেন মার্কুইসের ওপর। একটা ইতর প্রাণীর আচরণ দেখে সিদ্ধান্ত টানা কি ঠিক হচ্ছে ?'

'ফ্রান্সের মহান ফিলিপ,' জবাব দিলেন রিচার্ড, 'একটা কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন. মানুষের সেবার জন্যে যত প্রাণী ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন তার ভেতর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত হচ্ছে কুকুর। শত্রু বা মিত্র চিনতে কখনো ভুল করে না সে। ঈশ্বর এই অদ্ভুত ক্ষমতা তাকে দিয়েছেন। মার্কুইস যদি আরো দামী পোশাক পরে হাজার মানুষের ভীড়ে মিশে থাকতো তবু কুকুরটা ওকে ঠিকই খুঁজে বের করতো। এটা নতুন কোনো ব্যাপার নয়। যুগ যুগ ধরে খুনী ডাকাত, মালিকের অনিষ্টকারীকে খুঁজে বের করার কাজে ব্যবহার হয়ে আসছে প্রভুভক্ত কুকুর। সর্ব সাধারণের বিশ্বাস এর পেছনে ঈশ্বরের হাত আছে। সুতরাং আমি ওকে লড়াইয়ে আহ্বান করছি। নিশ্চয়ই আমার সে অধিকার আছে ?'

কনরেড নড়লেন না, কথাও বললেন না।

'তা আছে,' বললেন রাজা ফিলিপ। 'কিন্তু ওরকম লড়াইয়ের অনুমতি এ মুহূর্তে দিতে পারে না পরিষদ। আপনি আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান—খ্রীষ্টান শক্তির তরবারি ও ঢাল, সেই আপনি যদি বাহিনীর একজন নেতার সাথে লড়তে চান—।'

'মহামান্য রাজা ফিলিপ,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন রিচার্ড, 'ঐ লোকটাকে আমি চুরির দায়ে অভিযুক্ত করেছি। রাতের অন্ধকারে

আমার ইংল্যাণ্ডের মর্যাদার প্রতীক ও চুরি করেছিলো। আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি এ কথা, সুতরাং আমাকে লড়তেই হবে, ওকেও। আপনাদের বাধা আমি গ্রাহ্য করবো না। অবশ্য মর্যাদায় আমি ওর চেয়ে অনেক বড়—ও মার্কুইস আমি রাজা—আপনারা চাইলে আমি লড়ার জন্যে আমার বদলে অন্য কাউকে নিয়োগ করতে পারি। লড়াই হবেই। আপনারা দিন ক্ষণ ঠিক করে ফেলতে পারেন।'

'এ-ই আপনার শেষ কথা, মাননীয় রিচার্ড?'

'হ্যাঁ।'

'সে ক্ষেত্রে, উপস্থিত ভদ্র মণ্ডলী, আমাকে দুঃখের সাথে ঘোষণা করতে হচ্ছে, আজ থেকে চারদিন পর, মানে পঞ্চম দিন নাইটদের রীতি অনুযায়ী লড়াইটা হবে। কিন্তু কোথায়, তা আমি জানি না। এই শিবিরের সীমানায় যে হওয়া উচিত নয় এটুকুই শুধু আমি বলতে পারি। এই শিবিরের ভেতর আমরা নেতারা যদি লড়তে থাকি আমাদের সৈনিকরা কি বসে থাকবে?'

'সেক্ষেত্রে আমাদের সহৃদয় শত্রু সালাদিনের কাছে আমরা আবেদন জানাতে পারি,' বললেন রিচার্ড, 'এমন লড়াইয়ের উপযোগী একটা জায়গার ব্যবস্থা যেন আমাদের করে দেয়। আমার মনে হয় রাজি হবে সালাদিন।'

'বেশ,' ফিলিপ বললেন, 'সালাদিনের কাছেই আবেদন জানাবো।'

পঁচিশ

তাঁবুতে ফিরেই ন্যুবিয়ান ক্রীতদাসকে তাঁর সামনে হাজির করার নির্দেশ দিলেন রিচার্ড।

এলো যোহাউক। যথারীতি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সম্মান জানালো, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালো, দাস যেমন প্রভুর আদেশের জন্যে অপেক্ষা করে তেমন।

'কুকুর দিয়ে শিকার ধরায় তুমি ওস্তাদ,' কিছুক্ষণ পর বললেন রাজা। 'কিন্তু শুধু ওস্তাদী দিয়ে আর কাজ হবে না। কনরেডকে পরাভূত করতে শক্তি লাগবে। আমি নিজে ওর সাথে লড়তে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না। আমাদের মর্যাদার পার্থক্যই আমাকে লড়তে দেবে না। আমার হয়ে লড়বে এমন কাউকে খুঁজে বের করতে হবে।'

উৎসুক দৃষ্টিতে রাজার চোখে চোখে তাকালো ন্যুবিয়ান। তার দৃষ্টিই বলে দিলো সে সাহায্য করতে চায়।

'বেশ বেশ, বুঝতে পারছি তুমি সাহায্য করতে চাও,' বললেন রিচার্ড। 'ঠিক আছে, তাহলে খুঁজে দাও তেমন কাউকে। তারপর সালাদিনের কাছে আমার একটা চিঠি নিয়ে যাবে, লড়াইয়ের

জায়গা চাইবা ওর কাছে।'

মাথা ঝাঁকালো ন্যুবিয়ান।

'আরেকটা কথা. আমার বোন এডিথের সাথে দেখা করছো তুমি? সেদিন বলছিলে সালাদিনের কাছ থেকে নাকি একটা চিঠি নিয়ে এসেছো ওর জন্যে!'

মুখ তুলে এমন একটা ভঙ্গি করলো ন্যুবিয়ান, যেন এক্ষুণি কথা বলে উঠবে। কিন্তু অস্পষ্ট কিছু শব্দের নিচে চাপা পড়ে গেল ওর প্রয়াস।

'বাহ্, বাহ্! রাজ পরিবারের মেয়ের নামেই দেখি তোমার ভাষা ফিরে আসতে চাইছে! ওকে দেখলে, কথা শুনলে কি হবে কে জানে!...সুযোগ যখন পাওয়া গেছে একটা পরীক্ষা চালিয়ে দেখি, বন্ধু দাস। আমার এই সুন্দরী বোনের সাথে দেখা করবে তুমি, সালাদিনের বার্তা পৌঁছে দেবে।'

অপরিমেয় আনন্দের একটা অভিব্যক্তি ফুটলো ন্যুবিয়ানের চোখে। মাথা নুইয়ে সম্মতি জানালো সে। আবার সোজা হতেই প্রচণ্ড এক চাপড় লাগালেন রাজা তার কাঁধে।

'তবে একটা ব্যাপারে সাবধান করে দেই,' কঠোর কণ্ঠে বললেন তিনি, 'একটা কথাও বলবে না ওর সাথে, অলৌকিক কোনো উপায়ে যদি তোমার ভাষা ফিরে আসে তবু না। বিশ্বাস করো, যদি বলো তোমার জিভ আমি ছিঁড়ে নেবো, একটা একটা করে টেনে তুলবো দাঁত। সুতরাং সাবধান, চুপচাপ থাকবে।'

কাঁধের ওপর থেকে রাজার হাত সরে যেতেই মাথা ঝাঁকালো ন্যুবিয়ান, একটা হাত তুলে চাপা দিলো ঠোঁট।

নেভিলকে ডাকলেন রিচার্ড। বললেন, 'রানীর তাঁবুতে নিয়ে

যাও এই দাসকে। বলবে, আমার বোন এডিথের সাথে যেন একান্তে সাক্ষাৎ করিয়ে দেয় ওর। আর তুমি, ন্যুবিয়ান, যা করার তাড়াতাড়ি করবে। আধ ঘণ্টার ভেতর আবার এখানে দেখতে চাই তোমাকে।'

ন্যুবিয়ানকে নিয়ে বিশাল একটা তাঁবুতে ঢুকলেন স্যার নেভিল। রক্ষীরা বাধা দিলো না। দাসকে এক কোণে দাঁড় করিয়ে রেখে বড় তাঁবুর ভেতরের ছোট্ট একটা তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ওটা রানীর খাস তাঁবু।

'ভেতরে আসতে পারি?' অনুমতি চাইলেন নেভিল।

নারী কণ্ঠের জবাব শোনা গেল, 'আসুন।'

ঢুকে গেলেন নেভিল তাঁবুটার ভেতর।

কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এলেন তিনি। ইশারায় অনুসরণ করতে বললেন ন্যুবিয়ানকে। আরেকটা ছোট্ট তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। লেডি এডিথ ব্যবহার করে এটা। আগের মতোই ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাইলেন নেভিল। সঙ্গেসঙ্গে জবাব এলো, 'আসুন।'

ঢুকলেন নেভিল। এবারও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। ন্যুবিয়ানকে ইশারায় বললেন ভেতরে যেতে। নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁবুর পর্দা টানা দরজার বাইরে।

ভেতরে ঢুকে এডিথের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো ন্যুবিয়ান। চোখ দুটো মাটির দিকে।

কয়েক পা এগিয়ে এলো এডিথ কৃষ্ণকায় দাসের দিকে। ভালো করে দেখলো কালো মুখটা। প্রথমে একটু বিস্ময়ের ছাপ পড়লো

তার মুখে। সামলে নিলো সাথে সাথে।

'তাহলে তুমি?' অবশেষে বললো এডিথ, শান্ত কিন্তু ব্যঙ্গ মেশানো তার কণ্ঠস্বর। 'তুমি সাহসী নাইট অভ দ্য লেপার্ড, স্যার কেনেথ অভ স্কটল্যাণ্ড? হীন ক্রীতদাসের পোশাকে তুমিই শেষ পর্যন্ত!'

যার জন্যে আত্মমর্যাদা পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয়নি তার মুখে ব্যঙ্গপূর্ণ এই কথা শুনে রূঢ় একটা জবাব এসে যাচ্ছিলো নাইটের মুখে, কিন্তু সামলে নিলো সে। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস শুধু বেরিয়ে এলো জবাব হয়ে।

'হুঁ—ঠিকই ধরেছি আমি,' আবার বললো এডিথ। 'বলো, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কি বলতে চাও?'

চুপ করে রইলো ন্যুবিয়ান-বেশী স্যার কেনেথ।

'কি, ভয় পাচ্ছো, না লজ্জা? তোমার বুকে যে ভয় বলে কিছু নেই তা আমি জানি। আর লজ্জা?—যারা তোমাকে ভুল বুঝেছে তারাই তো পাবে, তুমি কেন?'

ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে গোঙানির মতো অস্পষ্ট একটা আওয়াজ করলো নাইট, যেন বোঝাতে চাইলো আপনি কার কথা বলছেন বুঝতে পারছি না।

বিতৃষ্ণায় মুখ বেঁকে উঠলো এডিথের। পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

'ব্যাপার কি? ওরা তোমার ভাষা কেড়ে নিয়েছে নাকি?'

মাথা নাড়লো নাইট।

'তাহলে? কথা বলছো না কেন? বেশ, না বলো না-ই, আমিও চুপ করে থাকতে জানি।'

আবার মাথা নাড়লো নাইট। পোশাকের ভেতর থেকে রেশম

আর সূক্ষ্ম সোনার সুতোর কাপড়ে মোড়া একটা জিনিস এগিয়ে দিলো এডিথের দিকে। সালাহউদ্দিনের চিঠি।

অবজ্ঞার সাথে চিঠিটা নিয়ে এক পাশে রেখে দিলো এডিথ। তারপর আবার এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললো, 'আমার সাথে একটা কথাও বলবে না?'

দু'হাতে মুখ ঢাকলো স্যার কেনেথ। কিন্তু এডিথ ছিটকে পিছিয়ে গেল আবার।

'যাও!' দরজার দিকে হাত তুলে সে বললো। 'যথেষ্ট হয়েছে—যে আমার সাথে একটা কথা বলবে না তার সাথে আমি কত কথা বলবো? যাও!' বলতে বলতে দু'হাতে মুখ ঢাকলো এডিথও। বসা অবস্থায়ই ওর দিকে এগোতে গেল নাইট অভ দ্য লেপার্ড। হাত নেড়ে বারণ করলো এডিথ।

'না! এখনো তুমি বসে আছো কেন? যাও!'

চোখ দিয়ে চিঠিটার দিকে ইশারা করলো নাইট।

ছোঁ মেরে ওটা তুলে নিলো এডিথ। 'ও, বিশ্বস্ত দাস এজন্যেই অপেক্ষা করছে!' প্রভুর পত্রের জবাব চাই?'

আড়চোখে আরবী আর ফরাশি ভাষায় লেখা চিঠিটা দেখলো এডিথ। পড়লো কিছুটা। তারপর মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাড়িয়ে দাঁড়ালো।

'জবাব নিশ্চয়ই পেয়ে গেছ, দাস?' বললো সে। তারপর ফুঁসে উঠলো 'তোমার লজ্জা করলো না, খ্রীষ্টান হয়ে মুসলমানের এই অপমানজনক প্রস্তাব বয়ে এনেছো একজন খ্রীষ্টান ভদ্রমহিলার কাছে? যাও, তোমার প্রভুকে বলো, তার চিঠির কি মর্যাদা আমি দিয়েছি।' বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল এডিথ তাঁবু থেকে।

ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল স্যার নেভিলের 'এবার তাহলে যেতে হয়, ন্যুবিয়ান।'

ধীর পায়ে, বিষণ্ণমুখে বেরিয়ে এলো নাইট এডিথের তাঁবু থেকে।

রাজকীয় তাঁবুর সামনে এসে তাঁরা দেখলেন, এইমাত্র কয়েক-জন অশ্বারোহী পৌঁছেছেন। তাঁবুর ভেতর থেকে রাজার উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। সদ্য আসা অতিথিদের সম্ভাষণ জানাচ্ছেন তিনি।

ছাব্বিশ

'আহ্, টমাস ডি ভক্স,' চিৎকার করলেন রাজা, 'শেষ পর্যন্ত এসেছো তুমি। ক'দিন তোমাকে না দেখে একেবারে মুষড়ে পড়ার মতো অবস্থা হয়েছিলো। তুমি নেই, কি ভাবে যে সৈন্য সমাবেশ করবো ভেবেই পাচ্ছিলাম না। যাক একটা দুশ্চিন্তা গেল।'

'সৈন্য সমাবেশ কেন?' প্রশ্ন করলেন ডি ভক্স। 'যুদ্ধ নাকি সামনে?'

'সে রকমই ভাবছি। অনেকগুলো দিন তো গেল শুয়ে বসে। আর কত?' লঘু কণ্ঠে বললেন রাজা।

ডি ভক্স ঠিক বুঝতে পারলেন না, কতটুকু গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবেন রিচার্ডের বক্তব্য। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, যাক, শুনে খুশি লাগছে, যুদ্ধ তাহলে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু, হানুভব, কাকে নিয়ে এসেছি দেখবেন না?'

ডি ভক্সের পেছন পেছন আরেকজন লোক তাঁবুতে ঢুকেছে খয়াল করেছেন রাজা, কিন্তু সে কে তা দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। ডি ভক্সকে নিয়েই মেতে উঠেছিলেন। এবার ভালো করে তাকালেন অল্প বয়েসী লোকটার দিকে। তারপরই, মহা উৎসাহে চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে! ব্লনডেল দ্য নেস্‌লে যে! স্বাগতম! স্বাগতম!...'

ছোট খাটো মানুষ ব্লণ্ডেল। সুন্দর চেহারা। বয়েস খুব বেশি না। যৌবনে পা দিয়েছে। চেহারা আর আয়তনের কারণে আরো কম মনে হয়। বাহুল্য বর্জিত নম্র পোশাক পরনে। মস্তকাবরণের সাথে লাগানো সোনার ওপর উজ্জ্বল একটা রত্ন, ওর দ্যুতিময় চোখের মতোই উজ্জ্বল। সত্যিই অদ্ভুত সুন্দর ব্লণ্ডেলের চোখ দুটো। একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। ওর গলায় নীল একটা কাপড় থেকে ঝুলছে ছোট একটা সোনার চাবি। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সুর ঠিক করে ও ওটা দিয়ে।

রাজার সামনে হাঁটু গেড়ে বস্‌লো ব্লণ্ডেল দ্য নেস্‌লে। কিন্তু রাজা দ্রুত হাতে ওকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন গালে।

'হয়েছে, হয়েছে,' তিনি বললেন। 'সোজা হয়ে দাঁড়াও তো, তোমাকে দেখি। উহ্! কতদিন তোমার গান শুনি না! কবে এলে আইপ্রাস থেকে? জানো ক'দিন আগে মরতে বসেছিলাম ভয়ানক

এক অসুখে। আবার তোমার গান শুনতে পাবো বলেই বোধহয় বেঁচে গেছি। নতুন কি সুর তুললে? প্রোভেন্সের কবিদের কাছ থেকে নতুন কিছু পেয়েছো? নরম্যাণ্ডির গাইয়েদের কাছ থেকে কিছু? দেখ দেখি, খামোকা কি সব জিজ্ঞেস করছি, তুমি যে এতদিন শুয়ে বসে কাটাওনি তা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে?'

অবশেষে শেষ হলো রাজার উচ্ছ্বাস। জবাব দেয়ার সুযোগ পেলো ব্লণ্ডেল।

'হ্যাঁ, মহানুভব রাজা,' বিনীত ভঙ্গিতে বললো সে, 'নিছক শুয়ে বসে কাটাইনি দিনগুলো, কিছু করেছি···।'

'আমি জানতাম, ব্লণ্ডেল—শুনবো, এক্ষুণি শুনবো। কিন্তু, তুমি ক্লান্ত নও তো? অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে তোমাকে···।'

'অধম সব সময় আপনার সেবার জন্যে প্রস্তুত,' জবাব দিলো ব্লণ্ডেল। 'কিন্তু, মহানুভব,' রাজার টেবিলের ওপর ছড়িয়ে থাকা কাগজ পত্র দেখে যোগ করলো, 'নিশ্চয়ই জরুরি কাজ করছিলেন? তা ছাড়া রাতও হয়েছে বেশ।'

'না না, কিছু না, আরবদের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধের পরিকল্পনা করছিলাম। কাজটা জরুরি সন্দেহ নেই তবে তোমার গান শোনার চেয়ে জরুরি নয়।'

'মহানুভব,' এবার কথা বললেন ডি ভক্স, 'যুদ্ধের পরিকল্পনা তো করছেন, কিন্তু সৈন্য কত আছে আপনার সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছেন? অ্যাসকালন থেকে যে খবর নিয়ে এলাম···'

'তুমি থামো তো, টমাস,' ধমকে উঠলেন রাজা। 'ব্লণ্ডেলকে যন্ত্রটা দাও।'

'খবরগুলো জরুরি, মহানুভব,' একগুঁয়ে স্বরে বললেন ডি ভক্স, 'আপনার শোনা দরকার।'

'নাহ্, টমাস, ঝামেলা পাকাতে তুমি ওস্তাদ। এসো কি তোমার খবর শোনাও। এই ফাঁকে, ভাই উইলিয়াম, যাও রানীকে গিয়ে বলো, ব্লণ্ডেল এসেছে। এক্ষুণি যেন চলে আসে ও, আর দেখো, এডিথকে যেন সঙ্গে আনে।' ডি ভক্সের দিকে ফিরলেন তিনি। 'হ্যাঁ, এবার বলো, কি বলবে।'

ডি ভক্স-এর বক্তব্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই সময় রানী বেরেঙ্গারিয়া সখীদের নিয়ে প্রবেশ করলেন রাজার তাঁবুতে। রাজা উঠে এগিয়ে গেলেন ওঁদের অভ্যর্থনা জানাতে। রাজা যতখানি করেছিলেন, ব্লণ্ডেলকে দেখে রানীও তারচেয়ে মোটেই কম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না।

'তাহলে এবার শুরু করো, ব্লণ্ডেল,' অবশেষে রাজা বললেন।

'শুরু করলো ব্লণ্ডেল দ্য নেস্‌লে। মাত্র কয়েকটা মুহূর্তের ভেতর তার অপূর্ব কণ্ঠের সুর মূর্চ্ছনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো তাঁবু। এই বয়েসে সঙ্গীত জিনিসটাকে এমন অনায়াস দক্ষতায় আয়ত্ত করেছে সে যে, না শুনলে বিশ্বাস করা শক্ত। রাজা ও রানীর সহচর-সহচরীদের ভেতর যারা এই প্রথম তার গান শুনলো তারা সত্যিই অভিভূত হয়ে গেল।

অবশেষে গান শেষ হলো ব্লণ্ডেলের। রাজার কণ্ঠ থেকে উচ্ছ্বাসের বন্যা বইলো আরেকবার। মহামূল্য একটা আংটি উপহার দিয়ে তিনি সম্মানিত করলেন শিল্পীকে। প্রশংসায় রানীও কম গেলেন না রাজার চেয়ে। তিনিও একটা দামী উপহার দিলেন। উপস্থিত

সুধীজনেরাও রাজা ও রানীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন।

হঠাৎ রাজা খেয়াল করলেন এডিথ যেমন চুপচাপ এসে দাঁড়িয়েছিলো, এখনো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে।

'এডিথ, তুই কিছু বললি না ব্লণ্ডেলকে?' জিজ্ঞেস করলেন রিচার্ড।

'খুব ভালো লাগলো ব্লণ্ডেলের গান,' সংক্ষিপ্ত জবাব এডিথের।

এডিথের নির্লিপ্ত ব্যবহারে একটু বিষণ্ণ হলেন রাজা।

'চল, আমিও যাই তোদের সঙ্গে,' বললেন তিনি। 'রাত ভোর হওয়ার আগেই তোর সাথে কিছু আলাপ সেরে নিতে চাই।'

একটু পরেই রানী সদলে রওনা হলেন নিজের তাঁবুর দিকে। রাজাও চললেন তাঁদের সঙ্গে। সামনে পেছনে দেহরক্ষীরা, মাঝখানে প্রথমে রানী ও তাঁর সখীরা তারপর একটু পেছনে এডিথ ও রাজা। এডিথের দিকে একটা বাহু বাড়িয়ে দিলেন রিচার্ড। এডিথ ধরলো সেটা। ধীর পায়ে হেঁটে চললেন দু'জনে।

'তাহলে, এডিথ, সালাদিনের কাছে কি জবাব পাঠাবো? জিজ্ঞেস করলেন রিচার্ড। 'রাজা, রাজপুত্ররা সব বোধহয় আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তবু—তবু আমি কিছু করতে চাই পবিত্র নগরীর জন্যে। যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে না হোক সন্ধির মধ্য দিয়ে হলেও করতে চাই। কিন্তু সন্ধি করতে হলে সালাদিনের একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আমাকে—আমাকে নয়, আসলে দিতে হবে তোকে। আমি কেবল সংবাদটা পাঠাবো।'

চুপ করে আছে এডিথ।

রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, এডিথ, হ্যাঁ না না?'

'ওকে বলে দিন,' জবাব দিলো এডিথ, 'আমি তো দূরের কথা,

আমাদের পরিবারের সবচেয়ে হতভাগ্য জনও মুসলমানকে বিয়ে করার চেয়ে চরম দুরবস্থার ভেতর দিন কাটানো শ্রেয় মনে করবে।'

'দুরবস্থা মানে কি দাসত্ব, এডিথ? আমার মনে হয় তা-ই তুই বলতে চাইছিস।'

'না, আপনি যা ভাবছেন তার কোনো সম্ভাবনা নেই। দেহের দাসত্ব তবু স্বীকার করে নেয়া যায়, কিন্তু মনের—অসম্ভব! ইংল্যাণ্ডের মহান রাজা, না বলে পারছি না, আপনার লজ্জা হওয়া উচিত। শরীর মন দু'দিক থেকেই দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে এই হতভাগ্য নাইট। এর পেছনে আপনার অবদানই সবচেয়ে বেশি। নইলে ও তো আপনার চেয়ে কম বিখ্যাত ছিলো না বীরত্বের দিক থেকে।'

'আমার বিরুদ্ধে এ তোর অন্যায় অভিযোগ, এডিথ। সে যাক, একটা কথা তোকে বলতে চাই, ঈশ্বর তোর সামনে যে দরজা খুলে দিয়েছেন সেটা বন্ধ করার আগে ভালো করে ভেবে চিন্তে নিস।'

'মানুষ জন্তু উৎসর্গ করতে পারে। নিজেকেও হয়তো পারে। কিন্তু আত্মসম্মান, ভালো মন্দের বিবেচনা বোধ?—উঁহু।'

'রানী হওয়া কি লজ্জার ব্যাপার হলো?'

'মোটেই না। কিন্তু খ্রীষ্টান হয়ে মুসলমানের রানী হওয়া শুধু লজ্জার নয় অপমানেরও বটে।'

'বেশ, তোর যা ইচ্ছা।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজা। 'তোর ইচ্ছার কথা জানিয়ে দেবো সালাদিনকে।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'কিন্তু, ব্যাপারটা নিয়ে আরেকটু ভাবলে ভালো হতো, আমার মনে হয়। বিশেষ করে ক'দিন পরেই যখন ওর সঙ্গে দেখা হবে। তার পরেই না হয় জবাবটা দিতিস। সবাই বলে, দেখতে

শুনতে নাকি সত্যিই ভালো এই সালাদিন।'

'না, মহানুভব, আমাদের দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।'

'আছে, এডিথ, আছে। পতাকা চোরের সাথে যে লড়াইটা হবে তার জন্যে আমরা জায়গা চাইবো সালাদিনের কাছে। ওকেও আমন্ত্রণ জানাবো দর্শক হিশেবে। আমার ধারণা ও আসবে।'

'আসুক, তাতে আমার কি? আমি ওর সাথে দেখা করবো কেন?'

ইতিমধ্যে রানীর তাঁবুর কাছে পৌঁছে গেছেন ওরা। রাজা বললেন, 'বেশ, তা-ই হবে। এবার তাহলে আমি বিদায় নেই। তোর শত্রু নয়, বন্ধু হিশেবে আমি ফিরে যেতে চাই, বোন।'

আলতো করে এডিথের গালে চুমু খেলেন তিনি। রানীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তারপর ঘুরে রওনা হলেন নিজের তাঁবুর দিকে।

তাঁবুতে পৌঁছেই সালাহউদ্দিনের কাছে চিঠি লিখলেন রিচার্ড। ন্যুবিয়ানের হাতে ওটা দিয়ে বলে দিলেন, ভোর হওয়ার সাথে সাথে যেন রওনা হয়ে যায় সালাহউদ্দিনের শিবিরের উদ্দেশ্যে।

সাতাশ

পরদিন সকালে পরিষদের এক জরুরি সভা ডাকলেন ফ্রান্সের ফিলিপ। রিচার্ডকেও সেই সভায় যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর অনুমতি না নিয়ে ফিলিপ সভা ডেকেছেন শুনে ক্ষুব্ধ হলেন

রাজা। প্রথমে ভাবলেন যাবেন না। আর্ল অভ স্যালিসবারি ও ডি ভক্সের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত গেলেন।

সভায় ফিলিপ আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করলেন, তিনি ইউরোপে ফিরে যাচ্ছেন। ক্রুসেড যে ব্যর্থ হয়েছে বুঝতে তাঁর আর বাকি নেই।

রিচার্ড আপত্তি জানালেন। কিন্তু তাঁর আপত্তিতে কর্ণপাত করলেন না কেউ। বরং ডিউক অভ অস্ট্রিয়া এবং আরো কয়েকজন রাজপুত্র ফিলিপের মতোই ঘোষণা করলেন, তাঁরাও ফিরে যাবেন ইউরোপে, কারণ তাঁদেরও ধারণা ক্রুসেড ব্যর্থ হয়েছে।

হতাশ মনে তাঁবুতে ফিরলেন রিচার্ড। জেরুজালেমের ওপর প্রথম যে আক্রমণ চালিয়েছিলেন সেটার কথা মনে পড়লো। আক্রমণটা ব্যর্থ হয়েছিলো। আজ মনে মনে তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বুঝতে পারলেন তাঁর একগুঁয়েমি আর বদমেজাজের জন্যেই আক্রমণটা ব্যর্থ হয়েছিলো। নিজের ওপরই রেগে উঠলেন তিনি। কেন যে ছোটবেলা থেকে মানুষের মতামতের মূল্য দিতে শেখেননি।

তাঁবুতে ঢুকে দেখলেন ডি ভক্স বসে আছেন। এবার রিচার্ডের সব রাগ গিয়ে পড়লো তাঁর ওপর। যেন তাঁর এক গুঁয়েমি আর বদমেজাজ ডি ভক্সের কাছ থেকেই পাওয়া। একটু পরেই এক রক্ষী এসে জানালো, সালাহউদ্দিনের কাছ থেকে একজন দূত এসেছে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন ডি ভক্স।

'নিয়ে এসো তাকে,' বললেন রাজা।

এই নতুন দূত একজন আমীর, নাম আবদুল্লাহ আল হাজ্জী। নবীর বংশে তাঁর জন্ম, তাই খোদ সালাহউদ্দিনও তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন। তিনবার মক্কায় গিয়ে পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেছেন

আবদুল্লাহ এবং সেই সূত্রেই তিনি নামের শেষে সম্মান সূচক আল-হাজ্জী উপাধী যোগ করার অধিকার পেয়েছেন। অত্যন্ত জ্ঞানী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই আমীর। রাষ্ট্র পরিচালনা শুধু নয়, যুদ্ধের ব্যাপারেও তাঁর পরামর্শ ছাড়া এক পা-ও ফেলেন না সালাহউদ্দিন।

আল হাজ্জী জানালেন, রিচার্ড যেমন চেয়েছেন তেমন একটা লড়াইয়ের জায়গা দিতে রাজি হয়েছেন সালাহউদ্দিন। যোদ্ধা ও দর্শক হিশেবে যাঁরা থাকবেন তাঁদের সবার নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও তিনি দিয়েছেন। আবদুল্লাহ আল হাজ্জীর সাথে আলাপ করতে করতে একটু আগে যে মনঃকষ্টে ভুগছিলেন তা ভুলে গেলেন রিচার্ড।

লড়াইয়েরজন্যে যে জায়গা নির্বাচন করেছেন সালাহউদ্দিন সেটা একটা ছোট্ট মরূদ্যান। নাম মরু-হীরক। খ্রীষ্টান ও মুসলমান শিবির থেকে মোটামুটি সমান দূরত্বে অবস্থিত ওটা। ঠিক হয়েছে কনরেড অভ মন্টসেরাত তাঁর সমর্থক আর্চডিউক অভ অস্ট্রিয়া এবং গ্র্যাণ্ড মাস্টার অভ দ্য টেম্পলারসকে নিয়ে লড়াইয়ের জন্যে নির্ধারিত দিনে ওখানে উপস্থিত হবেন। একশোর বেশি সশস্ত্র রক্ষী সঙ্গে নিতে পারবেন না। রিচার্ড ও তাঁর ভাই আর্ল অভ স্যালিসবারিকে নিয়ে একই দিন যাবেন। তিনিও তাঁর চ্যাম্পিয়ানের* নিরাপত্তার জন্যে সঙ্গে নেবেন একশো সশস্ত্র রক্ষী, তার বেশি নয়। আর সালাহউদ্দিন সঙ্গে আনবেন পাঁচশো বাছাই করা সমর্থক। সালাহউদ্দিন প্রতি-শ্রুতি দিয়েছেন, যাঁরা উপস্থিত থাকবেন তাঁদের সবার জন্যে তাঁবু ও খাবার-দাবারের ব্যবস্থা তিনি করবেন। আল হাজ্জীর মাধ্যমে যে চিঠি তিনি পাঠিয়েছেন তাতে বিনীত ভাবে বলেছেন, ঐ লড়াইয়ের

---

* চ্যাম্পিয়ন ঃ অন্য একজনের হয়ে লড়াই করে যে নাইট।

সময় ইংল্যাণ্ডের রাজার সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে তিনি বৈঠকে মিলিত হতে চান। মহামান্য রাজার যাতে কোনো কষ্ট না হয় সে জন্যে তিনি যথাসাধ্য করবেন।

লড়াইয়ের আগের দিন সূর্যোদয়ের সময় বন্ধুদের নিয়ে রওনা হলেন কনরেড। একই সময়ে রিচার্ড ও শিবির ছাড়লেন। অন্য একটা পথ ধরে তিনিও সদলে রওনা হলেন লড়াইয়ের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানের দিকে।

ছোট্ট মরূদ্যান মরু হীরক। ক'দিন আগেও ছিলো বিস্তীর্ণ মরু-ভূমির মাঝে নিছক একটা মরূদ্যান, আর আজ বিরাট এক সেনা ছাউনীর কেন্দ্রবিন্দু। ঝলমলে রঙবেরঙের কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়েছে বিরাট তাঁবুগুলো—লাল, উজ্জ্বল হলুদ, হালকা নীল। ছোট ছোট রঙিন রেশমী পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে প্রতিটি তাঁবুর শীর্ষে। এই বড় বড় তাঁবুগুলোর পাশেই অনেকগুলো সাধারণ আরব তাঁবু। কালো রঙের। পাঁচ হাজার লোক অনায়াসে থাকতে পারে সে তাঁবুগুলোয়। কিছুসংখ্যক আরব সৈনিক তড়িঘড়ি করে জড়ো হচ্ছে সেগুলোর সামনে। প্রত্যেকে লাগাম ধরে টেনে আনছে যার যার ঘোড়া। কয়েকজনের হাতে বাদ্যযন্ত্র। অদ্ভুত সুরে সেগুলো বাজাতে বাজাতে আসছে তারা।

কিছুক্ষণের ভেতর ছাউনীর সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল লোকগুলো। অপেক্ষা করতে লাগলো। তারপর এক সময় দূরে মরুভূমির ভেতর অস্পষ্ট একটা ধুলোর মেঘ উড়তে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ স্বরে একটা সংকেত উচ্চারণ করলো কেউ। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চাপলো সব ক'জন লোক। এসে গেছেন রিচার্ড ও তাঁর

সঙ্গীরা।

আরেকটা চিৎকার শোনা গেল। পড়ি মরি করে ছুটলো ঘোড়-সওয়াররা মরুভূমির ভেতর সেই ধুলোর মেঘের দিকে। আক্রমণ-কারী বাহিনীর সৈনিকরা যে ভঙ্গিতে নাড়ে সেই ভঙ্গিতে নাড়ছে তারা তাদের বর্শাগুলো। সেই সাথে বুনো, অশান্ত চিৎকার। রিচা-র্ডের দলটার মাত্র কয়েক গজের ভেতর পৌঁছে ঘোড়ার রাশ টানলো ওরা। পেছন থেকে আরেকজন এগিয়ে এসে দু'দলেরই মাথার ওপর দিয়ে তীর ছুঁড়তে লাগলো অসংখ্য সংখ্যায়।

'আরে একি?' চিৎকার করে উঠলেন রিচার্ড। 'শেষ পর্যন্ত এ-ই ছিলো মুসলমানগুলোর মনে! কিছু একটা করা দরকার। স্যালিস-বারি!...'

রানী বেরেঙ্গারিয়া ও তাঁর সহচরীরা একটা গাড়িতে চেপে চলেছেন। রানীর ঠিক সামনে গিয়ে পড়লো একটা তীর। দ্রুত হাতে সেটা তুলে নিলো এডিথ। রাজার একটু আগের কথাগুলো ও শুনেছে। বুঝতে অসুবিধা হয়নি মুসলমানরা আক্রমণ করেছে ভেবে প্রতি আক্রমণের নির্দেশ দিতে যাচ্ছেন রিচার্ড। তাই তাড়া-তাড়ি রাজার দিকে তাকিয়ে ও চিৎকার করলো, 'মহানুভব রিচার্ড, কি করছেন ভেবে করবেন! তীরগুলো কিন্তু মাথা ছাড়া!'

'তাই নাকি! কই দেখি, এডিথ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো!' নিজের সৈনিকদের দিকে তাকালেন রাজা। 'ভয় পেও না, এই তীরগুলো মাথা ছাড়া, ওদের বর্শাগুলোতেও মনে হচ্ছে ফলা নেই। আসলে নিজস্ব রীতিতে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে ওরা। তোমরা এগিয়ে এসো, যেমন আসছিলে।'

ছোট্ট সেনাদলটা বিশৃঙ্খল হয়ে উঠতে শুরু করেছিলো। রিচা-

র্ডের কথায় শৃঙ্খলা ফিরে এলো। ওরা এগিয়ে চললো আবার। চারপাশ থেকে ওদের ঘিরে ধরে এগিয়ে চললো আরবরা।

শিগগিরই আরেকটা চিৎকার শোনা গেল। মুসলমান সৈনিকরা সব পেছনে চলে এলো। ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসতে লাগলো সামনের ধুলো। একটু পরে দেখা গেল মুসলমান শিবিরের দিক থেকে অরেক দল অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে। এই দলের সদস্য সংখ্যা কম পক্ষে পাঁচশো। প্রত্যেকে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত।

রিচার্ড বুঝতে পারলেন, সালাহউদ্দিন আসছেন। নিজের দলের একেবারে সামনে চলে এলেন তিনি। মুসলমান সৈনিকদের নতুন দলটার নেতাকে দেখলেন।

আশ্চর্য হলেন রিচার্ড। সাধারণ সৈনিকের চেয়েও সাধারণ তাঁর পোশাক। চোখ ছাড়া পুরো মুখটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। তবু তাঁর আচরণ আর দৃষ্টিতে প্রকৃতি এমন কিছু দিয়েছে যে তিনি ভাবতে বাধ্য হলেন, 'এ-ই সুলতান। এ সালাদিন ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।' পোশাক সাধারণ হলেও মাথার পাগড়িতে অদ্ভুত এক রত্ন জ্বল জ্বল করছে তাঁর। এমন জিনিসকেই সম্ভবত কবি বলেছেন 'আলোর সাগর'। হিরের যে আংটিটা তিনি পরেছেন বোধহয় রিচার্ডের মুকুটের সবগুলো রত্নের চেয়েও সেটার দাম অনেক বেশি। দুধ-শাদা একটা ঘোড়ায় চেপে আছেন তিনি। ঘোড়াটাও সত্যিই দেখার মতো। যেমন স্বাস্থ্যবান তেমনি তেজী।

মাঝখানে কয়েক গজের ব্যবধান রেখে থেমে দাঁড়ালো দুই বাহিনী। দুই নেতা ঘোড়া থেকে নামলেন। কোলাহল, চিৎকার, সঙ্গীত থেমে গেল মুহূর্তে। বিশাল মরুভূমি যেন নৈশব্দ্যের রাজত্ব এখন। ধীর পায়ে দু'জন এগোলেন দু'জনের দিকে।

'মরুভূমি জলকে যেমন জানায় তেমন ইংল্যাণ্ডের রাজাকে স্বাগতম জানাচ্ছে সালাহউদ্দিন। আমার বিশ্বাস আমার এই লোকদের সম্পর্কে আস্থার অভাব নেই তাঁর। আমার সশস্ত্র দাসরা ছাড়া আপনাদের চারপাশে যারা আছে তাদের সবাই আমার হাজার গোত্রের সম্ভ্রান্ততম লোক। রিচার্ডের মতো মহান রাজপুত্রকে দেখবার সুযোগ কেউ ছাড়তে রাজি হয়নি।'

'দেখুন,' তাঁর অন্তঃপুরাঙ্গনাদের দিকে ইশার করলেন রিচার্ড, 'আমিও কয়েকজন দিগ্বীজয়ীকে সাথে করে এনেছি। হয়তো আমাদের চুক্তির শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে, কিন্তু উপায় ছিলো না আমার, ওদের অস্ত্র—সুন্দর মুখ আর উজ্জ্বল চোখ—কি করে ওরা ফেলে রেখে আসবে?'

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে রমণীদের দিকে তাকালেন সালাহউদ্দিন। এক পলক দেখেই চোখ নামিয়ে নিলেন মাটির দিকে।

'না, না, ভয় বা লজ্জার কিছু নেই, ভাই। আপনি চাইলে আপনার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করবে ওরা।'

'কি জন্যে?' জবাব দিলেন সালাহউদ্দিন। 'আপনার শেষ চিঠি তো আমার আশার আগুনের ওপর জল হয়ে ঝরে পড়েছে। এখন আবার সেই আগুন জ্বালানোর চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা হবে না কী? হয়তো ধোঁয়াই শুধু উড়বে, আগুন জ্বলবে না। যাক সে কথা, আমার ভাই কী তাঁর জন্যে সাজানো তাঁবুতে প্রবেশ করবে না?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে জবাব দিলেন রিচার্ড।

'মাননীয়া রাজকুমারীদের দেখাশোনা করবে আমার কাফ্রী দাসদের সর্দার, আমার সেরা সৈনিকরা ভার নেবে আপনার সৈনিকদের; আর আপনার খেদমত করবো আমি নিজে। আসুন তাহলে।'

সবচেয়ে বড় আর সুদৃশ্য তঁবুটায় নিয়ে গেলেন সালাহউদ্দিন রিচার্ডকে। একজন রাজার যা যা দরকার হতে পারে তার প্রতিটি জিনিস আছে সেখানে। রাজার দীর্ঘ আলখাল্লাটা খুলে নিলেন ডি ভক্স। তারপর সালাহউদ্দিনের মুখোমুখি দাঁড়ালেন রিচার্ড। তাঁর চওড়া ফলাওয়ালা বিরাট দু'ধার তলোয়ারটা চোখ কাড়লো সালাহউদ্দিনের।

'নিজের চোখে না দেখলে,' বললেন তিনি, 'বিশ্বাস করতাম না এমন একটা তরবারি রক্ত মাংসের কোনো মানুষ উঁচু করতে পারে। ইংল্যাণ্ডের মহান রাজাকে একটা অনুরোধ করতে চাই…।'

'বলুন,' হাসি মুখে বললেন রিচার্ড।

'আপনার এই তলোয়ার দিয়ে একটা কোপ মেরে দেখাবেন, কেমন কাজ করে?'

'নিশ্চয়ই, মহান সালাদিন,' বলে তাঁবুর চারপাশে তাকালেন রিচার্ড। দেখলেন বড়সড় লোহার হাতুড়ির মতো একটা অস্ত্র হাতে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে এক ভৃত্য। অস্ত্রটার হাতলও লোহার, প্রায় দেড় ইঞ্চি পুরু। এক টুকরো কাঠের ওপর রিচার্ড অস্ত্রটা রাখতে বললেন ভৃত্যকে।

খাপ থেকে ঝকঝকে ফলাওয়ালা তলোয়ারটা বের করলেন রিচার্ড। বাঁটটা দু'হাতে ধরে কাঁধ সমান উঁচুতে তুললেন। তারপর মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে সবেগে চালালেন হাতুড়ির মতো অস্ত্রটার হাতল বরাবর। দু'টুকরো হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো হাতলটা।

'ওহ্! দারুণ!' সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন সালাহউদ্দিন। তারপর বললেন, 'প্রতিটা দেশেরই নিজস্ব কিছু নিয়ম কানুন আছে। এই যেমন ধরুন, ইংল্যাণ্ডের রাজার কাছে আশ্চর্য লাগতে পারে—'

বলতে বলতে মেঝে থেকে একটা রেশমী কাপড়ে মোড়া পালকের পুরু গদি তুলে নিয়ে খাড়া করে রাখলেন। 'আপনার অস্ত্র এই গদি কাটতে পারবে?'

'কোনো সম্ভাবনা নেই,' জবাব দিলেন রিচার্ড। 'দুনিয়ার কোনো তলোয়ার—এমন কি রাজা আর্থারের বিখ্যাত তলোয়ারও কাটতে পারবে না এ গদি। যে জিনিসের ওজনই প্রায় নেই, আঘাত করলে কেনো বাধা দেয় না, সে জিনিস তলোয়ারে কাটা সম্ভব নয়।'

'তাহলে দেখুন,' বলে সরু, বাঁকানো একটা তলোয়ার নিলেন সালাহউদ্দিন। অস্ত্রটা মাথার ওপর তুলে বাঁ পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর আচমকা সামান্য একটু এগিয়ে গদির ওপর নামিয়ে আনলেন তলোয়ারটা। হাঁ হয়ে গেল রিচার্ডের দু'চোখ। দু'টুকরো হয়ে গেছে পালকের গদি!

'এ অসম্ভব!' চিৎকার করে উঠলেন ডি ভক্স, 'নিশ্চয়ই কোনো কারসাজি আছে এর ভেতর।'

'নাহ্ ডি ভক্স,' বললেন রিচার্ড, 'আমার জ্ঞানী হাকিম যেমন ক্ষত ভালো করতে ওস্তাদ তুমি তেমনি ক্ষত তৈরি করতে ওস্তাদ। মহান সালাদিন, নিশ্চয়ই এখানে আপনার সেই হাকিমের দেখা পাবো? আজীবন আমি কৃতজ্ঞ থাকবো তাঁর কাছে। একটা ছোট্ট উপহার এনেছি তাঁকে দেবো বলে—।'

সালাহউদ্দিন নিরবে রিচার্ডের দিকে তাকিয়ে রইলেন এক মুহূর্ত। তারপর আস্তে আস্তে সরিয়ে দিলেন তাঁর মুখের কাপড়টা। বিস্ময়ে অস্ফুট একটা চিৎকার বেরোলো ডি ভক্সের গলা দিয়ে। রাজাও কম আশ্চর্য হননি।

'কবি বলেছেন,' বললেন সালাহউদ্দিন, 'পায়ের আওয়াজ শুনেই

চিকিৎসককে চিনতে পারে রোগী। কিন্তু ভালো হয়ে যাওয়ার পর মুখ দেখেও পারে না।'

'কি করে পারবো,' বললেন রিচার্ড, 'মহান সালাদিনই যে সেই জ্ঞানী হাকিম তা কার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব?'

'ক্ষেত্র বিশেষে এ-ই দুনিয়ার নিয়ম,' জবাব দিলেন সালাহ-উদ্দিন। 'ছেঁড়া পোশাক সব সময় মানুষকে দরিদ্র বা ভবঘুরে করে তোলে না।'

'তার মানে—তার মানে আপনিই বাঁচিয়েছিলেন নাইট অভ দ্য লেপার্ডকে, পরে আবার ন্যুবিয়ান দাস সাজিয়ে পাঠিয়েছিলেন আমার শিবিরে?'

'ঠিক তাই,' বললেন সালাহউদ্দিন। 'কিন্তু, এবার কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে বিদায় দিন। ডিউক অভ অস্ট্রিয়া আর ঐ খ্রীষ্টান নাইটকে অভ্যর্থনা জানাতে যেতে হবে।'

চলে গেলেন সালাহউদ্দিন মার্কুইস অভ মন্টসেরাত ও তাঁর দলকে স্বাগত জানানোর জন্যে। রিচার্ড ও তাঁর সঙ্গীদের সামনে এনে রাখা হলো খাবার। সংখ্যায় যেমন প্রচুর, পরিমাণেও তেমনি বিপুল। পুরো একটা বাহিনীকে অনায়াসে পেটপুরে খাওয়ানো যায় এই খাবার দিয়ে।

খাওয়া দাওয়ার পর সেই বৃদ্ধ ওমরাহ, আবদুল্লাহ আল হাজ্জী এলেন পরদিনকার অনুষ্ঠান-সূচী সম্পর্কে আলাপ করার জন্যে। লড়াইয়ের নিয়ম, কানুন, শর্ত সব ঠিক করা হলো। বিদায় নিলেন ওমরাহ। ডি ভক্স ঢুকলেন তাঁবুতে।

'যে নাইট কাল আপনার হয়ে লড়বে,' বললেন তিনি, 'সে জানতে চায় আজ রাতে সে মহানুভবের সাথে দেখা করতে আসবে

কিনা।'

'ওকে দেখেছো তুমি, ডি ভক্স?' মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন রাজা। 'চিনতে পেরেছো?'

'ঈশ্বরের নামে বলছি, মহানুভব, এখানে আসার পর এতসব আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে, আমার মাথা ঘুলিয়ে ওঠার দশা হয়েছে। কুকুরটা দেখার আগ পর্যন্ত আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি লোকটা আসলে স্কট-ল্যাণ্ডের স্যার কেনেথ।'

'আচ্ছা বলো তো, আর কারো কাছে ও দোষ স্বীকার করেছে নাকি?'

'করেছে, মহানুভব,' জবাব দিলেন ডি ভক্স। 'এঙ্গাদির সন্ন্যাসীর কাছে, প্রাণদণ্ডের জন্যে যখন তৈরি হচ্ছিলো সেই সময়। সন্ন্যাসী এখন ওর সাথেই আছেন। লড়াইয়ের খবর শুনে এসেছেন।'

'বেশ বেশ। নাইটকে বলে দিও, সেইন্ট জর্জ পাহাড়ের চূড়ায় যে দোষ করেছে মরু-হীরক মরুদ্যানে জয়ী হতে পারলে ওর সে দোষ কাটবে। তারপর যেন আসে আমার কাছে।'

ঘণ্টাখানেক পর।

রানীর তাঁবুর দিকে চলেছেন রিচার্ড। আশ-পাশ দিয়ে যাচ্ছে, আসছে আরব সৈনিকরা, ভৃত্যরা। রিচার্ড লক্ষ্য করলেন তাকে দেখামাত্র প্রত্যেকের চোখ মাটির সাথে সেঁটে যাচ্ছে। মনে মনে হাসলেন তিনি—সম্মান জানানোর প্রাচ্যদেশীয় রীতি!

রানীর তাঁবুতে পৌঁছে এডিথের সাথে একান্তে কিছু আলাপ করলেন রিচার্ড।

'এখনো কি আমরা শত্রু, এডিথ?' নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন

তিনি।

'না, মহানুভব,' একই রকম নিচু কণ্ঠে জবাব দিলো এডিথ। 'আপনার আসল গুণ—দয়াশীলতা, মহানুভবতা যখন প্রকাশ পায়, কে আপনাকে শত্রু মনে করবে?'

বলতে বলতে সে হাত বাড়িয়ে দিলো রাজার দিকে। হাতটা ধরে ঠোঁটে ছোঁয়ালেন রিচার্ড। বললেন, 'তোর ধারণা ঐ ব্যাপারে আমার রাগ অযৌক্তিক ছিলো; কিন্তু আমি এখনও বলবো, তুই ভুল ভেবেছিস। এই নাইটকে যে শাস্তি আমি দিয়েছিলাম, ঠিকই দিয়েছিলাম। একটা দায়িত্ব—গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব ওকে দিয়েছিলাম, ও পালন করতে পারেনি। যত বড় প্রলোভনের হাতছানিই আসুক, জায়গা ছেড়ে নড়া উচিত হয়নি, নিশ্চয়ই স্বীকার করবি একথা? আগামী দিনের মানুষ রিচার্ডকে বোকা হয়তো বলবে, কিন্তু রিচার্ড ন্যায় বিচার করতে জানতো না এ কথা কেউ বলতে পারবে না।'

'থাক থাক, নিজেই নিজের এত প্রশংসা করবেন না।'

'বেশ করবো না এবার একটা কথা বল তো, তোর এই স্কট যদি কাল হেরে যায়, কি হবে? কনরেড অভ মন্টসেরাতের মতো যোদ্ধা খুব কমই আছে খ্রীষ্টান পক্ষে।'

'অসম্ভব!' দৃঢ়কণ্ঠে বললো এডিথ। 'আমি নিজের চোখে দেখেছি, আপনার বদলে স্কট লড়বে শুনে কাঁপতে শুরু করেছিলো কনরেড, মুখের রঙ বদলে গিয়েছিলো। ও দোষী—যত ভালো যোদ্ধা হোক অপরাধবোধের কারণেই তো ও ভালো মতো লড়তে পারবে না।'

'হুঁ, তা ঠিক,' বলতে বলতে হঠাৎ করেই চুপ হয়ে গেলেন রাজা। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'একটা কথা, এডিথ, তোর

বংশ গৌরবের কথা ভুলে যাবি না আশা করি।'

'মানে?' হঠাৎ করে এই সময় এমন একটা পরামর্শ? তাও আবার এত গম্ভীর ভাবে।'

'সোজাসুজি জিজ্ঞেস করছি, এডিথ,' বললেন রিচার্ড, 'বন্ধু হিশেবে জিজ্ঞেস করছি, এই নাইট যদি জয়ী হয় কি চোখে ওকে দেখবি তুই?'

'কি চোখে আবার! সম্মানিত একজন নাইটকে সবাই যে চোখে দেখে।'

'তোর জন্যে বেচারা এত দুর্ভোগ পোহালো তার পরও?'

'চোখের জলে আমি সেই দুর্ভোগের প্রতিদান দিয়েছি।'

'একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রিচার্ড। 'মেয়ে জাতটাই বোধহয় এমন। প্রেমিক যখন চোখের জলের চেয়ে বেশি কিছু চাইলো, সুন্দর বলে দিলো, আমার ভাগ্য অন্যভাবে নির্ধারিত হয়ে আছে।'

'বিশ্বাস করুন, মহানুভব,' এডিথ বললো, 'আমার ভাগ্যে কি আছে জানি না, তবে এটুকু জানি, আপনার এই হতভাগিনী বোন কোনো মুসলমান বা নামগোত্রহীন নাইটকে বিয়ে করবে না।'

আটাশ

ঠিক হয়েছে সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পর শুরু হবে লড়াই। একশো বিশ গজ লম্বা চল্লিশ গজ চওড়া একটা ঘেরা জায়গা প্রস্তুত করা হয়েছে ঘেরা জায়গাটার পশ্চিম পাশের ঠিক মাঝখানে বসানো হয়েছে সুলতান সালাহউদ্দিনের আসন। এর উল্টোদিকে তৈরি করা হয়েছে উঁচু একটা মঞ্চ। রানী বেরেঙ্গারিয়া ও তাঁর সহচরীদের জন্যে। মঞ্চের ওপরের অংশটা কাপড় দিয়ে ঘেরা, এমন ভাবে যে মহিলারা ওখান থেকে লড়াইয়ের জায়গাটা স্পষ্ট দেখতে পাবেন, কিন্তু তাঁদের কেউ দেখতে পাবে না। লড়াইয়ের জায়গার অন্য দুই প্রান্ত নির্দিষ্ট হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পক্ষ অর্থাৎ রিচার্ড ও কনরেডের সমর্থক, অনুসারীদের জন্যে।

সূর্যোদয়ের অনেক আগেই ঘেরা জায়গার চারপাশে দাঁড়িয়ে গেল আরব সৈনিকরা। রিচার্ড আগের দিন বিকেলে যত জনকে দেখেছিলেন আজ তার চেয়ে অনেক বেশি ওরা সংখ্যায়। ভোরের প্রথম আলো যখন কালো আকাশকে ধূসর করে তুললো ঠিক সেই মুহূর্তে সালাহউদ্দিনের নিজের কণ্ঠ থেকে ছড়িয়ে পড়লো আজানের সুর। সমবেত মুসলমানরা কেবলা মুখি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সারি

বেঁধে।

নামাজ শেষ হতেই শোনা গেল গুরু গম্ভীর ঢাকের আওয়াজ। প্রতিটি মুসলমান যে যেখানে ছিলো—যারা ঘোড়ায় ছিলো তারা ঘোড়া থেকে নেমে মাটিতে মাথা গুঁজে বসে পড়লো। রানী ও তাঁর সখীরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে মঞ্চের দিকে যাচ্ছেন। যতক্ষণ না তাঁরা মঞ্চের ঘেরা অংশে পৌঁছুলেন ততক্ষণ চললো ঢাকের আওয়াজ, ততক্ষণ অমনি মাথা গুঁজে বসে রইলো আরবরা। খোলা তলোয়ার হাতে পঞ্চাশজন রক্ষী গেল রমণীদের সাথে—কাউকে তাঁদের দিকে তাকাতে দেখলেই ধড় থেকে নামিয়ে দেবে মাথা।

অবশেষে সময় হলো। এক সাথে বেজে উঠলো অনেকগুলো শিঙা। থামলো। সুলতান সালাহউদ্দিন ও রাজা রিচার্ড তাঁদের নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। আবার বেজে উঠলো শিঙা। দুই যোদ্ধা দুদিক থেকে ঢুকলেন লড়াইয়ের জায়গায়। তিনবার চক্কর দিলেন তাঁরা ঘেরা জায়গাটার চারপাশে, যেন দর্শকরা ভালো করে তাঁদের দেখতে পারে।

রানী যে মঞ্চে বসেছেন তার ঠিক নিচে ছোট একটা বেদী তৈরি করা হয়েছে। সেটার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এঙ্গাদির সন্ন্যাসী থিওডোরিক। আরো কয়েকজন পাদ্রী পুরোহিত আছেন তাঁর সাথে। চক্কর শেষে দুই যোদ্ধাকে এই বেদীর সামনে নিয়ে এলো তাঁদের বন্ধুরা। ঘোড়া থেকে নামলেন দু'জন। সন্ন্যাসী শপথ গ্রহণ করালেন দু'জনকে। দু'জনই ঈশ্বরের নামে শপথ করে বললেন, দু'জনেই ন্যায়সংগত কারণে লড়ছেন এবং ফলাফল যা-ই হোক না কেন তারা মেনে নেবেন; লড়াইয়ে কোনো ছল চাতুরীর আশ্রয় নেবেন না কেউ এবং স্বাভাবিক সাধারণ অস্ত্রের বাইরে কোনো অস্ত্র ব্যবহার

করবেন না। দৃঢ়, পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করলো স্যার কেনেথ। তারপর ঘেরা মঞ্চটার দিকে তাকালো। কাউকে দেখতে পেলো না, তবু মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো রানীর উদ্দেশ্যে। আর কারো উদেশ্যে কি? কে জানে? কনরেডও দৃঢ় কণ্ঠে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলেন শপথ বাক্য। কিন্তু তাঁর গলাটা যেন একটু কেঁপে গেল, ঠোঁট দুটো রক্তশূন্য হয়ে উঠলো। শপথ শেষে যখন ঘোড়ার দিকে ফিরলেন অযথাই একটা হোঁচট খেলেন তিনি। পর মুহূর্তে অবশ্য স্বাভাবিক দক্ষতার সাথে ঘোড়ায় চাপলেন, কিন্তু ব্যাপারটা যারা খেয়াল করলো তারা অনেকখানিই আন্দাজ করে নিলো লড়াই-য়ের ফলাফল কি হবে।

এরপর পুরোহিতরা যথাযোগ্য গাম্ভীর্যের সাথে প্রার্থনা করলেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। আবার শিঙা বেজে উঠলো। ঘেরা জায়গার পুব প্রান্ত থেকে একজন চিৎকার করে উঠলো: 'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন স্কটল্যাণ্ডের স্যার কেনেথ। ইংল্যাণ্ডের রাজা রিচার্ডের চ্যাম্পিয়ন হিশেবে তিনি লড়বেন যাঁকে রিচার্ড অভিযুক্ত করেছেন তাঁর দেশের প্রতীক তাঁর পতাকার অমর্যাদা করার দায়ে সেই কন-রেড, মার্কুইস অভ মণ্টসেরাতের বিরুদ্ধে।'

'স্কটল্যাণ্ডের স্যার কেনেথ' শব্দগুলো যখন উচ্চারিত হলো উৎফুল্ল চিৎকারে ফেটে পড়লো রিচার্ডের সৈনিকরা। এরপর মার্কুইস অভ মণ্টসেরাত এগিয়ে এসে ঘোষণা করলেন তিনি নির্দোষ। দুই যোদ্ধার হাতে এবার ঢাল ও বর্শা তুলে দেয়া হলো। ঢাল দুটো দু'জনই গলায় ঝুলিয়ে নিলেন। বর্শার ডাঁটি মুঠো করে ধরে নাড়লেন দু'জনই দর্শকদের দিকে তাকিয়ে।

শিঙা বেজে উঠলো আবার। অন্য সবাই বেরিয়ে এলো ঘেরা

জায়গা থেকে। দুই যোদ্ধা কেবল রইলো দুই প্রান্তে। একজন আরেকজনের সামনে, মুখোমুখি।

এবার একটা ইশারা করলেন সালাহউদ্দিন। একসাথে শত শিঙার আওয়াজে মুখর হয়ে উঠলো মরুভূমির আকাশ। পূর্ণ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো দুই যোদ্ধা। ঘেরা জায়গাটার মাঝামাঝি জায়গায় বজ্রনির্ঘোষের মতো আওয়াজ তুলে মিলিত হলো দু'জন।

অভিজ্ঞ সৈনিকের ভঙ্গিতে বর্শা চালিয়েছেন কনরেড। স্যার কেনেথের ঢালের মাঝখানে লেগেছে, এবং লেগেই সেটা ভেঙে গেছে কয়েক টুকরো হয়ে। প্রচণ্ড ধাক্কায় স্যার কেনেথের ঘোড়া কয়েক পা পিছিয়ে এসে উল্টে পড়ে গেল। পড়ে গেল কেনেথও। কিন্তু এর জন্যে যেন প্রস্তুতই ছিলো সে, মুহূর্তের ভেতর উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বর্শা চালালো কনরেডের ঢাল লক্ষ্য করে। তার বর্শা তো ভাঙলোই না, বরং সোজা ঢুকে গেল কনরেডের ঢাল, বর্ম ও তার ভেতরে শিকলের পোশাক ভেদ করে বুকের গভীরে। ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন মার্কুইস। বর্শার ডাঁটিটা বুকে গাঁথা অবস্থায় শুয়ে রইলেন চিৎ হয়ে।

দর্শকরা, তাঁদের ভেতর সালাহউদ্দিন ও রিচার্ডও আছেন, যাঁর যাঁর জায়গা ছেড়ে ছুটে এলেন আহত মানুষটার কাছে। ইতি-মধ্যে তলোয়ার বের করে কনরেডের গলায় চেপে ধরেছে স্যার কেনেথ। চিৎকার করে তাঁকে দোষ স্বীকার করতে বলছে।

আহত মার্কুইস আকাশের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, 'আর কি চাও তুমি? ঈশ্বর ঠিক বিচার করেছেন। আমি দোষী, কিন্তু আমার চেয়েও খারাপ লোক আছে [illegible]াহিনীতে। দয়া করো—দয়া করো আমাকে, একজন পুরোহিতকে আসতে দাও আমার

কাছে।'

'সেই তালিসমান!' সালাহউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করলেন রিচার্ড। 'জলদি করুন, মহান সালাদিন! লোকটাকে বাঁচাতে হবে!'

'নিশ্চয়ই, ভাই রিচার্ড,' জবাব দিলেন সালাহউদ্দিন, 'আপনার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না।' কয়েকজন আরব সৈনিকের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন, 'আমাদের তাঁবুতে নিয়ে যাও আহতকে।'

এতক্ষণ চুপচাপ শুকনো মুখে দেখছিলেন মাস্টার অভ দ্য টেম্পলারস। এবার তিনি বলে উঠলেন, 'না, না, তা আমরা হতে দেবো না—ডিউক অভ অস্ট্রিয়া আর আমি—আমরা ওর বন্ধু, ওকে আমাদের তাঁবুতে নিয়ে যাবো।'

'মানে, আপনারা ওর প্রাণ বাঁচানোর নিশ্চিত উপায়টা প্রত্যাখ্যান করছেন?' জানতে চাইলেন রিচার্ড।

'না,' বললেন গ্র্যাণ্ডমাস্টার, 'সালাদিন যদি চিকিৎসা করতেই চান আমাদের তাঁবুতে, আমাদের সামনে বসে করবেন।'

'বাদ্য বাজাও!' চিৎকার করে উঠলেন রিচার্ড। 'ইংল্যাণ্ডের চ্যাম্পিয়নের সম্মানে জয়ধ্বনি দাও! ইংল্যাণ্ডের সম্মানে জয়ধ্বনি দাও!'

বেজে উঠলো ঢাক ও শিঙা সম্মিলিত স্বরে। ইংরেজ সৈনিকরা মুখর হয়ে উঠলো ইংল্যাণ্ড ও তার চ্যাম্পিয়নের জয়ধ্বনিতে। এর ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে আরবদের চিৎকার। অবশেষে শান্ত হলো সব কোলাহল।

'সাহসী নাইট অভ দ্য লেপার্ড,' বললেন সিংহ-হৃদয় রিচার্ড, 'এতকাল জেনে এসেছি চিতার গায়ের দাগ বদলায় না, কিন্তু আজ

মনে হচ্ছে বদলাবে। চলো মহিলাদের কাছে, ওরাই সেরা বিচারক, ওরাই তোমাকে তোমার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারবে।'

মাথা নোয়ালো নাইট—তার আপত্তি নেই।

'এবং আপনি, মহান সালাদিন, আপনিও যাবেন ওদের কাছে। আমি কথা দিচ্ছি, আমার রানী পরিপূর্ণ সমাদরের সাথে স্বাগত জানাবেন আপনাকে।'

'শুনে খুব খুশি হলাম,' মাথা নুইয়ে বললেন সালাহউদ্দিন, 'কিন্তু, দুঃখিত, আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারছি না, আহত লোকটার কাছে যেতে হবে আমাকে। যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসতে পারে, কিন্তু চিকিৎসক রোগী ফেলে রেখে?—উঁহুঁ, খুবই অন্যায় হয়ে যাবে কাজটা।'

আর অনুরোধ করলেন না রিচার্ড।

'দুপুরে,' বললেন সালাহউদ্দিন, 'কুর্দিস্তানের এক গোত্রপতির তাঁবুতে আপনাদের খাওয়ার দাওয়াত। আশা করি হতাশ হবে না গোত্রপতি।'

গুরুত্বপূর্ণ আরো যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সবাইকে একই দাওয়াত দিলেন সালাহউদ্দিন।

'প্রশ্নই আসে না হতাশ হওয়ার,' বললেন রিচার্ড। 'আমরা যাবো, অত্যন্ত আনন্দের সাথে যাবো।'

চলে গেলেন সালাহউদ্দিন।

এই সময় ঢাকের শব্দ বেজে উঠলো আবার। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে মুখ গুঁজে বসে পড়লো মুসলমান সৈনিকরা।

'মঞ্চ থেকে নেমে আসছে আমাদের মহিলারা,' স্যার কেনেথের দিকে তাকিয়ে বললেন রিচার্ড। 'ওদিকে গিয়ে আর লাভ নেই,

চলো ওদের তাঁবুতে যাই।'

স্যার কেনেথকে নিয়ে রানী বেরেঙ্গারিয়ার তাঁবুতে এলেন রিচার্ড। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে রানীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো নাইট, যদিও তার এই শ্রদ্ধার অর্ধেকটাই নিবেদিত হলো রানীর পাশে বসা এডিথের উদ্দেশ্যে।

'ওর অস্ত্র, বর্ম খুলে নাও তোমরা,' হাসতে হাসতে বললেন রাজা। তোমাদের সৌন্দর্য দিয়ে সম্মান জানাও নাইটকে। বেরেঙ্গারিয়া, ওর অস্ত্র খুলে নাও, এডিথ, তুমি সাহায্য করো রানীকে হ্যাঁ, হ্যাঁ করো, আমি বলছি।'

রাজার নির্দেশ পালন করার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন দুই রমণী। বেরেঙ্গারিয়ার উৎসাহই বেশি, স্বামীকে খুশি করার এই সুযোগ তিনি ছাড়তে রাজি নন। কিন্তু এডিথের মুখ প্রথমে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, তারপর লাল। কাঁপা কাঁপা হাতে নাইটের বর্মের বাঁধন আলগা করতে লাগলো সে।

'ওর এই লোহার খোলসের নিচে কি দেখবি বলে ভাবছিস, এডিথ?' প্রশ্ন করলেন রিচার্ড। 'ন্যুবিয়ান ক্রীতদাস অথবা নাম গোত্রহীন একজন নাইট? না, এডিথ, না, এসব ওর ভান। বংশ মর্যাদা এবং সৌভাগ্যে তোর বা আমার চেয়ে বিন্দুমাত্র খাটো নয় ও।'

বিস্মিত চোখে তাকালো এডিথ রাজার দিকে।

'হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি,' বলে চললেন রিচার্ড। 'স্যার কেনেথের ছদ্মবেশে ও ডেভিড, আর্ল অভ হান্টিংডন, স্কটল্যাণ্ডের রাজকুমার।'

বিস্মিত চিৎকার বেরোলো রানী ও তার সখীদের সবার মুখ

থেকে। এডিথের হাত থেকে খসে পড়ে গেল নাইটের গা থেকে এই মাত্র খুলে নেয়া বর্মটা।

'আমার কথা বিশ্বাস না হলে ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখ,' বললেন রাজা। তোমাদের মনে আছে, স্কটল্যাণ্ড কি করে আমাদের প্রতারিত করেছিলো? এই আর্লের অধীনে প্যালেস্টাইন জয়ের জন্যে শক্তিশালী একটা দল পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল শক্তিশালী দূরে থাক ছোট একটা দলও পাঠাতে পারছে না ওরা। এই দুঃসাহসী যুবক ব্যাপারটাকে লজ্জাজনক মনে করেছিলো। পবিত্র যুদ্ধে যোগ দেয়া কর্তব্য মনে হয়েছিলো ওর কাছে। তাই শেষ মুহূর্তে ছদ্মবেশে ছোট একটা দল নিয়ে যোগ দিয়েছিলো আমাদের সাথে। এখানে পৌঁছানোর কিছুদিনের ভেতর মাত্র একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য ছাড়া ওর সব সঙ্গী মারা যায়, ফলে ওর পরিচয় শেষ পর্যন্ত গোপনই থেকে গেছে।'

নাইটের দিকে তাকালেন রিচার্ড, 'আচ্ছা, বলো তো, কেন তুমি প্রথমেই তোমার আসল পরিচয় দাওনি? স্কটল্যাণ্ডের রাজা রিচার্ডের শত্রু, তুমি তার ছেলে, জানতে পারলে যদি হত্যা করার নির্দেশ দেই—এই ভয়ে?'

'না, মহানুভব,' জবাব দিলো আর্ল অভ হান্টিংডন। 'আমার অহঙ্কারই আমাকে বাধা দিয়েছিলো আত্মপরিচয় দিতে। নিছক প্রাণ বাঁচানোর খাতিরে আমি প্রকাশ করতে চাইনি, আমি স্কটল্যাণ্ডের রাজপুত্র। তা ছাড়া আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, পবিত্র ক্রুসেড শেষ না হওয়া পর্যন্ত আত্মপরিচয় দেবো না। পাপ স্বীকার করতে গিয়ে পবিত্রসন্ন্যাসীর কাছে অবশ্য প্রকাশ করেছিলাম। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত না হলে তখনও করতাম না।'

'এই গোপন কথা জানার পরই আমি সিদ্ধান্ত বদলে ওর মৃত্যু-দণ্ড বাতিল করেছিলাম। ভাগ্য ভালো শেষ মুহূর্তে জানতে পেরে-ছিলাম কথাটা, না হলে ইউরোপের একজন উদীয়মান বীরকে আমরা হারাতাম।'

'কি করে জানতে পারলেন?' প্রশ্ন করলেন রানী। 'সন্ন্যাসীর তো কারো স্বীকারোক্তি প্রকাশ করার কথা নয়।'

'ইংল্যাণ্ড থেকে কিছু চিঠি এসেছিলো,' বললেন রিচার্ড 'বেশির ভাগই দুঃসংবাদ নিয়ে। সেগুলোর একটা পড়ে জানতে পারি, স্কটল্যাণ্ডের রাজা আমাদের তিনজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আটক করে রেখেছে, পবিত্র যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্যে আসছিলো তারা। উইলিয়ামের অভিযোগ আমরা নাকি তার ছেলেকে আটকে রেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম কে তার ছেলে। যাক সে কথা, বোন এডিথ, তোর হাতটা দে, স্কটল্যাণ্ডের রাজপুত্র, তোমারটাও।'

'দাঁড়ান, মহানুভব,' একটু ইতস্তত করে বললো এডিথ। 'সালা-দিনকে খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী করে তোলার জন্যে আমার সাথে ওর বিয়ের প্রস্তাব করা হয়েছিলো না?'

'হয়েছিলো, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্য রকম। অন্য কিছু লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের গর্ভে।'

কখন যেন এঙ্গাদির পবিত্র সন্ন্যাসী এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁবুর ভেতর, কেউ খেয়াল করেনি। এবার এগিয়ে এলেন তিনি। বললেন, 'সালাদিন এবং কেনেথ অভ স্কটল্যাণ্ড যখন আমার গুহায় ঘুমিয়ে ছিলো তখন গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমার ছাদের নিচে এমন একজন রাজপুত্র বিশ্রাম নিচ্ছে যে রিচা-র্ডের শত্রু। আমি আরো বুঝতে পেরেছিলাম, এডিথের ভাগ্য ঐ

রাজপুত্রের সাথে জড়িয়ে যাবে। স্বাভাবিক ভাবেই আমি ধরে নিয়েছিলাম সালাদিনই সেই রাজপুত্র। কিন্তু খ্রীষ্টান এডিথের ভাগ্য কি করে মুসলমান সালাদিনের সাথে জড়াবে ভেবে পাচ্ছিলাম না। শেষে অনেক যুক্তি তর্ক করে মনকে বোঝালাম, সালাদিনকে হয়তো ধর্মান্তরিত করা যাবে। পরধর্মের প্রতি তার অদ্ভুত, রীতিমতো অবিশ্বাস্য সহিষ্ণুতা দেখে ব্যাপারটা আমার কাছে সম্ভব মনে হয়েছিলো। সেজন্যেই মহানুভব রাজার কাছে সালাদিনের সাথে এডিথের বিয়ে দেয়ার স্বপক্ষে ওকালতি করেছিলাম। তারপর যখন স্যার কেনেথ মানে আর্ল অভ হান্টিংডনের স্বীকারোক্তি শুনলাম, চমকে উঠলাম। ছুটে গেলাম রিচার্ডের কাছে তাকে ক্ষমা করতে বলার জন্যে…। যাকগে যা হবার হয়েছে…মনভরা অহঙ্কারের বোঝা নিয়ে আমি এসেছিলাম, খ্রীষ্টান রাজপুত্রের ধর্মের কথা শেখাবো বলে। কিন্তু… কিন্তু আমার সব বাঁধন আজ ছিন্ন হয়েছে।…এবার আমাকে যেতে হবে…কিন্তু আশা ছাড়ছি না।'

অদ্ভুত ভঙ্গিতে একটা লাফ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন সন্ন্যাসী তাঁবু থেকে। শোনা যায় এর পর আবার আগের মতো উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

উনত্রিশ

সালাহউদ্দিনের তাঁবু। দুপুর হতে বিশেষ বাকি নেই। প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে সিরিয়ার জ্বলন্ত সূর্য।

খ্রীষ্টান বাহিনীর রাজপুত্রদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে অপেক্ষা করছেন সুলতান সালাহউদ্দিন। বিরাট তাঁবুটার মেঝেতে পুরু গালিচা পাতা। তার ওপর প্রাচ্যরীতিতে অনেকগুলো দামী গদি মোড়া আসন। একটা আসনে বসে আছেন সুলতান। মাঝে মাঝে তাঁবুর দরজা দিয়ে তাকাচ্ছেন বাইরে।

এমন সময় হঠাৎ আতঙ্কিত ভঙ্গিতে ছুটতে ছুটতে তাঁবুতে ঢুকলো বামন নেকতাবেনাস। ভয়ে তার কুৎসিত মুখটা আরো কুৎসিত হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে কোটর ছেড়ে। সালাহউদ্দিনের সামনে যখন দাঁড়ালো, তিনি বুঝতে পারলেন, লোকটা কাঁপছে।

'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?' কঠোর স্বরে প্রশ্ন করলেন সুলতান।

'অ্যাকিপে হক!'* কম্পিত কণ্ঠে বললো বামন।

---

* এই নাও! (ল্যাটিন)।

'মানে। কি বলছো তুমি?'

'অ্যাকিপে হক!' আবার বললো আতঙ্কে প্রায় অজ্ঞান প্রাণীটা।

'শোনো, হে গর্দভ,' ধমকে উঠলেন সালাহউদ্দিন, 'তোমার ভাঁড়ামি শোনার সময় নেই আমার।'

'আমি ভাঁড় নই।'

'ভালো কথা। এখন কি বলবে বলো, যদি গলাধাক্কা না খেতে চাও।'

সালাহউদ্দিনের আরো কাছে সরে এলো বামন। তারপর নিচু কণ্ঠে বললো, 'শুনুন তাহলে, মহান সালাদিন···।'

তাঁদের ভেতর কি কথা হলো না হলো—নেকতাবেনাস সালাহ-উদ্দিনকে কি বললো, বা সালাহউদ্দিন নেকতাবেনাসকে কি বললেন কেউ কিছু জানতে পারলো না। সালাহউদ্দিনের নির্দেশে তাঁবুতেই রইলো বামন নেকতাবেনাস।

একটু পরেই শিঙার আওয়াজ খ্রীষ্টান রাজপুত্রদের আগমন সংবাদ ঘোষণা করলো। উঠে দাঁড়ালেন সালাহউদ্দিন। মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুযায়ী একে একে সবাইকে স্বাগতম জানালেন। তরুণ আর্ল অভ হান্টিংডন যখন তাঁর সামনে এলো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি; প্রাণ খুলে অভিনন্দন জানালেন তাকে।

'কিন্তু, যুবক,' বললেন সালাহউদ্দিন, 'নিঃসঙ্গ শিয়ারকফের কাছে স্যার কেনেথ, বা আল হাকিমের কাছে ন্যুবিয়ান দাস যত-খানি মর্যাদা পেয়েছিলো স্কটল্যাণ্ডের রাজপুত্র সালাহউদ্দিনের কাছে তার চেয়ে বেশি কিছু পাবে না।'

জবাবে মৃদু একটু হাসলো আর্ল অভ হান্টিংডন। নিঃশব্দে বরফ দেয়া একটা পানীয়ের পেয়ালা তুলে নিলো। দেখাদেখি আর্চডিউক অভ অস্ট্রিয়াও। একটা পেয়ালা নিজে নিয়ে গ্র্যাণ্ড মাস্টার অভ দ্য টেম্পলারস-এর দিকে একটা বাড়িয়ে ধরলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে বামন নেকতাবেনাসের দিকে তাকিয়ে কি একটা ইশারা করলেন সালাহউদ্দিন।

'অ্যাকিপে হক!' কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো বামন।

সঙ্গে সঙ্গে কাগজের মতো শাদা হয়ে গেল টেম্পলারের মুখ। অবশ্য মুহূর্তে সামলে নিয়ে কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে পেয়ালাটা ঠোঁটের কাছে তুললেন তিনি। কিন্তু ঠোঁট দুটো পেয়ালার প্রান্ত স্পর্শ করার আগেই বিদ্যুতের বেগে সালাহউদ্দিনের তলোয়ার নেমে এলো তাঁর ঘাড় বরাবর। গ্র্যাণ্ড মাস্টারের মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। গড়াতে গড়াতে চলে গেল তাঁবুর এক প্রান্তে। মুণ্ডহীন দেহটা দাঁড়িয়ে আছে এখনো, পেয়ালাটা হাতে ধরা। কয়েক সেকেণ্ড পর আস্তে কাত হয়ে সেটা পড়ে গেল মাটিতে।

উপস্থিত সব ক'জন খ্রীষ্টান চিৎকার করে উঠলেন। সালাহ-উদ্দিনের সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন ডিউক অভ অস্ট্রিয়া, লাফ দিয়ে কয়েক পা পেছনে সরে গেলেন তিনি। এদিকে রিচার্ড এবং অন্যদের হাত চলে গেছে তলোয়ারের বাঁটে।

'ভয় পাবেন না, ডিউক,' শান্ত, যেন কিছুই ঘটেনি এমন কণ্ঠে বললেন সালাহউদ্দিন, 'আপনিও, মহামান্য রিচার্ড; ভয় পাওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। যা দেখলেন তাতে রেগে যাবেন না। ঐ লোকটা বহু অপরাধের হোতা। রাজা রিচার্ডকে হত্যার চক্রান্ত করেছিলো ও,

আমার এই শিবির আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেছিলো ম্যারো-নাইটদের। কিন্তু আমি সাথে এত বেশি সৈনিক নিয়ে এসেছি, ম্যারো-নাইটরা সাহস পায়নি। কিন্তু এসব কারণে আমি ওকে হত্যা করিনি, করেছি অন্য কারণে। মাত্র আধ ঘণ্টা আগে ও কনরেড অভ মণ্ট-সেরাতকে ছুরি মেরে খুন করেছে, যাতে ওর দুষ্কর্ম সম্পর্কে আপনারা কিছু জানতে না পারেন।'

'কি বলছেন আপনি?' চিৎকার করে উঠলেন রিচার্ড। 'কনরেড খুন হয়েছে, এবং ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু গ্র্যাণ্ড মাস্টারের হাতে। মহামতি সালাদিন, আমি আপনাকে সন্দেহ করছি না, তবু ব্যাপারটা প্রমাণ করতে হবে আপনাকে। নইলে…'

'ও-ই প্রমাণ দেবে,' ভীত সন্ত্রস্ত নেকতাবেনাসের দিকে ইশারা করলেন সালাহউদ্দিন।

নেকতাবেনাসের কাছে যে কাহিনী শুনেছিলেন, বলে গেলেন তিনি:

কৌতূহল বশতঃ কনরেডের তাঁবুতে ঢুকেছিলো নেকতাবেনাস। মার্কুইসের অনুচরদের কেউ তখন ছিলো না সেখানে, কয়েকজন তাঁর পরাজয়ের সংবাদ জানাতে গেছে তার ভাইকে, বাকিরা খাওয়া দাওয়ায় ব্যস্ত। আহত কনরেড সালাহউদ্দিনের আশ্চর্য তালিসমানের প্রভাবে গভীর ঘুমে ডুবে ছিলেন। এই সুযোগে তার তাঁবুতে ঢোকে বামন। ঘুরে ফিরে দেখে যখন বেরিয়ে আসবে তখন ও তাঁবুর বাইরে পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। তড়ি ঘড়ি করে একটা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে নেকতাবেনাস। পাতলা পর্দার ভেতর দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখতে পায় গ্র্যাণ্ড মাস্টারকে। গলা শুনে বুঝতে পারে উনি গ্র্যাণ্ড মাস্টারই।

ঢুকেই তাঁবুর দরজার ভারি পর্দাটা সাবধানে নামিয়ে দিলেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার। এই সময় হঠাৎ স্বপ্ন দেখে বা অন্য কোনো কারণে জেগে গেলেন কনরেড। জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'এখন বিরক্ত করবেন না, গ্র্যাণ্ড মাস্টার ; আমাকে একটু ঘুমাতে দিন।'

'আমি তোমার শেষ স্বীকারোক্তি শুনতে এসেছি, কনরেড,' জবাব দিলেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার।

এরপর দু'জনের ভেতর কি কথাবার্তা হয়েছে, কি ঘটেছে ভালো বলতে পারেনি বামন। ওর শুধু মনে আছে, কনরেড কাকুতি মিনতি করছিলেন, আহত একজন মানুষকে যেন খুন না করেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার। কিন্তু তাতে মন গলেনি টেম্পলারের, একটা তুর্কী ছুরি মার্কুইসের হৃৎপিণ্ড বরাবর গেঁথে দিতে দিতে তিনি বিড় বিড় করে উঠেছিলেন, 'অ্যাকিপে হক।'

'আরো প্রমাণ চাই আপনাদের?' বললেন সালাহউদ্দিন। যার সামনে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সেই হতভাগ্য বামনকে আমি শিখিয়ে রেখেছিলাম, আমার সংকেত পেলেই যেন 'অ্যাকিপে হক' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই আপনারা খেয়াল করেছিলেন, আমার সংকেত মতো ও যখন চেঁচিয়ে উঠেছিলো, কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিলো আপনাদের গ্র্যাণ্ড মাস্টারের মুখ?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকলেন রিচার্ড। অবশেষে বললেন, 'কিন্তু এখানে এবং নিজের হাতে কেন আপনি ওকে শাস্তি দিলেন?'

'আমি অন্য উপায় ভেবে রেখেছিলাম,' জবাব দিলেন সালাহ-উদ্দিন, কিন্তু কি করবো, ও পেয়ালা তুলে চুমুক দিতে গেল। যদি কোনো রকমে ও চুমুকটা দিতে পারতো কি করে আমি হত্যা করতাম ওকে? ও আমার অতিথি হয়ে যেতো না? কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে ওর

কথা। এবার ওর দেহ এবং স্মৃতি দুটোই দূর করে দিতে হবে এখান থেকে।'

কয়েকজন ভৃত্য নিয়ে গেল গলাকাটা মৃত দেহটা। রক্তের দাগ মুছে ফেলা হলো। তারপর সালাহউদ্দিনের আমন্ত্রণে খেতে বসলেন খ্রীষ্টান রাজপুত্ররা। সবাই নিশ্চুপ, গম্ভীর। খাওয়ার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ নেই কারো। কেবল রিচার্ডকেই দেখা গেল, এখনো বেশ উৎফুল্ল।

'কি বলেন আপনারা?' রাজপুত্রদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন রিচার্ড, 'ভবিষ্যতে বলার মতো কোনো ঘটনা জন্ম না দিয়েই শেষ হয়ে যাবে এই রাজকীয় ভোজউৎসব? আপনি কি বলেন, মহানুভব সালাদিন? আজ এখানেই প্যালেস্টাইন প্রশ্নের মীমাংসা করে আমাদের ভেতরকার এই দীর্ঘ ক্লান্তিকর যুদ্ধ কি শেষ করতে পারি না আমরা?'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন সালাহউদ্দিন। কপালে ভাঁজ পড়েছে অনেকগুলো।

'প্যালেস্টাইন প্রশ্নের মীমাংসা তো হয়েই আছে,' অবশেষে মৃদু, শান্তকণ্ঠে, বললেন তিনি। 'আল্লাহ ইতিমধ্যেই সত্য বিশ্বাসীদের হাতে তুলে দিয়েছেন পবিত্র জেরুজালেমকে। আমি ব্যক্তিগত শক্তি ও দক্ষতা পরীক্ষা করতে গিয়ে সেই মীমাংসিত প্রশ্নকে আবার অমীমাংসিত করে তুলবো কেন?'

'বেশ, তাহলে জেরুজালেমের জন্যে নয়,' বন্ধুর কাছে একটু উপকার আশা করছেন এমন কণ্ঠস্বর রিচার্ডের, 'মর্যাদার স্বার্থে আসুন আমরা একবার আমাদের দক্ষতার পরীক্ষা দেই।'

'না, আইনত—' রিচার্ডের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটভাবে একটু

হেসে বললেন সালাহউদ্দিন, 'আইনত তা-ও আমি করতে পারি না। আমার যদি একটা ছেলে থাকতো তাহলে কোনো চিন্তা ছিলো না, আমি মরে গেলে ও আমার জায়গা নিতে পারতো। কিন্তু তা নেই, আমার জনগণের কথা আমাকে মনে রাখতে হবে সবচেয়ে আগে।'

'তুমি ভাগ্যবান,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর্ল অভ হান্টিং-ডনের দিকে তাকালেন রিচার্ড। 'আমার জীবনের সেরা বছরটার বিনিময়েও যদি মরু-হীরকের ধারে তোমার সেদিনের সেই আধটা ঘণ্টা পেতাম!'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। অন্যরাও উঠলেন। ধীর পায়ে এগোলেন তাঁবুর দরজার দিকে। সালাহউদ্দিন এগিয়ে এসে রিচার্ডের একটা হাত ধরলেন।

'ইংল্যাণ্ডের মহান রাজা,' বললেন তিনি, 'আমরা আলাদা হচ্ছি, হয়তো আর কখনো একসাথে হবো না। খ্রীষ্টান শক্তির ঐক্য ভেঙে যাচ্ছে, আপনার নিজের সৈন্য সংখ্যা এত কম যে চাইলেও আপনি আর লড়াই চালিয়ে যেতে পারবেন না। আমার চেয়ে আপনিই বোধহয় আরো ভালো জানেন সে কথা। আমি স্বেচ্ছায় জেরুজা-লেমের অধিকার তুলে দেবো না আপনার হাতে, কিছুতেই না। আপনাদের মতো আমাদের কাছেও অত্যন্ত পবিত্র এই নগরী। তবে কথা দিচ্ছি, এই একটা শর্ত ছাড়া অন্য যে কোনো শর্ত দিন, খুশি মনে রিচার্ডের সাথে সন্ধি করবে সালাহউদ্দিন।'

পরদিন নিজের শিবিরের পথে রওনা হলেন রিচার্ড।

এর কিছু দিন পর আর্ল অভ হান্টিংডনের সাথে বিয়ে

হলো এডিথের। ওদের বিয়েতে উপহার হিশেবে সেই বিখ্যাত তালিসমান এক শিশি পাঠিয়ে দিলেন সালাহউদ্দিন। ইউরোপে ফেরার পর অনেক অসুস্থ মানুষকে ওরা ভালো করেছে ঐ ওষুধ দিয়ে। এখনও আছে ওটা। আর্ল অভ হান্টিংডন স্কটল্যাণ্ডের এক সাহসী নাইট স্যার সিমন অভ দ্য লী কে দিয়ে গিয়েছিলেন শিশিটা। স্যার সিমনের পরিবার এখনও সযত্নে সংরক্ষণ করছে সেই তালিসমান।

—: শেষ :—

আলোচনা

ফরহাত কামাল

EC/50 ঢেবার পাড়, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

একটু দেরিতে হলেও 'হেল কমাণ্ডো' বইটি পড়লাম। চমৎকার। কিন্তু প্যাথেটিক। একজন কমাণ্ডোর ট্রেনিং পিরিয়ড যত কঠোর ও সুশৃংখল, ততই অমানবিক। কত কষ্ট সহ্য করে, অমানুষিক পরিশ্রম করে, এক একজন সৈনিক নিজেকে কমাণ্ডো হিসাবে প্রস্তুত করেন, তার একটা নমুনা বইটিতে পাওয়া গেল।

ধাঁধাঁ

তিন চোর একদিন নারকেল চুরি করতে গেছে। ১ম চোর গাছের মাথায়, ২য় চোর গাছের মধ্যখানে, আর ৩য় চোর গাছের নিচে বসে আছে। কতগুলি নারকেল পাড়ার পর গাছের মালিক টের পেয়ে যায়। তাই ৩য় চোর নারকেলগুলি ৩ ভাগ করে এক ভাগ নিয়ে পালিয়ে যায়। ২য় চোর বাকি নারকেলগুলিকে ৩ ভাগ করে দেখে যে একটা অবশিষ্ট থাকে। সে তার ভাগ আর অবশিষ্ট নারকেল নিয়ে পালায়। ১ম চোর নিচে নেমে যে কয়টা নারকেল ছিল সব নিয়ে চম্পট দেয়। তারপর বাড়ি এসে দেখে যে তিন চোরই সমান নারকেল পেয়েছে। বলুন তো চোরগুলি কয়টা নারকেল পেড়েছিলো ?

সংগ্রাহক—সোহেল

করিম কুটির, নবগ্রাম রোড, বরিশাল

মোঃ নাইম বিশ্বাস

১৫ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১৫।

আমি সেবার একজন নিয়মিত পাঠক। তবে আমি কিশোর থ্রিলারের বই আর ওয়েস্টার্নের বই পড়ে বেশি মজা পাই। আমার বর্তমান বয়স ১৫ বৎসর। রাসেদ বুক হাউসের ম্যানেজার বলেন আমাকে মাসুদ রানার বই পড়তে; তাই আপনার কাছে আমি পরামর্শ চাই, আপনি যদি বলেন পড়তে তাহলে আমি মাসুদ রানার বই পড়বো। কিন্তু আপনার বই ছাড়া আমি বাঁচবো না।

* মাসুদ রানা সিরিজে বেশ অনেকগুলো বই আছে, যেগুলো ছোট বড় সবাই পড়তে পারে; বাকিগুলো বড়দের জন্য। রাসেদ বুক হাউসের ম্যানেজার যদি তোমার উপযোগী বই বাছাই করে দিতে পারেন, তাহলে পড়ে দেখতে পারো কেমন লাগে।

কৌতুক

তিনজন লোক কৃপণতা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলো। একজন বললো, 'আমি একজন লোককে জানি যে রাতে ঘড়ি বন্ধ করে রাখে যাতে ঘড়িটা ক্ষয় না হয়, এবং অনেক বেশি দিন চলে।'

আরেকজন বললো 'আমি জানি একজনকে যে খুব ছোট করে লেখে যাতে বেশি কালি খরচ না হয়।'

তৃতীয় ব্যক্তি বললো, 'এদেরকে ঠিক কৃপণ বলা যায় না, এরা হলো মিতব্যয়ী। কিন্তু আমি একজন লোককে জানি যে চশমার কাচ ভালো রাখার জন্য খবরের কাগজ পড়ে না।'

সংগ্রাহক—

মোঃ হেলাল রশিদ

১০ সেন্ট্রাল রোড, মৌলবী বাজার।

শেখ মোঃ ইসমত হাই

সায়েন্স ল্যাবরেটরী স্টাফ কোয়ার্টারস, ধানমণ্ডি, ঢাকা-৫।

মার্থা মেকেনার 'আই ওঅজ এ স্পাই' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত 'আমি

গুপ্তচর' বইটি পড়লাম। সত্য কাহিনী 'আমি গুপ্তচরে' লেখিকা মার্থা মেকেনা এবং গুপ্তচর মার্থা নোকার্ট ; ভিন্ন দুজন মহিলা হবার কারণ কি ?

স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের 'শার্লক হোমস' নামক কোনো বই সেবা থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো কি ?

কাজীদা, আর অপেক্ষা করতে পারছি না, শিগগির বলুন কত তারিখে তিন গোয়েন্দার পরবর্তী বই বের হবে।

* মার্থা নোকার্ট বিয়ের পর হয়েছেন মার্থা মেকেনা।... 'শার্লক হোমস' নামে কোনো বই এখনও সেবা থেকে প্রকাশিত হয়নি।... আগস্টের ৭ তারিখে আসছে 'রত্নদানো'।

এম. আহমেদ

শালগারিয়া, পাবনা।

সন্ধানী পড়লাম। নিঃসন্দেহে 'সন্ধানী' একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই প্রথম সেবার বিজ্ঞান ভিত্তিক নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বলিত বই প্রকাশের জন্য আলিমুজ্জামান ভাইকে অজস্র ধন্যবাদ পৌঁছে দেবেন। সঙ্গে সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য আসাদুজ্জামান ভাইকেও পৌঁছে দেবেন অজস্র শুভেচ্ছা। কাজী ভাই, আমরা সেবার নিকট হতে এরূপ কোটি কোটি বই আশা করি।

* ওরেব্বাপ ! সংখ্যাটা একটু কমালে হয় না ?'

মাসুদ আহমেদ মিতু

৩০০, এলিফেন্ট রোড, ঢাকা-৫।

আগে সেবা প্রকাশনীর কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই পড়তাম না। কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে কিশোর ক্লাসিকের 'কিডন্যাপড' বইটি এনে পড়লাম। বইটি পড়ে এতো ভালো লাগলো যে কিশোর ক্লাসিকের অনেকগুলো বই বহু স্টল ঘাঁটাঘাঁটি করে কিনেছি। ক্লাসিকের 'প্রিজনার অভ জেনডা' থ্রিলারের 'মমি' এবং অনুবাদের 'বাস্কারভিলের হাউণ্ড' খুব ভালো লেগেছে।

* জেনে সুখী হলাম।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন। আজই মানিঅর্ডার যোগে ৫০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান, নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা বা শুধু অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের নাম ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

ওয়েস্টার্নের অষ্টাদশ রোমাঞ্চোপন্যাস

এপিঠ ওপিঠ

রচনা : কাজি মাহবুব হোসেন

মূল্য : ষোল টাকা

প্রকাশের তারিখ : ২৬. ৮৬৯

বিষয় : গরু কিনতে পশ্চিমে এসে মহা বিভ্রাটে জড়িয়ে গেল ইভান। দেখা যাক, কিভাবে কাটিয়ে ওঠে সে একের পর এক ঝামেলাগুলো।

ধাঁধার উত্তর : ছয়টি নারকেল।

কিশোর ক্লাসিকের অষ্টাদশ বই

তালিসমান

মূল : স্যার ওয়াল্টার স্কট

রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ

ইউরোপের সকল জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্রুসেডে এসেছে
মুসলমানদের হাত থেকে পবিত্র নগরী
জেরুজালেম ছিনিয়ে নেবে বলে।

যুদ্ধ চলছে,
এমন সময় কঠিন এক অসুখে
অসুস্থ হয়ে পড়লেন সম্মিলিত বাহিনীর
সর্বাধিনায়ক, ইংল্যাণ্ডের রাজা রিচার্ড।
শত্রু রিচার্ডকে সুস্থ করে তোলার জন্যে
ব্যক্তিগত চিকিৎসক পাঠিয়ে দিলেন
সুলতান সালাহউদ্দিন।

রিচার্ড সুস্থ হয়ে উঠতেই শুরু হলো
একের পর এক অসাধারণ সব নাটকীয় ঘটনাচক্র—
রিচার্ডের বোন এডিথকে ঘিরে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

সোল টাকা